

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় अवम् भश्वाप

হাঁটুতে চোট রোহিতের এগারোর পাতায় **TREAM11**

শিলিগুড়ি ৭ পৌষ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 23 December 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 214

বিপন্ন ইতিহাসের স্থ

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হাটবাবুর অফিসের কাঠের বাড়ি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হল শিলিগুড়ির ইতিহাস। শনিবার রাত তখন গভীর। ডিআই ফান্ড মার্কেটে ব্রিটিশ আমলের কাঠের ঘরের গা ঘেঁষে রাখা ব্যবসায়ীদের বাঁশের ঝুড়িগুলোতে তখন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ধীরে ধীরে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ছে অনেক স্মৃতিবিজড়িত সেই কাঠের ঘরটাতেও।

ঘরটাকে বাঁচাতে স্থানীয়রা চেষ্টা করছিলেন দমকলে খবর দেবার। অভিযোগ, '১০১' নম্বরে ডায়াল করার পরেও কেউ ফোন ধরছিলেন না। ইন্টারনেটে স্টেশন ফিডার রোডের দমকলকেন্দ্রের নম্বর বের করেও বারবার ফোন করছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা রাজনারায়ণ প্রসাদ। কেউ ফোন তোলেননি। কিন্তু ব্রিটিশ আমলের স্মতির অন্যতম সাক্ষী ঘরটাকে যে বাঁচাতেই হবে। স্কুটার নিয়ে তিনি সোজা ছুটলেন স্টেশন ফিডার রোডের দমকলকেন্দ্রে।

কলেজ পড়য়া তৃণা দাস, স্কুল পড়য়া শুভদীপ দাসও নিজেকৈ তবে ততক্ষণে ওই ঘরের একটা আটকে রাখতে না পেরে ছুটে গেল কিছুটা দূরেই থাকা শিলিগুড়ি থানায়। সৈখানে পৌঁছে ডিউটি অফিসারকে তাদের আর্জি, 'কাকু, ঘরগুলো সব পুড়ে যাবে।' দুই পড়য়ার এমন আর্জি শুনে অবাক দায়িত্বে থাকা পুলিশকতাও। সময়ই বড় দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। যদিও দমকলে ফোন করার কথা বলতেই এ ব্যাপারে দমকলের কারও বক্তব্য ওরা জানাল, কেউ ফোন ধরছে



ক্ষতিগ্রস্ত ডিআই ফান্ড মার্কেটের কাঠের বাডি। -সংবাদচিত্র

না। এমন সময়ই থানার সামনে দমকলের গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেয়ে তারা বাইরে এসে দেখে, রাজনারায়ণ স্কুটি নিয়ে যাচ্ছেন আর পেছনে ছুটে চলেছে একটি দমকলের গাড়ি। প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এল বটে, অংশ পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে।

শনিবার গভীর রাতে এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকল শহর শিলিগুড়ি। সেই সঙ্গেই উঠল, একাধিক প্রশ্ন। দমকল রাতে ফোন ধরবে না কেন? এতে যে কোনও ওসি ভাস্কর নাগকেও ফোনে পাওয়া যায়নি।

বাজনাবায়ণ প্রসাদ বলেন 'দমকলকেন্দ্রে যাওয়ার পরেই দেখি সেখানে একজন দমকলকর্মী দাঁডিয়ে রয়েছেন। এরপর তাঁকে আগুনের কথা বলতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের ডাকেন। এরপর বলেন, আমাকে আগে যেতে। পেছন পেছন ওঁরা যাবেন।'

পুরনিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে একসময় ডিআই ফান্ড মার্কেটের ব্রিটিশ আমলের ওই সরকারি কাঠের ঘরগুলোতেই চলত হাটবাবর কাজকর্ম, যাতায়াত। হাট পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজই চলত মেলেনি। শিলিগুড়ি দমকলকেন্দ্রের ওই দুই ঘরে। বর্তমানে এখন আর

আগুনের নেপথ্যে

- পুরনিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে ডিআই ফান্ড মার্কেটে রয়েছে ব্রিটিশ আমলের সরকারি কাঠের
- 🔳 এই ঘরেই একসময় চলত হাটবাবুর কাজকর্ম এবং হাট পরিচালনার কাজ
- অভিযোগ, মার্কেটের এই জায়গাটা দখলের একটা ছক কষছে একটি চক্ৰ
- 🔳 সে কারণেই আগুন ধরিয়ে ব্রিটিশ আমলের এই ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে

হাটবাবু নেই। ওই ঘরগুলোও ধীরে ধীরে ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। যতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, সেটাই যেন স্মৃতি হয়ে রয়েছে, সাধারণ মানুষের কাছে। সেই দুটো ঘরের মধ্যে পেছনে থাকা ঘর আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে

কীভাবে লাগল ওই আগুন? সেখানে বিক্রির জন্য বাঁশের অনেক ঝুড়ি রেখেছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী রেখা সাহানি। তাঁর বক্তব্য, 'কয়েকদিন আগে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল। ও বলেছিল, আমার জিনিসপত্র পুড়িয়ে দেবে। ও-ই শুক্রবার রাতের অন্ধকারে এই কাজ করেছে।' ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মৌখিকভাবে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন ওই মহিলা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই ব্যবসায়ী। তবে এর পেছনে দখলদারির একটা ছক রয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় সিপিএম নেতা তুফান ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন ধরেই ডিআই ফান্ড মার্কেটের এই জায়গাটা দখলের একটা ছক কষছে একটি চক্র। আর সে কারণে আগুন ধরিয়ে ব্রিটিশ আমলের এই ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।'

এদিকে, এদিন এলাকার সাধারণ মানুষ ওয়ার্ড কাউন্সিলারকে সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়ি থানায় যান। ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তী বলেন, 'ওই জায়গায় কিছু ব্যবসায়ী বসেন। আমাদের ওই ব্যবসায়ীদের নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তবে ওরা যেন, ওখানে কোনও সামগ্রী রেখে বাড়ি না চলে যান, সেটা আমি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছি। পুলিশ প্রশাসনকেও বলেছি বিষয়টা দেখার জন্য।'

वाक विशविषयात अनिमात व्याज्य हरून এখানে পোমাহ अंति वीउता त्रीत

যেতে পারেন। তবে বাঁকেবিহারী মন্দির দর্শনের সাধ অপূর্ণ থাকতে পারে। নতুন পোশাক বিধি না মানলে যে মন্দিরে রাধাকুষ্ণের যুগল রূপ পূজিত হয়, সেখানে প্রবেশ নিষেধ। যেমন-তেমন পোশাকে রাধাকুঞ্জের যুগল রূপ কুঞ্জবিহারী দর্শন আর সম্ভব নয়। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে, একমাত্র 'শালীন পোশাক'ই

মন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্র। অশালীন পোশাকের তালিকা জানিয়ে মন্দিরের প্রবেশপথে শোভা পাচ্ছে বোর্ড। যাতে লেখা রয়েছে, মিনি স্কার্ট, ছেঁড়া জিন্স, হাফপ্যান্ট, বা রাতের পোশাক একেবারেই চলবে না। কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত বিবতিতে জানানো হয়েছে. এতে মন্দিরের পবিত্রতা নম্ট হয়।ধর্মীয় স্থানের মর্যাদার উপযোগী পোশাক পরে আসতে হবে দর্শনার্থীদের। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি

রাস্তায় এখন মন্দিরটির জন্য পোশাক বহু ভক্ত জিনস, ছেঁডা টি-শার্ট পরে বিধি লেখা ব্যানার টাঙানো আছে। সামাজিক মাধ্যমেও সেইসব ব্যানারের ছবি ভাইরাল হচ্ছে এখন।

বহু ভক্ত মন্দিরের মর্যাদার সঙ্গে সংগতিহীন পোশাক পরে ঢুকছেন। আমরা মন্দিরের

ঐতিহ্য এবং আমাদের সংস্কৃতির কথা বিবেচনা করে উপযুক্ত পোশাক পরার পরামর্শ দিয়েছি।

মূনীশ শূমা ম্যানেজার, মন্দির কমিটি

হঠাৎ কী এমন হল যে, এই সিদ্ধান্ত নিতে হল ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বাঁকে মন্দির কর্তৃপক্ষের? মন্দিরের ম্যানেজার মুনীশ শর্মার যুক্তি, আকর্ষণ করতে বৃন্দাবনের বিভিন্ন কিছুদিন ধরে তাঁরা লক্ষ করছেন

মন্দিরে ঢকে পডছেন। যদিও স্থানীয় ভক্তদের মধ্যে এই প্রবণতা কম। তাঁর কথায়, 'বাইরে থেকে আসা দর্শনার্থীদের আপত্তিকর পোশাকে বেশি দেখা যাচ্ছে। সব দিক বিবেচনা করে পোশাকের বিষয়ে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

ভক্তদের উদ্দেশে মন্দির কমিটির ম্যানেজারের কঠোর সতর্কবার্তা, অনেকবার দেখেছি, বহু ভক্ত মন্দিরের মর্যাদার সঙ্গে সংগতিহীন পোশাক পরে ঢুকছেন। আমরা মন্দিরের ঐতিহ্য এবং আমাদের সংস্কৃতির কথা বিবেচনা করে উপযুক্ত পোশাক পরার পরামর্শ দিয়েছি।' এই নিয়ে চর্চা কম হচ্ছে না। সমাজমাধ্যমে পোশাক বিধি জানানোর পাশাপাশি প্রতিক্রিয়াও দেখা যাচ্ছে। মন্দির কর্তপক্ষ অবশ্য সিদ্ধান্তে অন্ড। সাফ জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মিনি স্কার্ট হোক আর

এরপর দশের পাতায়



ভাগবতের সঙ্গে মোদির লডাই হিন্দুর নেতৃত্ব নিয়ে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত



স্বয়ংসেবক সংঘের সরসংঘচালক অথাৎ সংঘাধিপতি মোহন ভাগবত

বলেন কম। কিন্তু যেটুকু বলেন সেটুকুই তাৎপর্যপূর্ণ। সম্প্রতি তিনি আবার এমন কিছু কথা বলেছেন, যা নিয়ে শুধু আরএসএস-বিজেপির অভ্যন্তরেই নয়, জল্পনা শুরু হয়েছে সমগ্র রাজনৈতিক মহলে। গত শুক্রবার একটি অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত বলেছেন, 'রাম মন্দির হিন্দুদের বিশ্বাসের প্রশ্ন। হিন্দুরা মনে করতেন রাম মন্দির তৈরি হওয়া উচিত। কিন্তু সেই মন্দির তৈরি করে কেউ হিন্দুদের নেতা হয়ে যেতে পারেন না।'

মন্তব্যটি বিতর্কিত। এরকম একটি মন্তব্য প্রকাশ্যে করলে নানাবিধ বিতর্ক সষ্টি হবে সেটি ভাগবত জানতেন না বললে ভুল ভাবা হবে। বরং ওই মন্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে ওই অনুষ্ঠানে আরও এমন কিছু কথা বলেছেন, যেগুলিও যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টিকারী। ভাগবতের সমগ্র বক্তব্য খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, খুব হিসেব কষে সচেতনভাবেই ভাগবত এই বক্তব্য রেখেছেন।

হিন্দুত্বকে ধর্মীয় ভাবনার বাইরে এনে তার একটি রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার ভাবনাটি ভেবেছিলেন বিনাযক দামোদব সাভাবকব। সাভারকরের এই পলিটিকাল হিন্দুত্বকেই আরএসএস-বিজেপি তাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাব বিস্তারের কাজে ব্যবহার করেছে। পলিটিকাল হিন্দুত্বকে হাতিয়ার করে সাফল্য অর্জনের একটি সফল পরিকল্পনা কীভাবে রচিত হতে পারে সেটি লালকৃষ্ণ আদবানি তাঁর রামরথ যাত্রা এবং রাম জন্মভূমি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছিলেন। গোঁড়া হিন্দত্ববাদীদের কাছে হিন্দু হৃদয় সম্রাট হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

একদা নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি ছিলেন এই আদবানিরই একান্ত অনুগত ভাবশিষ্য। দলের ভিতর অনেক বাধাকে উপেক্ষা করে আদবানিই তাঁকে ২০১৪-র নিবাচনে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করেছিলেন। পরপর তিনটি লোকসভা নির্বাচনে জিতে প্রধানমন্ত্রীর পদে রয়েছেন মোদি। তাঁর আমলেই বিজেপি-আরএসএসের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন অযোধ্যায় রাম মন্দিরের নির্মাণ এবং উদ্বোধন হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

লিদের দখলে

জমি রেজিস্ট্রির কাজে গেলেই নথি ছিনতাই

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর :

আশিঘরের জমি রেজিস্ট্রি অফিসে একটু বেলার দিকে গেলেই দেখা যায়, প্রায় গোটা অফিস চত্বরই দালালদের দখলে। হাতে জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে জমির মালিককে নিয়ে কখনও ছুটছেন অফিসের ভেতরে, কখনও আবার কিছ ফোটোকপি করার জন্য ছটছেন অফিসের বাইরে। আর দালালদের ছিন পেছন ছটছেন জামর ক্রেত কিংবা বিক্রেতারা। মূলত এই দালালরাই তৈরি করে দৈন জমির কাগজ। টাকা জমা থেকে শুরু করে জমি রেজিস্টির জন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সব করে দেন তাঁরাই। আইনজীবীদের যে কাজ করার কথা, সেই কাজ নিমেষের মধ্যে সেরে ফেলছেন দালালরা। তাঁদের যেন নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। একের পর এক কাজ যেন ওখানে বসেই জুটে যাচ্ছে। এর বিনিময়ে ক্রেতা-বিক্রেতার কাছ থেকে আদায় প্রতিদিনের একই ছবি।

জমি কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত কতটা ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি তারিকুল আলম নামে এক ব্যক্তি সম্প্রতি আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করে জানিয়েছেন, হাতিয়াডাঙ্গায় তাঁর জমি। কিছুদিন আগে এক অপরিচিত মহিলা তাঁর



আশিঘরের সাব-রেজিস্টি অফিস। -সংবাদচিত্র

বাবার নাতনি পরিচয় দিয়ে একাধিক মিথ্যা দলিল তৈরি করে তা একাধিক মানুষের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। এই ঘটনায় একজন সরকারি আধিকারিক সহ সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

শিলিগুড়ির খুব কাছেই ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় প্রাঙ্গণেই অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস। এই অফিসেই ভক্তিনগর এলাকার জমির কাগজপত্র করছেন মোটা অঙ্কের টাকাও। রেজিস্ট্রি করা হয়। আশিঘর মোডের এই জমি রেজিস্টি অফিসে গেলেই চোখে পড়বে দালালদের দৌরাষ্ম্য। এই দালালরা জমির কাগজপত্র কেউ জমি সংক্রান্ত কোনও কাজে তৈরি করে দিলে ভবিষ্যতে তা রেজিস্ট্রি অফিসে গেলে কার্যত তাঁর হাত থেকে কাগজ ছিনিয়ে নেওয়ার হতে পারে তা বোঝা গেল ক'দিন মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। যাঁরা আগে। জলপাইগুডির আসলাম কোনও ঝটঝামেলা পছন্দ করেন না, তাঁরা সরাসরি গিয়ে দালালদের খপ্পরেই পড়েন। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দালালরাই জমির

অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-



66

যখন জমি রেজিস্ট্রি হয়,

তখন জমির মালিক কে, সেটা

রেজিস্টি অফিস যাচাই করে

না। যিনি রেজিস্ট্রি দিচ্ছেন

তিনিই মালিক কি না সেই

রেকর্ড যাচাই করার ক্ষমতাও

নেই। রেজিস্ট্রার শুধু নথি

রেজিস্ট্রি করেন, সম্পত্তি নয়।

বিশ্বরূপ গোস্বামী

অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার

রেজিস্টার বিশ্বরূপ গোস্বামী অবশ্য

বলছেন, 'আমাদের পক্ষে কখনোই

বোঝা সম্ভব নয়, কে আইনজীবী

বা কে দালাল? পাশাপাশি, যখন

জমি রেজিস্ট্রি হয়, তখন জমির

মালিক কে. সেটা রেজিস্টি অফিস

যাচাই করে না। যিনি রেজিস্ট্রি

দিচ্ছেন তিনিই মালিক কি না সেই

ডিড তৈরি করে ফেলেন।

🔳 কেউ জমির কাজে রেজিস্ট্রি অফিসে গেলে তাঁর হাত থেকে কাগজ ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে

কী ঘটছে

পছন্দ করেন না, তাঁরাই এই দালালদের খপ্পরে পড়ছেন

যাঁরা কোনও ঝুটঝামেলা

 অনেকেই সস্তায় কাজ সারার জন্য আইনজীবীর বদলে স্বেচ্ছায় দালালদের কাজ দিচ্ছেন

 আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দালালরা জমির নকল দলিল তৈরি করে ফেলছেন

রেকর্ড যাচাই করার ক্ষমতাও নেই। রেজিস্ট্রার শুধু ডকুমেন্টটাকে রেজিস্ট্রি করেন, সম্পত্তি নয়। সারা ভারতবর্ষে এই আইনেই রেজিস্টেশন হয়।'

তাঁর আরও বক্তব্য, 'আমাদের এখানে সাধারণ মানুষ এই দালালদের উপর খব নির্ভর করেন বলে আমার মনে হয়। কত সস্তায় রেজিস্ট্রেশন করা যায় সেটা অনেকে ভাবেন। কোনও দালাল হয়তো ২ হাজার টাকাতেই কাজ করে দেন। অনেকেই আছেন যাঁরা বেশি টাকা লাগবে ভেবে আইনজীবীদের কাছে যান না। তবে প্রত্যেকের উচিত জমির রেকর্ড সার্চিং করে নেওয়া।'



মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান কুয়েতের

কুয়েতের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার বায়ান প্যালেসে কয়েতের আমির শেখ মেশাল আল-আহমাদ আল-জাবের আল সাবাহ তাঁকে 'অডার অফ মুবারক দ্য গ্রেট' সম্মানে ভৃষিত করেন। মোদি জানিয়েছেন, কুয়েতের সবেচ্চি সম্মান পেয়ে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছেন।

▶ বিস্তারিত সাতের পাতায়



বিষে ধুঁকছে বাংলা তৃষ্ণার জলেও বিষ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর)-এর রিপোর্ট বলছে, বাংলার যেসব জেলার মাটির আর্সেনিক বিপজ্জনক মাত্রায় রয়েছে, তাদের মধ্যে কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও

মালদা অন্যতম। ▶ বিস্তারিত সাতের পাতায়

এই সেই হাত



এটাই তাঁর শেষ ছবি। কিংবদন্তি তবলিয়া জাকির হুসেনের হাত ধরে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়ে এবং অবধারিতভাবে হাত তবলার উপরে। এই ছবি পরিবারের তরফে পোস্ট করা হল জাকিরেরই অ্যাকাউন্টে।

হাসিনার নামে নোটিশে বিভ্রান্তি



একই দিনে হাসিনার পরিবারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে গতি আনা হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচারের অভিযোগে হাসিনা এবং

গুমে ভারত-যোগ

■ অপছন্দের লোকদের গুম

■ তদন্ত করতে ইউনূস গঠন করেন গুম কমিশন

■ ভারতের জেলে অনেক বাংলাদেশি আছেন বলে দাবি

আবেদন গুম কমিশনের

করে দিল বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

ফের নাম বিতর্কে অজয়ের নতুন

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট- পাহাড়ে আরও একটি নতুন রাজনৈতিক দলের পথ চলা শুরু হল। রবিবার দার্জিলিংয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন দলের নাম ঘোষণা হয়। হামরো পার্টি ভেঙে দিয়ে অজয় এডওয়ার্ডের নেতত্ত্বে এই নতন পার্টিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বেশ কয়েকজন নেতা-নেত্রী যোগ দিয়েছেন। তবে আগে থেকে পাহাড়ে ভারতীয় গোর্খা জনশক্তি নামে একটি পার্টির রেজিস্ট্রেশন থাকায় অজয়দের নয়া পার্টি আদৌ রেজিস্ট্রেশন পাবে কি না সেই প্রশ্ন উদ্বোধনী দিনই উঠে

মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'নতন পার্টি তো শুরুতেই ভুল

আবার একই নামে অজয়রা কীভাবে রেজিস্টেশন পাবেন ? নাম নিবাচনের ক্ষেত্রেই যদি ভাবনা না থাকে তাহলে এই পার্টি কতটা সফল হবে তা নিয়ে আমাদের সংশয় রয়েছে।' অজয় অবশ্য বলেছেন, 'সবদিক বিবেচনা করেই পার্টির নাম ঠিক করা হয়েছে।' প্রায় এক বছর ধরে অজয় হামরো

পার্টি ছেড়ে নতুন পার্টি তৈরির প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। অবশেষে রবিবার দার্জিলিংয়ের জিমখানা ক্লাবে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ইন্ডিয়ান গোখা জনশক্তি ফ্রন্টের পথ চলা শুরু হয়। এদিনের উদ্বোধনী মঞ্চে সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসের পার্বত্য শাখার সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা পাহাড়ের শাসক ভারতীয় গোর্খা দেওয়া এনবি খাওয়াস, যুব মোর্চা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) নেতা প্রকাশ গুরুং, প্রাক্তন তৃণমূল নেতা তথা ২০১২ সালে বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বাধীন জিটিএ বোর্ডের করে বসেছে। ভারতীয় গোর্খা চেয়ারম্যান কার্সিয়াংয়ের প্রদীপ জনশক্তি বলে ১৯৮৯ সাল থেকে প্রধান, প্রাক্তন জিএনএলএফ নেতা একটি রাজনৈতিক দল রয়েছে। মহেন্দ্র ছেত্রী, সারদা রাই সুব্বার মতো

দার্জিলিংয়েই এই দল তৈরি হয়েছিল। নেতা-নেত্রীদের দেখা গিয়েছে। এদিন উদ্বোধনী মঞ্চেই অজয়

এডওয়ার্ডকে দলের আহ্বায়ক করা হয়েছে। আগামী ২৭ ডিসেম্বর দলের প্রথম বৈঠক হবে। সেখানে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে সুকনায় জনসভা করার

প্রদীপ প্রধান বলেছেন, 'পাহাড়ের মানুষের মূল দাবি হচ্ছে পৃথক রাজ্য। আমরা সেই দাবিকে সামনে রেখে কাজ করব। পাশাপাশি ১১টি উপজাতির মর্যাদা দেওয়া, চা বাগান সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই সভায় পাহাড়ের শ্রমিকদের জমির পাট্টা আদায়,

দার্জিলিংয়ে নতুন পার্টির প্রধানকে সংবর্ধনা। ছবি : মৃণাল রানা

আরও বেশ কয়েকজন নেতা-নেত্রী দলে আসবেন বলে জানানো হয়েছে। জনজাতিকে তপশিলি

> ২০২১ সালের ২২ নভেম্বর জিএনএলএফ ছেড়ে হামরো পার্টি

> জিটিএ এলাকার ব্লক, মহকুমা বৃদ্ধির দাবিও থাকছে।' জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে সকনায় সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আরও নেতা-নেত্রীরা যোগ দেবেন বলে নয়া পার্টির আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড জানিয়েছেন।

তৈরি করেছিলেন অজয় এডওয়ার্ড। দল গঠনের ছয় মাসের মধ্যে দার্জিলিং পুরসভার নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে বোর্ডের দখল নিয়ে নজর কেড়েছিল এই নয়া পার্টি। কিন্তু অনীত থাপার পার্টি থাবা বসাতেই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে অজয়ের পার্টি। পাশাপাশি বাইচুং ভূটিয়ার 'হামরো সিকিম' পার্টি আর্গে থেকে রেজিস্ট্রেশন থাকায় অজয়ের হামরো পার্টির রেজিস্ট্রেশনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ফলে পার্টির নাম বদল কাৰ্যত নিশ্চিত হয়ে পড়েছিল।

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর : মুজিব

ও ভারত বিরোধিতা আরও তীব্র বাংলাদেশে। হিন্দু নির্যাতনের একের পর এক ঘটনায় ঘরে-বাইরে সমালোচনায় বিদ্ধ অন্তর্বর্তী সরকার এখন শেখ হাসিনার পরিবারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগকে আরও আঁটোসাঁটো করছে। যদিও হাসিনার বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিশ জারি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে বিভ্রান্তি

তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস বদলে ফেলার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে মুহাম্মদ ইউনুস সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে, তা যেন আরও একধাপ এগিয়ে গেল রবিবার। যমুনা নদীতে নির্মীয়মাণ রেলব্রিজটি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নামাঙ্কিত। সেটা বদলে রাখা হল যমুনা রেলওয়ে ব্রিজ। সেতৃর দুই পাড়ের দুটি রেলস্টেশনের নামও বদলে দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব রেলস্টেশনের নাম বদলে করা হয়েছে ইব্রাহিমাবাদ। বঙ্গবন্ধু ব্রিজ পশ্চিম রেলস্টেশনের নামকরণ

করায় অভিযুক্ত হাসিনা

■ কমিশনের রিপোর্টে গুমে ভারত-যোগের ইঙ্গিত

 বন্দিদের ফেরাতে সরকারকে তৎপর হতে

তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে জোরকদমে তদন্ত শুরু

এরপর দশের পাতায়

আমার উত্তরবঙ্গ

বিভিন্ন হোম থেকে কাল বাংলাদেশে ফিরবে ২৫ জন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২২ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার রাজ্যের ১৪টি হোম থেকে ২৫ আবাসিক বাংলাদেশে নিজেদের বাড়ি যাচ্ছে। ১৪টির মধ্যে ১২টি সরকারি হোম রয়েছে, বাকি দুটি হোম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দ্বারা পরিচালিত। জানা গিয়েছে, এই ২৫ জনের মধ্যে কোচবিহারের বাবুরহাটের শহিদ বন্দনা স্মৃতি বালিকা আবাসের এক নাবালিকা রয়েছে। এছাড়া জলপাইগুড়ির কোরক হোমের তিনজন রয়েছে। মুর্শিদাবাদের আনন্দ আশ্রম হোম, বারাসতের কিশলয় হোম, কলকাতার সুকন্যা হোম সহ নানা হোম থেকে সবকাবি সম্প নিয়ম মেনে আবাসিকদের মঙ্গলবার পেট্রাপোল সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হবে।

বাবা-মা সহ বাড়ির লোকজনের সঙ্গে অবৈধভাবে রাজ্যের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বিভিন্ন প্রান্ত দিয়ে এদেশে অনুপ্রবেশ সহ একাধিক কারণে প্রচুর মানুষ নানা সময় গ্রেপ্তার হন। এতে সাজা হিসাবে বডদের জেলে থাকতে হলেও তাঁদের সঙ্গে থাকা বিভিন্ন শিশুদের সে সময় ঠাঁই হয় রাজ্যের এই সরকারি সহ বিভিন্ন হোমগুলিতে। কোচবিহারের শহিদ বন্দনা হোমেও এরকমই এক নাবালিকা রয়েছে। বাবা-মা ও ভাইয়ের সঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশের কারণে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ডের দিনহাটা এলাকায় বছর দুয়েক আগে ধরা পড়ে। এরপর থেকে বাবা-মা জেলে থাকলেও তার ঠাঁই হয়েছে কোচবিহারের শহিদ বন্দনা হোমে। পাশাপাশি তার ভাইয়ের ঠাঁই হয়েছে জলপাইগুড়ির কোরক হোমে। জানা গিয়েছে, এ কারণে উভয় হোম কর্তৃপক্ষ ভাইবোনকে দেখা করানোর

জন্য এক মাস পরপর কোনওসময় বোনকে জলপাইগুড়ির কোরক হোমে নিয়ে গিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করাত। আবার কোনও মাসে ভাইকে শহিদ বন্দনায় নিয়ে এসে বোনের সঙ্গে দেখা করাত। গত দুই বছর ধরে এমনই চলছিল। অবশেষে সরকারি সমস্ত নিয়ম মেনে রাজ্যের বাকি হোমে থাকা আবাসিকদের সঙ্গে মঙ্গলবার পেট্রাপোল সীমান্ত হয়ে তারাও তাদের বাংলাদেশের বাডিতে যাবে। তবে বাবা-মা এখানে সংশোধনাগারে থাকায় তারা বাংলাদেশে থাকা

ঘরে ফেরা

- কোচবিহারের বাবুরহাটের শহিদ বন্দনা স্মৃতি বালিকা আবাসের এক নাবালিকা
- জলপাইগুডির কোরক হোমের তিনজন রয়েছে
- 🛮 মূর্শিদাবাদের আনন্দ আশ্রম হোম, বারাসতের কিশলয় হোম, কলকাতার সুকন্যা হোম সহ নানা হোম থেকে বাড়ি ফিরবে আবাসিকরা

তাদের আত্মীয়পরিজনের কাছে যাবে বলে জানা গিয়েছে।

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে দুরে হওয়ায় এই দুই হোমের আবাসিককে সোমবারই হোম থেকে নিয়ে যাওয়া হবে পেট্রাপোলের উদ্দেশ্যে। মঙ্গলবার পেট্রাপোল হয়ে সরকারি সমস্ত নিয়ম মেনে তাদের বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া

আজ টিভিতে



অনুপমার প্রেম সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

कालार्भ वाःला भित्नमा : भकाल ১০.০০ বেয়াদপ, দুপুর ১.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল. সন্ধে ৭.৩০ সেজ বউ, রাত ১০.৩০ আঘাত

জলসা মৃভিজ : দুপুর ১.৩০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.১৫ সিঁদুরের বন্ধন, সন্ধে ৭.৩০ বলো না তমি আমার, রাত ১০.৪০ পাগলু টু

জি বাংলা সিনেমা: দুপুর ১২.০০ পুতুলের প্রতিশোধ, ২.৩০ কমলার বনবাস, বিকেল ৪.৩০ অভাগিনী, রাত ৯.২৫ সুইৎজারল্যান্ড

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কোমল গান্ধাব

कालार्भ वाश्ला : मूलूत २.०० নাটের গুরু

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৪০ হ্যাপি নিউ ইয়ার, বিকেল ৫.১৮ বিন্দি, সন্ধে ৭.৩০ অব ইনসাফ হোগা, রাত ১০.৩৯ মেন নাম্বার থার্টিন অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪৫ চোরি চোরি চুপকে চুপকে, বিকেল ৫.০৯ শিবা-দ্য সুপার হিরো থ্রি, সন্ধে ৭.৩০ মিশন রানিগঞ্জ, রাত ১০.১১ খিলাড়ি ৭৮৬

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ ওএমজি-টু, ২.৫৩ জম্বি রেডিড, বিকেল ৫.০২ হারম হারা, সন্ধে ৭.৫৯ দ্য ওয়ারিয়র, রাত১০.৩২ হিড়িম্বা

সোনি পিকা এইচডি : দুপুর



সুইৎজারল্যান্ড রাত ৯.২৫

জি বাংলা সিনেমা

অলিম্পাস হ্যাজ ফলেন রাত ৯.০০ সোনি পিক্স এইচডি

১.৪২ জন উইক-থ্রি. বিকেল ৩.৩০ প্যাসিফিক রিম, ৫.৩৯ অ্যানাকোন্ডা, সন্ধে ৭.০৬ ভেনম, রাত ৯.০০ অলিম্পাস হ্যাজ ফলেন, ১০.৫১ আইটি-টু



মূর্তির মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবগাথা

বাংলাদৈশের বক্তব্য অনেকটাই ঘুরে ডুয়ার্সের। এখনও এখানে কান পাতলে ভেসে আসে ভারতীয় সেনার অক্লান্ত পরিশ্রমে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সেই গৌরবগাথা।

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ইতিহাস বহন করছে মেটেলি চা বাগানের মূর্তি ডিভিশনে নদী লাগোয়া মাঠটি। সেখানে ১৯৭১ সালে কয়েক মাস ধরে মোট দু'দফায় ১৩২ জন মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ৬১ জনের প্রথম ব্যাচে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছেলে শেখ কামাল। এখনও মর্তির ওই নিরিবিলি প্রান্তরে গেলে ইতিহাস যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। দেখা



সাদৃশ্যও ছিল অন্যতম ফ্যাক্টর।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর

জেলাজুড়ে শিবিরগুলি গড়ে ওঠে।

তাঁর সংযোজন, 'বাংলাদেশিরা এখন

কী বলছেন, তা নিয়ে আগ্রহ নেই।' কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'মর্তির ৬১, মুক্তির ৭১ ওয়ারকোর্স স্মারক গ্রন্থটিতে চা বাগান ঘেরা ওই এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের



প্রশিক্ষণের কথা সবিস্তারে লেখা

তাঁর ছাত্র ডঃ কালীকৃষ্ণ সূত্রধরের লেখা আছে। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ এবং 'মুক্তিযুদ্ধে উত্তরবঙ্গের অবদান' নামে

তথ্য এবং কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি রয়েছেন জীবন্ত সাক্ষীও। যেমন, মেটেলি চা বাগানের বাঁশলাইনের ঝাড়িয়া ধানোয়ার। বৃদ্ধ বললেন, 'মূর্তির ওই শিবিরের লঙ্গরখানায় খাবার তৈরি করতাম। মূর্তি নদীর পাশে আমাদের সেনারা ওঁদের ট্রেনিং দিত। সেসব তো আমার নিজের চোখে দেখা।' উত্তরবঙ্গের চা বাগান বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মা জানান, সেসময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য ডুয়ার্সের অনেকেই আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। নাগরাকাটা হাইস্কুলে শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। চাঁদা তুলে সবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

তথ্য বলছে, মূর্তিতে

সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে বিভিন্ন সেক্টর থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। এদের মধ্যে পরে বীরত্বের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রথম ব্যাচের ১৭ জনকে বীরসূচক খেতাব দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ৯ অক্টোবর ওই শিবির থেকে প্রথম ব্যাচের ক্যাডেটরা পাশআউট হয়। বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য ভুয়ার্সের ইতিহাসের ওপর দীর্ঘদিন র্ধরে চর্চা চালাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'ওই পাশিং আউট প্যারেডে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধের স্বাধিনায়ক কর্নেল আতাউল গণি প্রমুখ ছিলেন। যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনতে আমাদের এত বড় অবদান, সেখানে সেই দেশের ভারত বিদ্বেষী মনোভাব কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।'

আশা-আশঙ্কার দোলাচলে ডুয়ার্সের পর্যটন

নোটিশ উঠলেও জট কাটেনি বক্সায়

আলিপুরদুয়ার, ২২ ডিসেম্বর : বক্সায় পর্যটন জট কাটল আবার কাটল না। একপ্রকার 'চাপে' পড়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ তাদের সাঁটানো নোটিশ খুলতে বাধ্য হল। নোটিশ খুলে নিলেও আদৌ বক্সার হোমস্টে, রিসর্টে পর্যটকরা রাত্রিযাপন করতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে অন্ধকারে পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

পর্যটনের ভরা মরশুমে বক্সা টাইগার রিজার্ভের এই নোটিশে পর্যটনের ক্ষতি নিয়ে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপত্র 'জাগো বাংলা' একটি খবর প্রকাশ করে। সেখানে তৃণমূলের স্ট্যান্ডপয়েন্ট প্রকাশ পায়। প্রকাশিত খবরে পর্যটন ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁডিয়ে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার কথা জানিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। রবিবার বক্সার রাজাভাতখাওয়ার বামনিবস্তিতে জেলার বিভিন্ন পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানে তিনি রাজ্য সরকারের তরফে সংগঠনের সঙ্গে জডিত ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন। শনিবার রাতেই অবশ্য বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ নোটিশ খুলে ফেলে।

এদিনের বৈঠকে প্রকাশের সঙ্গে ছিলেন জেডিএ'র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, জেডিএ'র বোর্ড সদস্য জেলা সাধারণ সম্পাদক তুষার চক্রবর্তী প্রমুখ ছিলেন। বৈঠক শেষে প্রকাশ বলেন, 'রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে। আমরা বক্সার পর্যটন ব্যবসায়ীদের পাশে রয়েছি। হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ না দিলে আমরা সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হব। রাজ্য সরকারের তরফে ব্যবসায়ীদের আইনি

সহায়তা দেওয়া হবে।' পর্যটন ব্যবসায়ীদের অবশ্য দাবি. নোটিশ খুলে নিয়ে বক্সা কর্তৃপক্ষ

মুখে পর্যটক রাখার অনুমতি দিলেও লিখিত আকারে কিছু জানায়নি। ফলে পর্যটকদের রাখতে কিংবা নতুন করে বুকিং নিতে সাহস পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। লিখিত আকারে কিছু না জানানো পর্যন্ত পর্যটকদের রাত্রিযাপনের জন্য রাখলে পর্যটকদের



আপাতত স্বস্তি

- বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকায় পর্যটকদের রাত্রিবাস নিয়ে জট পাকানোয় অসন্ভোষ তৈরি হয়
- শনিবার রাতেই সেই নোটিশ খুলে ফেলে বক্সা
- মৌখিকভাবে রেঞ্জ অফিসাররা হোমস্টে, রিসর্ট অনুমতি দেন

হয়রানি করা হতে পারে বলে আশঙ্কা। সূত্রের খবর, শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন সংস্থার তরফে বক্সার বিষয়টি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয়। ট্র্যুরিজমের প্রিন্সিপাল কথা বলেন। শনিবার রাতে আচমকা এ বিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ তাঁদের কোনও কতাই মুখ খোলেননি।

সাঁটানো সমস্ত নোটিশ খুলে ফেলে। বিভিন্ন রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসাররা তাঁদের নিজস্ব এলাকাভিত্তিক সমস্ত হোমস্টে, রিসর্ট মালিকদের মৌখিকভাবে পর্যটকদের রাখার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও জট কাটেনি। বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ পর্যটকদের রাখার বিষয়ে কোনও লিখিত না দেওয়ায় সংশয় থেকেই গেল।

আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, 'বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তপক্ষ এর আগে আমাদের সই নিয়ে নোটিশ ধরিয়েছিল। এখন ওরা নোটিশ প্রত্যাহার করছেন, সেটাও আমাদের লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হোক। মৌখিকভাবে জানানোর কোনও

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ভেতরে এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রায় দেড়শোটি হোমস্টে, হোটেল এবং রিসর্ট রয়েছে। এই কারবারের সঙ্গে জড়িত প্রায় ১০ হাজার মানুষ। বক্সায় হোমস্টে বন্ধের ওপর আদালত রায় ঘোষণা করলে, এই এত মানুষ কর্মসংস্থান হারাবেন। পাশাপাশি ডুয়ার্সের সার্বিক আর্থিক পরিকাঠামোর ওপরও তার সরাসরি প্রভাব পড়বে।

রাজাভাতখাওয়ায় রিসর্ট এবং হোমস্টের মালিকদের নিয়ে বৈঠক প্রসঙ্গে তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি অসীমকুমার লামার বক্তবা, 'বন দপ্তর স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং বাসিন্দাদের রুজি রোজগারের ওপর আঘাত হানছে। আমরা যে তাঁদের পাশে আছি, সেই বার্তা এদিনের বৈঠকে বলা হয়েছে।' সোমবার হাইকোর্টের রায় বেরোলে প্রকাশ চিকবড়াইক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। সেক্রেটারিও মুখ্যুমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে মুখ্যুমন্ত্রীর নির্দেশমতো কাজ হবে।



গরুমারায়

শুভদীপ শর্মা

नाँगेश्वर्षि, २२ फिरमञ्जत : বড়দিনের আগেই পর্যটকের উপচে পড়া ভিড় গরুমারায়। বছর শেষের আগেই পর্যটকদের এই ভিড়ে খুশির হাওয়া ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে। বঁডদিন আর নতন বছর যত এগিয়ে আসবে এই ভিড় আরও বাড়বে বলে আশায় পর্যটন মহল এবং পর্যটন

পুজোর সময় ডুয়ার্সে পর্যটকদের দেখা মেলেনি সেভাবে। গোটা বছর ধরে বিক্ষিপ্তভাবে কখনও কম, আবার কখনও বেশি পর্যটকের আনাগোনা ছিল ডুয়ার্সের প্রাণকেন্দ্র লাটাগুড়িতে। যার জবে বছব শেষেব আগে বডদিনেও পর্যটকদের আগমন নিয়ে সংশয়ে ছিল এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তবে সংশয় দূর করে নতুন বছর এবং বড়দিনের আগেই ডুয়ার্সের পর্যটনের প্রাণকেন্দ্র লাটাগুড়িতে উপচে পড়ে ভিড। রবিবার লাটাগুডিতে জঙ্গল সাফারির পাশাপাশি গরুমারার সবকটি নজরমিনারেই পর্যটকদের ভিড উপচে পড়েছিল।

বিসার্ট লাটাগুডি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েলফেয়ার

সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'বড়দিন এবং নতুন বছরের আগেই পর্যটকদের ঢল এবং অনেক বেশি বুকিং রয়েছে। নতুন বছরের প্রথম পর্যন্ত এলাকায়

পর্যটকদের বুকিং রয়েছে।' গত কয়েকদিনে দেখা গিয়েছে এই সময় অতিরিক্ত ভিড়ের জেরে অনেকেই গরুমারা কিংবা জঙ্গল সাফারির টিকিট না পেয়ে ঘুরতে পারেন না। মরশুমের বিশেষ দিনগুলোতে জঙ্গল সাফারি এবং গরুমারার জন্য আরও অতিরিক্ত টিকিট দেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

ডয়ার্স ট্যরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সম্পাদক বিপ্লব দে'র বক্তব্য, 'অনেক পর্যটক টিকিট না পেয়ে গক্মাবা বা জঙ্গল সাফাবিতে যেতে পারেন না। এই সময়গুলোর জন্য যাতে বন দপ্তরের তরফে বাড়তি কয়েকটা শিফট করা যায়, সেই দাবিও জানানো হয়েছে বন দপ্তরকে।'

জলপাইগুড়ি বনবিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি এবিষয়ে বলেন. 'জঙ্গল সাফারির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টিকিটের বরাদ্দ রয়েছে। তবে পর্যটকদের রাশ যদি বেশি থাকে সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জীবন সিংহের নাম নিলে গ্রেপ্তারের হুমকির অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : কেএলও চিফ জীবন সিংহ ও কেএলও নেতা ডিএল কোচের নামে আন্দোলন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলকে। জীবন সিংহের নাম নিলেই পুলিশ গ্রেপ্তারের ভয় দেখাচ্চে বলে অভিযোগ। রবিবার ময়নাগুড়ির টেকাটুলিতে কেএসডিসি'র কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক শেষে সংগঠনের সভাপতি তপতী মল্লিক বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি জানিয়েছেন. জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে থানায় ডেকে জীবন সিংহের নামে আন্দোলন করা থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। কেএসডিসি গণতান্ত্রিক আন্দোলন

কেন্দ্রীয় সরকারের হেপাজতে রয়েছে জীবন সিংহ। এখনও কেন্দ্রের সঙ্গে পৃথক কামতাপুর রাজ্য গঠন, অস্ট্রম তফশিল ভাষার অন্তর্ভুক্তি সহ একগুচ্ছ দাবিতে স্মারকলিপি দিয়ে যাচ্ছে সংগঠন। জীবন সিংহের সঙ্গে কেন্দ্রের শান্তি আলোচনা একাধিকবার হয়েছে। কিন্তু শান্তি আলোচনা অনুসারে চুক্তি কার্যকর হচ্ছে না। তাই জেলা শাসক বা বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে কেন্দ্রকে স্মারকলিপি দিচ্ছে সংগঠন। তপতীর কথায়, 'এর বেশি কিছই করা হচ্ছে না। তবে কেএসডিসি করা যাবে না এমন হুমকি যদি পুলিশের তরফে দেওয়া হতে থাকে তাহলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দাবিতে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হব। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও কোনও মামলা রুজু হয়নি কারও বিরুদ্ধে।

সমগ্ৰ উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : M-9647610774. (C/113973)

আফিডেভিট

20-12-24 Jal JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা গৌতম সা এবং গৌতম রায় (পিতা- ধীরেন রায়) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। ধূপগুড়ি, মাগুরমারী-২ নং GP, উত্তর (C/114245)

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : 'চোখের সামনে থেকে একে একে উধাও হয়ে গিয়েছে কাঠের পাটাতনগুলো। এবার একটা ঘরের একাংশ পুড়েও গেল। কথাগুলো বলার সময় কোথায় যেন আবেগবিহুল হয়ে পড়ছিলেন কবি সুভান দাস। বলছিলেন, 'পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে এই এলাকায় আমরা থাকছি। ব্রিটিশ আমলের ওই ঘরগুলোর কত গল্প দাদুদের কাছ থেকে শুনেছি। খারাপ লাগছে। ওই জায়গারই এখন এই পরিস্থিতি।'

শহর থেকে হারিয়ে গিয়েছে কাঠের ঘর। ডিআই ফান্ড মার্কেটের স্মৃতিবিজড়িত হাটুবাবুর ঘর ও হাট পরিচালনার ঘরটি একসময় সংরক্ষণের চিন্তাভাবনাও করেছিল বাম নিয়ন্ত্রাধীন পরনিগম। যদিও পরবর্তীতে কোনও উদ্যোগ নজরে পড়েনি। রাতের অন্ধকারে ওই ঘর ভেঙে কাঠ চুরি অব্যাহত ছিল। এরমধ্যেই একটিতে



শনিবার রাতে আগুন ধরে যাওয়ায় আরও যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

ক্ষোভের সুরে তাঁরা 'কারও তরফেই এই ঘরগুলো সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা, নজরদারি না থাকায়, ধীরে ধীরে এই ঘরগুলোই দুর্ভাগ্যজনকভাবে নেশার আসর ও অসামাজিক কার্যকলাপের জায়গা হয়ে দাঁড়াল। কেউই আর এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই নিল না।'

এদিন কথা হচ্ছিল জয়ন্ত দাস, বিমান দাসদের সঙ্গে। তাঁরা বলছিলেন, 'হাটবাবুর চলটা উঠে যাওয়ার পর থেকেই দুটো ঘর তালাবন্ধ হয়ে পড়ে। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে সামনের খালি জায়গায় বাজার বসতে শুরু করল। তবে এসব কিছুর মধ্যে ঘরের কাঠ চুরির ঘটনাও বেড়ে গেল।'

পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে ওই ঘর সংরক্ষণ করার মতো পরিস্থিতি আর নেই বলে জানালেন

চক্রবর্তী। তিনি বলেন. 'ডিআই ফান্ডের এই ঘরগুলোর জমি আবগারি বিভাগের। আমরা ওই দপ্তরকে একাধিকবার বলেছি ঘরগুলো ভেঙে দিতে। কারণ, এই ঘরগুলোই এখন নেশার আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ফের এ ব্যাপারে দপ্তরকে বলব।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা

পরিকল্পনা নিয়েছি, ওই জায়গাটায় একটা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র করব। তাহলে আর এই সমস্যাগুলো থাকরে না। কিন্তু আরও আগে যদি উদ্যোগ নেওয়া যেত, তাহলে ওই ঘরগুলো সংরক্ষণ করা যেত না? গোটা ঘটনাতেই হতাশ লেখক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। তিনি বলেন. 'ডিআই ফান্ডের ওই দটো ঘর আমারও জন্মের আগের।শহরে প্রাচীন বস্তু বলে সেরকম কিছু নেই। যাঁরা শহরের ইতিহাস নিয়ে লিখতে চান. তাঁদের কাছে ওই দুটো ঘর সম্পদের মতো ছিল। এভাবেই একে একে সব ইতিহাস মুছে ফেলা হচ্ছে।'

ও উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-অন্টমীর একোদ্দিন্ট ও সপিণ্ডন। সন্ধ্যা ৫।২৯ মধ্যে চন্দ্ৰদক্ষা ও প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। পুপাষ্টকাশ্রাদ্ধ। মহাকাল ভৈরব দেবার্বিভাব। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্যার রাসবিহারী ঘোষের জন্মদিবস (২৩ ডিসেম্বর ১৮৪৫)। শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা ও উৎসব। অমতযোগ-দিবা ৭।৪৯ মধ্যে ও



জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শুনাপদের জন্য প্রাথী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবন্ধ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ

অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

এই নম্বরে

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় ডত্তরবঙ্গ সংবাদ

শ্রীমদনগুপ্তের ফলপঞ্জিকা মতে আজ ৭ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ২ পৌষ, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, ৭ পুহ, সংবৎ ৮ পৌষ বদি, ২০ জমাঃ সানি। সুঃ উঃ ৬।২১, অঃ ৪।৫৩। সোমবার, অস্টমী সন্ধ্যা ৫।২৯। উত্তরফাল্ফুনীনক্ষত্র

গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

মেষ : আজ কোনও নতুন কাজ হাতে আসতে পারে। ঈশ্বরে বিশ্বাস আরও গভীর হবে। বৃষ : সামান্য কারণে বন্ধুর সঙ্গে বিতর্ক এবং মনখারাপ। মিথুন : অর্থনৈতিক সমস্যা থাকবে। যে কোনও কাজ আজ হাতে নিলেই সাফল্য পাবেন।

বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য সমস্যায়। বৃশ্চিক : হঠাৎ নতুন কোমরের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। দশ্চিন্তা। কর্কট : কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। সিংহ : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতবিরোধ। শরীর নিয়ে সমস্যা থাকবে। কন্যা : অনৈতিক কাজ এডিয়ে চলন। আজ রাস্তায় খুব সাবধানে গাড়ি চালান। তুলা পরিবারের সঙ্গে বাইরে যাবার পরিকল্পনা সফল হবে। অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জন্যে ঋণ করতে হতে পারে।পিঠ ও ৯।২৩। কৌলবকরণ সন্ধ্যা ৫।২৯ সন্ধ্যা ৫।২৯ গতে যাত্রা শুভ পূর্বের্ব

ব্যবসা নিয়ে পরিকল্পনা। মায়ের পরামর্শ নিয়ে দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। ধনু : সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। নতুন কোনও বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে আনন্দ। মকর : সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়ের সঙ্গে মতপার্থক্য। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কুম্ভ : শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা ছাড়ন। রাস্তায় কোনওরকম বিতর্কে যাবেন না। মীন : ব্যবসার

দিনপঞ্জি

দিবা ৯।২৩। সৌভাগ্যযোগ রাত্রি

অস্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৯।২৩ গতে দেবগণ অস্টোত্তরী বধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯।২৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী-ঈশানে, সন্ধ্যা ৫।২৯ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৭।৪০ গতে ৮।৫৯ মধ্যে ও ২।১৫ গতে ১১।৩৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই.

গতে ৩।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৫৬ ১।১৪ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৩ গতে ১১।১৭ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৩।৪৩ মধ্যে।





মা সারদার জন্মতিথিতে বিশেষ অনুষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনে। রবিবার।

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : সেবক রোডের সেবক হাউস এবং মাতৃ মন্দির বেলুড় মঠের নামে হস্তান্তর হয়েছে আগেই। রবিবার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি বেলুর মঠের অধীনস্থ হয়ে নতুন নামকরণ হল- রামকৃষ্ণ মিশন জ্যোতিনগর ক্যাম্পাস। জন্মতিথিতে সারদার রবিবার রামকৃষ্ণ মিশনের নয়া ক্যাম্পাসের সূচনা করলেন মেয়র গৌতম দেব।

ইতিমধ্যেই সেবক হাউস, মাতৃ মন্দির ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটিকে নিয়ে শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের পথ চলা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন জ্যোতিনগর ক্যাম্পাসে যেমন সন্ন্যাসীদের থাকার জায়গা থাকবে, তেমনই সেখানে আদিবাসীদের থাকার যে কোয়ার্টার রয়েছে, সেটাও থাকবে। তবে সন্ম্যাসীদের থাকার জায়গাটি আরও বড় আকারের করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে মাতৃ মন্দিরে পূজার্চনা যেমন হয়, তেমনটাই চলবে। তবে সেবক হাউসে একদিকে যেমন থাকবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অন্যদিকে আসনবিশিষ্ট কলকাতার মিশনের গোলপার্ক রামকৃষ্ণ আদলে সেখানে থাকবে গ্রন্থাগার। হয়েছিল

খড়িবাড়ি, ২২ ডিসেম্বর

পঞ্চায়েতের রাঙালি প্রাথমিক

আবাসনগুলিতে চলছে অসামাজিক অভিযোগ উঠেছে,

মাদকাসক্তদের দখলে চলে যাচ্ছে।

রাঙালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। তবে

পর্ত দপ্তরের রিপোর্ট এখনও পাওয়া

না। কোয়ার্টরি না থাকায় শুধুমাত্র

রাতে কেউ থাকছেন না। এমনকি আমরা শুধু দিনে আউটডোর

পরিষেবা দিতে পারছি।'

খডিবাডি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক

সফিউল আলম মল্লিক বলেছেন, বলছিলেন,

দিনেরবেলায় কর্মীরা থাকছেন। হোমিওপ্যাথিক.

'স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে কোয়ার্টারের নামমাত্রই। ছুটির দিনগুলোয় দেখা

যায়নি। তাই কাজ শুরু করা যাচ্ছে গিয়েছে, ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

এলাকায় পুলিশের দেখা মেলে না।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের

মাদকাসক্তরা

ই-বুকের ব্যবস্থাও থাকবে। একই জায়গায় থাকবে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার। পুরো ভবনটি হবে ছয়তলাবিশিষ্ট। ইতিমধ্যেই অনুমতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কিছুক্ষেত্রে কাজও শুরু

একটি বড় হলঘর থাকবে, যেখানে বসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়াশোনা করতে পারবেন পড়য়ারা। বিশেষ করে যাঁরা ইউপিএসসি'র প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম বই রাখা থাকবে। থাকবে ইন্টারনেটের ব্যবস্থাও। শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী বিশ্বধরানন্দ বলেন, 'এদিন থেকে জ্যোতিনগর ক্যাম্পাসের পথ চলা শুরু হল। আমরা এই দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে ২২ জন দুঃস্থ মহিলাকে এখন থেকে প্রতিমাসে র্যাশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

জ্যোতিনগর ক্যাম্পাসে মা সারদার ১৭২তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কয়েকশো ভক্তের সমাগম ঘটে। সকাল থেকে মঙ্গলারতি, বেদ পাঠ ভজন, মাতৃসংগীত, হোম, মা সারদার জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা হয়। একইভাবে এদিন সাহুডাঙ্গির রামকৃষ্ণ মিশনে মা সারদার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা

ভাঙা হয়েছে। তা মেরামত করার কিছুদিনের মধ্যেই কেউ বা কারা

খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে আশ্বাস

বাংলা সহায়তাকেন্দ্র। সেই কেন্দ্রের

চারটি জানলার কাচ ভাঙা। গত বছর

সময়ে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রটিও

চালু হয়। যদিও আবাসন না থাকায়

শুধুমাত্র দিনেরবেলায় পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। বছরঘুরে নতুন বছর আসতে চলল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা চালু করা সম্ভব হল না। যা নিয়ে চাপা ক্ষোভ রয়েছে

বডাগঞ্জের বাসিন্দা আব্দল

'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঠে বেলা গড়ালেই মদের আসর বসছে। তারা ঢিল ছডে সরকারি সম্পত্তি নম্ট করছে।' তিনি

মনে করেন, 'নিরাপত্তাকর্মী থাকলে

এমনটা ঘটবে না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের

পাশেই বাড়ি স্বপন সরকারের।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা

দুজন অ্যালোপ্যাথিক, একজন

দুজন গ্রুপ ডি কর্মী এবং একজন

সুইপার মোতায়েন করা রয়েছে। কিন্তু তাঁরা শুধুমাত্র দিনেরবেলায়

'ইন্ডোর পরিষেবা

দুজন নার্স

19101/13/0031/2425

বলেন,

ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবনে রয়েছে

আবাসনের

জানলা ভাঙছে

মাদকাসক্তরা

খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ গ্রাম ফের ভেঙে দেয়।' যদিও বিষয়টি

দরজা, জানলা ভেঙে দিচ্ছে। জুলাই মাসে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছয় বেডের অন্ধকার নামলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ইন্ডোর পরিষেবা চালু হয়েছে। সেই

পরিত্যক্ত

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের

দিয়েছেন তিনি।

বাসিন্দাদের মধ্যে।

জাব্বার আনসারি

মেলে না চিকিৎসকের।'

থানায় আধিকারিক বদলাতেই পট পরিবর্তন

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : থানায় আধিকারিক বদলের পরেই গ্রেপ্তার হল খুনের দায়ে অভিযুক্ত দুজন। শনিবার গভীর রাতে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানার সাদা পোশাকের পুলিশ রাজাহাউলি এলাকা থেকে মহম্মদ আলাউদ্দিন এবং মহম্মদ সালাউদ্দিন নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। তারা সম্পর্কে ভাই। রবিবার দুজনকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, খুনের ঘটনার পর থেকে গা-ঢাকা দেয় দুই ভাই। এর আগে কেন দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করা গেল না, সেই নিয়েও প্রশ্ন তুলছিলেন অনেকে। দিনকয়েক আগে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের তরফে এনজেপি থানার ওসি এবং পিসি পার্টির (সাদা পোশাকের পুলিশ) ওসিকে লাইনে ক্লোজ করা হয়। নতুন আধিকারিকরা দায়িত্ব নিতেই নডেচডে বসে পুলিশ। নিজেদের সূত্র মারফত দুই অভিযুক্তের খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়। এতেই সাফল্য মিলেছে বলে থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন। নভেম্বর মাসে রাজাহাউলিতে



রাজাহাউলির খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই ভাইকে আদালতে নেওয়ার পথে।

মহম্মদ জহুরি নামে এক ব্যক্তিকে আধিকারিক বলেন, 'এই ঘটনায় পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেই আগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারবার অশান্ত হয়েছে এনজেপি এলাকা। জহুরির পরিবারের তরফে বারবার খুনের ঘটনায় এই দুই ভাইকে প্রধান অভিযুক্ত বলে দাবি করা হয়েছিল। জহুরির আত্মীয় আব্দুল সাত্তার বলেন, 'প্রথম থেকেই আমরা দুই ভাই সহ সমস্ত অভিযুক্তের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে আস্ছিলাম। কিন্তু পুলিশ বারবার অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারি এড়িয়ে যাচ্ছিল।'

যদিও পুলিশের তরফে এমন অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। আইএনটিটিইউসি'র। সংগঠনের শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক একটি প্রভাবশালী অংশ এই দুই

মহম্মদ আলাউদ্দিন ও মহম্মদ সালাউদ্দিন ■ তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দৈশ বিচারকের রবিবার দুজনকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে

হয়েছে। এবারে আরও দুজনকে

ঘেরাও হয়েছে। জহুরির পরিবার

ও প্রতিবেশীদের অনেকেই দাবি

করেছিলেন ধৃতদের রাজনৈতিক

যোগ থাকায় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার

করছে না। ঘটনায় বারবার নাম জড়ায়

নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। তদন্ত চলছে।' নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ মহম্মদ জহুরি খুনের পর থেকে দুই ভাই সহ বেশ কয়েকজনের থেকে গা-ঢাকা দিয়েছিল গ্রেপ্তারির দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন দুই ভাই বাসিন্দারা। একাধিকবার থানা

তোলা হয়

ভাইকে মদত দিচ্ছিল বলে অভিযোগ। যদিও সংগঠনের নেতা সুজয় সরকার প্রতিবার এমন অভিযোগ অস্বীকার করেন। অবশেষে দুই ভাই গ্রেপ্তার হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে

পুলিশ হেপাজত

■ শনিবার এনজেপি থানার

পুলিশ রাজাহাউলি থেকে

দুজনকে গ্রেপ্তার করে

ধৃতরা সম্পর্কে ভাই,

ট্রাল থেকে উদ্ধার ১৬ কেজি গাঁজা

দূরে কলকাতার বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল দুই তরুণ। ট্রলি হাতে এতদুর গিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছে কেন? গোপন সূত্র মারফত সেই প্রশ্নটা চলে যায় প্রধাননগর থানার পুলিশের কাছে।

এরপর সাদা পোশাকের পুলিশ এসে দুই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। ট্রলি খুলতেই জামাকাপড়ের বদলে বেরিয়ে এল ১৬ কেজি গাঁজা। তারপরেই ওই দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম সোমনাথ সদর্রি ও শুভজিৎ হালদার। দুজনেই মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই দুই তরুণ দীর্ঘদিন ধরেই গাঁজা পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত। কোচবিহার থেকে গাঁজা পাচারে তারা সরাসরি যুক্ত। শুক্রবার ট্রেনে

শিলিগুড়ি জংশন থেকে বেশকিছুটা এসেছিল গাঁজা কিনতে। এরপর সেই গাঁজা কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সন্ধ্যায় জংশনে হাজির হয়। গাঁজা রাখার জায়গা হিসেবে তারা বেছে

> জংশনে গ্রেপ্তার মধ্যমগ্রামের দুই তরুণ

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা ভেবেছিল কিছুটা দূরে দাঁড়ালে কারও নজরে পড়বে না। কিন্তু হল উলটো। সন্দেহ হতেই খবর গেল থানায়। রহস্য উন্মোচন করল পুলিশ। ধৃতদের সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

জন্মবার্যিকী পালন

চোপড়া, ২২ ডিসেম্বর : রবিবার অনুকূলচন্দ্রের জন্মোৎসব পালিত হল চোপড়ায়। এদিনের কর্মসূচি ঘিরে বর্ণাঢ্য শৌভাযাত্রা বের করা হয়। মায়েদের নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি স্থানীয় এবং বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে সৎসঙ্গ বিহার মন্দির প্রাঙ্গণে সংগীত পরিবেশন হয়েছে। অনুকূলচন্দ্রের ১৩৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন চৌপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা, চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান প্রমুখ।



যুবদের জন্য প্রচুর সুযোগ বিকশিত ভারতের দৃঢ় সূচনা



দেশজুড়ে ৪৫টি জায়গায় ৭১,০০০ জন নিবাচিত প্রার্থীকে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র প্রদান

রোজগার মেলা

সৌজন্যে প্রধানমন্ত্রী नत्त्रक भाषि

২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ | সকাল ১০টা ৩০ মিনিট

(ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)

সহযোগী রাজ্য সরকারের সঙ্গে মিলে কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষাধিক নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি করছে

উন্নয়নশীল জেলা থেকে আসা প্রার্থী, বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থী ও মহিলাদের জন্য বিশেষ সুবিধা

ইউপিএসসি, এসএসসি, রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এবং আইবিপিএস-এর মতো নামী এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ

i-GOT Karmayogi পোর্টাল ও 'কর্মযোগী প্রারম্ভ' মডিউলের মাধ্যমে নিবাচিত প্রার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৫০০টিরও বেশি কোর্স

নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় আদালতে তোলা হয়।

নদী থেকে অবৈধভাবে বালি পেয়ে চালক ট্র্যাক্টর ছেড়ে সেখান তোলার সময় একটি ট্র্যাক্টর আটক থেকে পালিয়ে যায়। বালিবোঝাই করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবরের ট্র্যাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

তাঁর সংযোজন, 'এর আগেও পরিষেবা দিচ্ছেন। চোপড়ায় সংঘর্ষে ধৃত ৩

চোপড়া. ২২ ডিসেম্বর : উভয়পক্ষের জমি বিবাদের জেরে চোপড়ার হয়। চোপড়া থানা সূত্রে খবর, ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। করেছে। শনিবার বিকেলে জমি রবিবার ধৃতদের ইসলামপুর মহকুমা

গ্রামে সংঘর্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে সৌদিন রাতে

ফাঁড়ির পুলিশ চেঙ্গায় হানা দেয়। করেছে পুলিশ।

ফাঁসিদেওয়া, ২২ ডিসেম্বর : পুলিশের দাবি, পুলিশকে দেখতে রবিবার ঘাষপুকুর চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু

যুবদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে কঠোর আইন

অনলাইন ব্যবস্থায় শূন্যপদ ও নিয়োগ ব্যবস্থার ওপর সর্বদা নজরদারি







সদস্য কমেছে ২০০০, দোষারোপ শাসকদলের সন্ত্রাসকে

চোপড়ায় সিঁটিয়ে বিজেপি কর্মীরা

চোপড়া, ২২ ডিসেম্বর শাসকদলের ভয়ে চোপড়ায় সিঁটিয়ে থাকছেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা. এমনই অভিযোগ কবছেন পদা নেতারা। গত ও বিধানসভা ভোটের ফলাফলেব নিবিখে চোপডায় প্রধান বিরোধীদল বিজেপি। কিন্তু এলাকায় তারা তেমনভাবে সক্রিয় নয়। দলীয় কর্মীদের প্রকাশ্য কোনও কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছে না। এলাকায় মাঝেমধ্যে কংগ্রেস, সিপিএমের কর্মসূচি দেখা গেলেও বিজেপিকে টু শব্দ করতে শোনা যাচ্ছে না। কেন এই নিষ্ক্রিয়তা? দলের অনেকেই বলছেন, 'শাসকদল সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে রেখেছে। সেকারণে কর্মী-সমর্থকরা প্রকাশ্য কর্মসূচিতে অংশ নিতে চাইছেন না।'

মনোনয়নপত্র জমা করতে দেওয়া হয়নি। লোকসভায় ভোটাবদেব নানাভাবে ভয় দেখানো হয়েছে। আর আগামী বিধানসভা ভোট নিয়ে তো শাসকদলের নেতারা এখন থেকেই দিচ্ছেন বিরোধীশন্য করার বার্তাও দেওয়া হচ্ছে।' যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

এদিকে, সদর বিজেপির ব্লক কার্যালয় দু'বছর পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। ঘরের টিনের চালা খসে পড়লেও সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই। এ ব্যাপারে ভবেশের বক্তব্য, '২০২১ সালে তৃণমূল এই কার্যালয়ে হামলা চালায়। তারপর থেকে তা বন্ধ রয়েছে। সংস্কারের উদ্যোগ অবশ্যই নেওয়া হবে।'

. পদ্ম শিবিরের স্থানীয় নেতারা বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জানালেন, চোপড়ায় ২০ ডিসেম্বর জেলা সম্পাদক ভবেশ কর বলছেন, পর্যন্ত সাড়ে ৮ হাজার বাসিন্দা 'চোপড়ায় হুমকি সংস্কৃতি রয়েছে। বিজেপির সদস্যপদ নিয়েছেন। অথচ



বিজেপির জরাজীর্ণ ব্লক কার্যালয়। সদর চোপডায়।

বেশি। বিজেপির অভিযোগ, এর নেপথ্যে রয়েছে হুমকি সংস্কৃতি। কথায় কথায় বিরোধীদের ধমকানো

সংগঠনের জেলা সহ সভাপতি অসীম বর্মনের বক্তব্য, 'বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও অনেকেই সদস্যপদ

গতবার এই সংখ্যা ছিল ১০ হাজারের নিতে ভয় পাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য তাঁরা কেউ চা বাগানে কাজ করেন। কারও আবার আবাসের তালিকায় নাম রয়েছে। সে কারণে তাঁরা দলের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেও সদস্যপদ নিতে চাইছেন না।'

> ঘাসফুল শিবিরের চোপড়া ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ বলছেন, 'রাজ্য সরকারের উন্নয়নের দিকে

রয়েছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা করতে দেওয়া হয়নি। লোকসভায় ভোটারদের নানাভাবে ভয় দেখানো হয়েছে। আর আগামী বিধানসভা ভোট নিয়ে তো শাসকদলের নেতারা

ভবেশ কর সম্পাদক, শিলিগুড়ি

পাইপ বসানোর কাজে ঢিলেমি

রাস্তায় মাটি কেটে পাইপ বসানোর কাজে ঢিলেমি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বাসিন্দারা। চাকুলিয়া কালীবাড়ি মোড়ের ওই গ্রামীণ রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিত্যদিন প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। আর সেই রাস্তায় বর্তমানে জলের পাইপ বসানোর কাজ চলছে। কিন্তু বাসিন্দাদের অভিযোগ, কাজ হচ্ছে অত্যন্ত ঢিমেতালে। আর এ নিয়েই ক্ষোভ

ইসলামপুরের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) আধিকারিক বিবেক মণ্ডলকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এদিকে চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম জানিয়েছেন, রাতের মধ্যে ঠিকাদার সংস্থাকে কাজ শেষ করার কথা বলা হয়েছে।

এমনিতে জলের পাইপ বসানোর কাজ নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই বাসিন্দাদের। তাঁরাও চাইছেন কাজ হোক। কিন্তু রাস্তার মুখ বন্ধ করে ধীরগতিতে কাজ হওয়াতেই ক্ষোভের সঞ্চায় হয়েছে

বাসিন্দাদের মধ্যে রতন দাস, জাফর ইকবাল সহ অনেকেই একসুরে জানালেন, এই রাস্তার পাশে চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বিডিও অফিস রয়েছে। রাস্তার মুখ বন্ধ থাকার ফলে অ্যাম্বল্যান্স সহ অন্য গাড়ি ঘুরপথে চলাচল করছে, এর ফলে সমস্যা হচ্ছে।যদিও এ বিষয়ে চাকলিয়া গাম পঞ্চায়েত প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুনের দাবি, 'রাস্তার সমস্যা নিয়ে পিএইচই কর্তপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা দ্রুত কাজ

এরিয়া সম্পাদক

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২২ ডিসেম্বর : রবিবার সিপিএমের তিন নম্বর এরিয়া কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে দলের আগামীদিনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এদিন পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে ক্ষণিক সংঘ ক্লাবের ভবনে আয়োজিত সম্মেলনে ১৩৯ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৬ জনের নতুন কমিটি গঠন হয়েছে। পুনরায় কমিটির সম্পাদক নিবাচিত হয়েছেন তিলক গুন। সম্মেলনে ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য, মুন্সি নুরুল ইসলাম, জয়

অন্যদিকে. কার্যালয়ে

প্রতিক্রিয়া জানতে

'কেজিএফ' ছায়া জলঢাকায়

ধৃপগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : পুষ্পা-২ নিয়ে কথা বললে মনে পড়ে যাবে 'কোলার গোল্ড ফিল্ড'-এর কথা। সিনেম্যাটিক মেলোড্রামায় যাঁদের বিশ্বাস কম, তাঁরা ভাবতে পারেন দক্ষিণের বীরাপ্পানের কথা। জলঢাকা নদীর ধারে অবশ্য দিনের আলো নিভতে সক্রিয় হয়ে ওঠে কেজিএফ বা পুষ্পার আদলে পাচারচক্র। এই চক্রের 'ইউএসপি' ফরফরে বালি।

চক্রের 'হতকিতরি' মাথায় হাত রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতাবানের এবং গায়ে রয়েছে শাসকদলের ছাপ। অফিশিয়ালি তিনি নিজেও পঞ্চায়েত সদস্য। এই 'ডেডলি কম্বিনেশনের' সৌজন্যে চলছে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বালি পাচারের কারবার।

এমনিতে বাধা সেরকম ন থাকলেও মাঝেমধ্যে কমবেশি **ৰ্বাঞ্চি আসে বটে! সেসব সামাল** দিতে রয়েছে স্তরে স্তরে সাজানো প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী। দিনের আলো নিভলে রাজপথ থেকে মোড. দোকান আড্ডার ঠেকে পাহারায় বসে যায় ছেলেছোকরা থেকে স্কুল পড়য়া, বয়স্করা এমনকি প্রমীলাবাহিনীও। এদের সবাইকে টপকে জলঢাকা নদীর বেডে পৌঁছানো কার্যত কঠিন, অসম্ভব নয়।

গত এক বছরে এই বালির খনিতে হানা দিতে গিয়ে পুলিশ ভূমি আধিকারিকদেরও হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছে বেশ কয়েকবার। ভূমি দপ্তরের এক কর্মী নিজের অভিজ্ঞতা শুনিয়ে বলেন, 'পদ ছোট-বড় যাই হোক, প্রাণ সবার একটাই। রাতের বেলায় আমি অন্তত ওখানে যাব না। ওপরমহলে সব মোটা টাকায় সেটিং হয়ে আছে। বিনা কারণে অভিযানে গিয়ে আমরা কেন বেঘোরে প্রাণ দেব। কেউ যদি ভূমিকতাদের ফোনে ইনফরমেশন দেন তাও নাকি 'লিক' হয়ে যায়। রাতে খবর দিলে পরদিন বেলা গড়িয়ে সেখানে পৌঁছান ভূমিকতারা, এমনও ঘটনা ঘটেছে চলতি বছরের গোড়ায়। ততক্ষণে ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে সবই। যে পথ দিয়ে বালিবোঝাই লরি, ডাম্পার রাজপথে ওঠে, সেখানে পলিশ থাকলেও তাদের চোখে কিছুই পড়ে না।

জলঢাকা নদীর একপাড়ে ধৃপগুডি ব্লক, অন্যপাডে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি এবং কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্রকের সীমানা। এই সংগমস্থলেই রাতে গজিয়ে ওঠে বালির খাদান। ময়নাগুড়ির দিক দিয়ে হানা দেওয়ার আশক্ষা দেখা দিলে পাচারকারীদের দল চলে যায় মেখলিগঞ্জে। কখনও আবার উলটোটাও হয়। এভাবেই ময়নাগুডির জাবরামালি, নতুন বন্দর এবং মেখলিগঞ্জের শৌলমারির পাঁচ কিলোমিটার এলাকায় রাজত্ব চলে নৈশ বালি মাফিয়াদের।

এলাকায় সবাই যে এই কারবার মেনে নেন এমনটা নয়। কিন্তু মুখ খোলায় বিপদ অনেক। টাকায় মুখ বন্ধ না হলে গুলিতে চোখ বন্ধ হওয়ার ভয় দেখানো এখানে জলভাত। নতন বন্দরের এক চায়ের দোকানে আধ ঘণ্টার চেষ্টায় বালি কারবার নিয়ে কী যেন বলতে শুরু করলেন দোকানি। ঠিক তখনি এক বাইকে দুজন এসে চা চাইল। দোকানিও চুপ। বাইকে আসা দুজনের চোখেমুখে ঘুমহীন রাত জাগার ছাপ স্পষ্ট। বুঝতে বাকি রইল না, এরা কারা।

কম্বল বিলি

ফাঁসিদেওয়া, ২২ ডিসেম্বর বড়দিনের প্রাক্কালে দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। রবিবার ঘোষপুকুর মোড়ে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ২৫০ জনকৈ কম্বল দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি একা, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা একা সহ অনেকেই ছিলেন।

বড়দিন উপলক্ষ্যে আলোয় সেজেছে মহানন্দা সেতু। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

নালা নিমাণ নিয়েও কোন্দল তৃণম

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : উন্নয়নের কাজেও তৃণমূল কংগ্রেসের গলায় বিঁধল গোষ্ঠীকোন্দলের কাঁটা। রবিবার ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগরে একটি নিকাশিনালা निर्भारणत সূচনা হয়। या चिरत প্রকাশ্যে এসেছে ঘাসফুল শিবিরের গোষ্ঠীকোন্দল। যদিও তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, দলে কৌনও গোষ্ঠীকোন্দল নেই।

অম্বিকানগরে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ নিকাশিনালা নিমাণ করছে। এজন্য প্রাথমিকভাবে ৪০ লক্ষ টাকার বেশি বাজেট ধরা হয়েছিল। যদিও ঠিকাদারি সংস্থা আনুমানিক ২৭ লক্ষ টাকায় নালা নিমাণ করছে বলে খবর। কাজের সূচনার জন্য এদিন একটি অনুষ্ঠান হয়। যদিও অনেক জনপ্রতিনিধিই তাতে আমন্ত্রণ পাননি। এনিয়ে অম্বিকানগরের পঞ্চায়েত সদস্য তথা প্রাক্তন প্রধান তপন সিংহ আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। তপনের বক্তব্য, 'আমার বাড়ি থেকে ছয়-সাতটি বাড়ির পর মঞ্চ তৈরি করে এদিন অনুষ্ঠান করা হয়। অন্য এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যকে সেখানে দেখা গেল। অথচ বাড়ির পাশের অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকা হল ना। परनत शूरताता कर्मी हिरमर অপমানিত বৌধ করছি।' এদিনের অনষ্ঠানে উপপ্রধান আনন্দ সিনহা. হরিপুরের পঞ্চায়েত সদস্য সুপ্রিয়া বিশ্বাস সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। যদিও প্রধান সুনীতা রায় চক্রবর্তীকে সেখানে দেখা যায়নি।

সুনীতা বলছেন. তবে 'জেলা পরিষদ সদস্য মনীষা রায় উপস্থিত থাকার জন্য আমাকে স্থানীয় সদস্যকে উপস্থিত থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে যেতে পারিনি।' কিছুদিন আগে



অস্বিকানগরে নিকাশিনালা নির্মাণের সূচনার অনুষ্ঠান। রবিবার।

কী ঘটনা

- রবিবার অম্বিকানগরে একটি নিকাশিনালা নির্মাণের সচনা হয়। কিন্তু সেখানে প্রধানকে দেখা যায়নি
- যা ঘিরে প্রকাশ্যে এসেছে ঘাসফল শিবিরের গোষ্ঠীকোন্দল
- যদিও তৃণ্মূলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, দলে কোনও গোষ্ঠীকোন্দল নেই

অধিকারপল্লিতে একটি জলপ্রকল্লের সূচনা হয়েছিল। সেটা করেছিল জেলা পরিষদ। সেই অনুষ্ঠান সম্পর্কেও প্রধানকে জানানো হয়নি বলে খবর। এর নেপথ্যে কি গোষ্ঠাকোন্দল? সেদিন এ বিষয়ে মনীষাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের দলে কোনও গোষ্ঠীকোন্দল নেই।' এদিন তাঁর বক্তব্য, 'প্রধান, উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির বলেছিলাম। সুপ্রিয়া বিশ্বাস অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য এসেছিলেন। তাঁর

সংযোজন, 'ওই এলাকাটি পৌলোমী দত্তের বথের মধ্যে পডে। সে কারণেই আর তপনকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়নি।' যদিও তৃণমূলের অন্দরের খবর, এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের লবির মধ্যে কোন্দল রয়েছে। যে কারণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপপ্রধানকে দেখা গেলেও প্রধানকে দেখা যায় না।

এবিষয়ে উপপ্রধান আনন্দ সিনহা (টুবলু)-র বক্তব্য, 'প্রধানকে সমস্ত অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকার কথা বলা হয়। কয়েক মাস থেকে প্রধান দলীয় कार्यालस्य जामरहन ना। दिर्घटकु অংশ নিচ্ছেন না।'

এদিকে স্থানীয় সূত্রের খবর, ফলবাডি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে তণমলের গোষ্ঠীকোন্দল নতুন কোনও বিষয় নয়। এলাকায় দলের বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী রয়েছে। কয়েক মাস আগে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সেটাকে কেন্দ্র করে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় বেশ কয়েকটি অভিযোগও জমা পড়ে। অন্যদিকে, এদিন মজদুর বস্তিতে জেলা পরিষদের তরফে সৌরশক্তিচালিত একটি পানীয় জলপ্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। এতে কয়েক হাজার পরিবার উপকৃত হবে বলে মন্তব্য করেছেন মনীষা।

চোপডায় হুমকি সংস্কৃতি এখন থেকেই উসকানি দিচ্ছেন ক্যাডারদের। বিরোধীশূন্য করার বাতাও দেওয়া হচ্ছে।

সাংগঠনিক জেলা, বিজেপি

আস্থা রয়েছে সাধারণ মানুষের। সেকারণে এলাকায় বিরোধী শিবির ভাঙতে শুরু করেছে। বিজেপি তাদের কর্মী-সমর্থকদের ধরে রাখতে না পেরে শেষে শাসকদলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে।'

চাকুলিয়া, ২২ ডিসেম্বর প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা।

বাসিন্দাদের মধ্যে।

শেষ করার আশ্বাস দিয়েছে।'

তিলকই

চক্রবর্তী সহ অনেকেই।

সিপিএমের গোঁসাইপুর এরিয়া কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। গোঁসাইপুরের আয়োজিত সম্মেলনে রাজ্যে নারী নির্যাতন, দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বক্তব্য রাখেন গৌতম ঘোষ, ভবেন্দু আচার্য প্রমুখ।

উভাইডার কাটায় দুর্ঘটনার শঙ্কা

নম্বর জাতীয় সড়কের ডিভাইডার কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। অন্য লেনে যেতে কয়েকশো মিটার পরপর এমনটা করা হয়েছে। কিন্তু এর জেরে সড়ক দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

ফাঁসিদেওয়ার নরদেবজোত এলাকায় ২, কাশিরাম এলাকায় যে কোনও দর্ঘটনা ডেকে আনতে ২. পাওয়ার হাউস এলাকায় ১, ধামনাগছে ২ এবং কান্তিভিটার ১টি জায়গায় জাতীয় সড়কের ডিভাইডার

গেল, পেট্রোল পাম্প এবং নতুন চালু ফেলা হয়েছে। ডিভাইডার কেটে

সিমেন্টের ব্লক বসিয়েছে জাতীয় তবে অসতর্ক হলে দর্ঘটনা ঘটতে সড়ক কর্তৃপক্ষ। ফলে ওই অংশে ফাঁসিদেওয়া, ২২ ডিসেম্বর : হওয়া ওয়াইন শপে যাওয়ার জন্য জাতীয় স্ডকের এক লেন থেকে ঘোষপুকুর থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত ২৭ চার লেনের রাস্তার ডিভাইডার কেটে অন্য লেনে যাওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তৈরি সংকীর্ণ পথে চলছে যাতায়াত। পাশাপাশি বসানো দটি ব্লক সরিয়ে চার লেনের রাস্তার এক লেন থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ছোট রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। আর রক্ষার ৾ গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে সেই পথ দিয়ে দুই লেনের মধ্যে ঝুঁকি

ঝকির পথে যাত্রা

করে। সে কারণে ঝুঁকির যাতায়াত পারে বলে স্থানীয়দের অনেকে মনে

দ্রুতগতিতে দূরপাল্লার গাড়ি চলাচল নিয়ে চলাচল করছে মোটরবাইক, প্রশ্ন উঠছে, এভাবে জাতীয়

সডক পারাপারের সময় দর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে? অন্যদিকে, পুরোনো গোয়ালটুলি নিজবাডির অর্জন দাস বললেন, কেটে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। মোড়ে পেট্রোল পাম্পের কাছে 'এতে রাস্তা পারাপারে সুবিধা হয়। বিষয়টি জানাব।'

কিনাজোতের মহম্মদ পারে।' তৈয়বের কথায়, 'আমাদের এলাকায় দীর্ঘদিন থেকেই গ্রামের মানষের যাতায়াতের জন্য ডিভাইডার কাটা রয়েছে। তবে সড়কের কিছু জায়গায় নতুন করে তা কাটা হয়েছে।' এবিষয়ে বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস

বলেন, 'কিছু জায়গায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ রাস্তা মেরামত করছে। স্থানীয়ভাবে যদিও কোথাও সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তা আমাদের জানালে, আমরা তাদের সহযোগিতা করতে পারি। কিন্তু, কোনও যোগাযোগ এখন অবধি তারা করেনি। সড়কে ডিভাইডার কাটা হলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকে যায়। আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে

द्वित्त्व

বিধায়ককে কুলিদের দাবি

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর:

নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনের কলিদের এক প্রতিনিধিদল রবিবার ডাবগ্রাম-ফলবাডির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়। বৰ্তমানে এই স্টেশনে ১০৩ জন কুলি রয়েছেন। কুলিদের কাটিহার মণ্ডলের সভাপতি চন্দ্রেশ্বর মুখিয়া বলেন, 'নিয়ম মোতাবেক বেশ কিছু সুবিধা পাওয়ার কথা থাকলেও আমরা সেগুলো পাচ্ছি না।' এদিন কুলিদের তরফে বিধায়ককে স্মারকলিপি দিয়ে নতুন ইউনিফর্ম, চিকিৎসাজনিত সুবিধার পাশাপাশি চাকরির দাবি জানানো হয়েছে। বিষয়টি জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়কে জানানো হবে বলে শিখা মন্তব্য করেছেন।

ভস্মীভূত ঘর

বাগডোগরা, ২২ ডিসেম্বর : রবিবার সন্ধ্যায় ভঙ্মীভূত হয়ে গেল দুটি ঘর। এদিন বাগডোগরা বিহার মোড় সংলগ্ন ললিতনগরে বাসনা মিশ্র নামে এক মহিলার বাড়িতে আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম দে, কেশব ছেত্রীরা প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বাগডোগরা থানার পুলিশ। মাটিগাড়া থেকে দমকলের

ইঞ্জিন পৌঁছানোর আগেই আগুন নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। কিন্তু ততক্ষণে দুটি ঘর ভস্মীভূত হয়ে যায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধুপকাঠি থেকে আগুন লেগেছে। পঞ্চায়েত সদস্য আনবিক জোয়ারদার জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪০০ গ্রাম সোনার গয়না লোপাট

বন্ধু গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : বাগডোগরায় বাড়ির মালকিন প্রিয়াংকা মজমদার ঘোষের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল ভাড়াটে রিমা সাহার। সন্তানসম্ভবা থাকায় একসময় বাপের বাড়ি শিবমন্দিরে যেতে হয় প্রিয়াংকাকে। সেখানে তাঁর পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। বান্ধবীর ছেলে হওয়ার পর তাকে দেখতে মাঝে মাঝে শিবমন্দিরে যেত রিমা। এর পেছনে যে রিমার অন্য প্ল্যানিং ছিল, সেটা অবশ্য বুঝতে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছিল প্রিয়াংকার। যখন বুঝলেন, ততক্ষণে তাঁর বাপের বাড়ির আলমারি থেকে ৪০০ গ্রাম সোনা উধাও হয়ে গিয়েছে। ভাড়াটে ওই বান্ধবীর কথাবার্তাও

বদলে গিয়েছে। গয়না চুরির কথা স্বীকার করলেও তার দাবি, টাকা দিলে তবেই গয়না ফেরত দেবে। ততদিনে ওঁই ভাডাবাডি ছেডেও দিয়েছে রিমা ও তার স্বামী। প্রিয়াংকা প্রথমে ভেবেছিলেন, থানা পুলিশে যাবেন না। টাকা দিলেই হয়তো ওই 'মিথ্যা' বন্ধ গয়না ফেরত দিয়ে দেবে। তবে সেটা হয়নি। ধীরে ধীরে রিমা ৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ব্যাংক ট্রান্সফার মারফত নিয়ে নেয়।

ক্রমশ ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে থাকায় শেষে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন প্রিয়াংকা।গত ১৮ তারিখে অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই তদন্তে নেমে পুলিশ বাগডোগরা এলাকা থেকেই স্বামী সহ রিমাকে গ্রেপ্তার করে। প্রিয়াংকার অভিযোগ, 'এই চক্রে রিমার সঙ্গে রিমার স্বামী কুশল মল্লিকও সঙ্গ দিয়েছে। সঙ্গ দিয়েছে তার এক জ্যাঠাও। পুলিশ কুশল ও রিমাকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে। প্রিয়াংকা

জানিয়েছেন, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে সে বাগডোগরার শশুরবাড়ি থেকে শিবমন্দিরের বাপের বাড়িতে আসেন। পনেরো দিন সে সেখানে থাকে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রিয়াংকা তাঁর শ্বশুড়বাড়ি থেকে গয়নাও এনেছেন, একথা গল্পের মধ্যেই জানান রিমাকে। এরপরই একদিন আলমারির চাবি খোলা দেখে, রিমা সুযোগ বুঝে সেখানে থাকা ৪০০ গ্রাম গ্রুনা নিয়ে নেয়।

বন্ধুর বেশে

- বান্ধবীর ছেলে হওয়ার পর তাকে দেখতে মাঝে মাঝে শিবমন্দিরে যেত রিমা
- একদিন আলমারির চাবি খোলা দেখে সুযোগ বুঝে ৪০০ গ্রাম গয়না হাতিয়ে নেয়
- গয়না চুরির কথা স্বীকার করে জানায় টাকা দিলে তবেই গয়না ফেরত দেবে

এদিকে, হঠাৎ করেই রিমা ভাড়া বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এরমধ্যেই প্রিয়াংকার নজরে আসে, তাঁর বাপের বাড়ির আলমারিতে সোনা নেই। প্রিয়াংকা বলেন, সন্দেহের বশে জিজ্ঞাসা করার পর প্রথমে রিমা স্বীকার না করলেও পরে স্বীকার করে। যদিও সে জানায়, সে কলকাতায় চলে গিয়েছে। টাকা না দিলে গয়না ছাড়বে না।এরপর এক বছর ধরে বিভিন্নভাবে টাকা নিতে থাকে রিমা ও তার স্বামী কুশল। পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতায় নয়, রিমা প্রিয়াংকার বাড়ি ছেড়ে গোঁসাইপুরেই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। পুলিশের কাছে রিমা এয়ারপোর্টের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিলেও সেটাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

জেলার খেলা

৪ উইকেট কৃষ্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি ২২ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডাঃ বিসি পাল, জ্যোতি চৌধুরী ও সরোজিনী পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে রবিবার মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ৪৯ রানে ওয়াইএমএ-কে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে হেরে মিলনপল্লি ২৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪৩ রান তোলে। আনন্দপ্রসাদ জযুসওয়াল ৫৪ ও আদিত্য শর্মা ৩০ রান করেন। রাজা বর্মন ৩৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ওয়াইএমএ ১৯.৪ ওভারে ৯৪



ম্যাচের সেরা হওয়ার পর কৃষ্টাকুমার সিং।

রানে গুটিয়ে যায়। আমান যাদব ২৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা অরবিন্দকুমার যাদব ১৪ রানে পেয়েছেন

অন্য ম্যাচে সর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ১৪ রানে রবীন্দ্র সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়।টসে জিতে সূর্যনগর ২৩ ওভারে ৯৫ রানে অল আউট হয়। রমিত বসাক ৩৯ রান করেন। অভিষেক সিংহ ১৪ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন রাজকমার মণ্ডল (১৬/২)। জবাবে <u>রবীন্দ্র ১৯.১ ওভারে ৮১ রানে অল আউট হয়। রাজকুমার ২৬ রান</u> করেন। কৃষ্টাকুমার সিং ১৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন বিনীথ রায় (২০/৩)। সোমবার খেলবে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব-শিলিগুডি উল্কা ক্লাব ও ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাব-বিপ্লব স্মতি

শিলিগুডি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : রাজ্য জুনিয়ার বাস্কেটবলের জন্য শিলিগুড়ির ছেলে ও মেয়েদের দল শেওড়াফুলি পৌঁছে গিয়েছে। শিলিগুড়ি বাস্কেটবল সংস্থার সচিব সমীরণ রায় ঘোষিত ছেলেদের দলে রয়েছে আর্যমান সাহু, কৃশ লামা, মহম্মদ নুর অঞ্জ, উজ্জুল পান্ডে, মায়াঙ্ক ঝা, তেনজিং লোডেন, চিলুকুরি জীবন সাই, রাজীব যাদব, পিএস বেন কীর্তিকার, হেমন্ড চাওনারে, স্বপ্নিল সাধু ও হৃদয় ছেত্রী। ম্যানেজার শুভম রায়। মেয়েদের দলটি এরকম-ভূমি আগরওয়াল, বিধিকা গর্গ, তসনিম আমন, অ্যাঞ্জেল মোরে, সারোন তিরকি, তেনজিং ডোমা ভুটিয়া, এভাংলিনা গুরুং, নিকিতা ছেত্রী, অদিতি প্রধান, হর্ষিকা আগরওয়াল ও আয়েশা আগরওয়াল। ম্যানেজার রেভা দত্ত। উভয় দলের কোচ গোবিন্দ শর্মা। প্রতিযোগিতার মল খেলা সোমবার শুরু হবে। চলবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

প্রাঞ্জলের ৪১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : সুকান্তনগর স্পোর্টিং ক্লাবের অনুধর্ব-১৪ টি২০ ক্রিকেটে রবিবার চঞ্চল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৬ উইকেটে সুকান্ত স্পোর্টিং ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। কুণ্ডুপুকুর মাঠে প্রথমে সুকান্ত ৮ উইকেটে ১০৯ রান তোলে। রুদ্রাক্ষ মজুমদার ১৫ রান করে। মহম্মদ জায়েদ ২৭ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে চঞ্চল ১৪.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১১০ রান তুলে নেয়।৩৮ রান করে ম্যাচের সেরা প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্য ম্যাচে চম্পাসারি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৯ উইকেটে উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে উত্তর দিনাজপুর ১১৬ রানে অল আউট হয়। তানিশ পোদ্দার ৪১ রান করে। অনুপ বর্মন ২০ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে চম্পাসারি ১ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রাঞ্জল সিংহ ৪১ রান করে।

জাগরণীর ক্রিকেট শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি জাগরণী সংঘের ন্যাশনাল ডে-নাইট গোল্ড কাপ ৯ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেট রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে বালুরঘাটের দ্য গ্রিন ভিউ স্কুল অফ ক্রিকেট ৬ উইকেটে মালদার ঝংকার ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। সূর্যনগর মাঠে প্রথমে ঝংকার ২৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা ঋষভ সাউ ১২ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে গ্রিন ভিউ ২২.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬৪ রান তুলে নেয়। নিখিলেশ কুমার ৬৮ রান করে। সোমবার গ্রিন ভিউয়ের বিরুদ্ধে নামবে ভাঙ্গর ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

মিলন মোড় গোল্ড কাপ শুরু

নিজম্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার ১-০ গোলে এসএসবি রানিডাঙ্গাকে হারিয়েছে। ৭ মিনিটে গোল করেন অমিত রায়। ম্যাচের সেরা রাজগঞ্জের বিকাশ রায়। সোমবার খেলবে নর্থবেঙ্গল আর্মড পুলিশ ও দার্জিলিং ইউনাইটেড এফসি। চ্যাম্পিয়নদের রুদ্রলাল অধিকারী ও কৃষ্ণকুমারী ভাণ্ডারী ট্রফি এবং ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। রানার্সরা শোভন সিং খেরওয়ার ও তলসীপ্রসাদ শর্মা ট্রফির সঙ্গে পাবে ১ লক্ষ টাকা।

প্রথম তপন

নিজম্ব প্রতিনিধি, শিলিগুডি, ২২ ডিসেম্বর : কোন্ননগরে রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (মাফি) শিলিগুড়ি শাখার তপন সেনগুপ্ত সত্তরোর্ধ্বদের ১০০ মিটার দৌডে প্রথম **इर**िए হয়েছেন। একই গণেশচন্দ্র ধর ষাটোধর্ব বিভাগে দ্বিতীয় স্থানে থাকেন। তুহিন বিশ্বাস পঞ্চান্নধর্বদের ১০০ মিটারে শেষ করেন তৃতীয় স্থানে। দীপক পাল ৬৫ উর্ধ্বদের ১০০ মিটারে ততীয় হয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন প্রাইমারি

ইসলামপুর, ২২ ডিসেম্বর : রবিবার ইউনাইটেড এমপ্লয়িজ আসোসিয়েশনেব দু'দিনের আন্তঃঅফিস ভেটেরান্স এমপ্লয়িজ ক্রিকেটে ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠে চ্যাম্পিয়ন হল প্রাইমারি এডুকেশন ইআরসি। রানার্স সেকৈভারি এডুকেশন ইআরসি। ফাইনালের সেরা নির্মল সরকার। প্রতিযোগিতার সেরা অভিজিৎ চন্দ।



চ্যাম্পিয়ন সুজয়রা

ডিসেম্বর : ইয়ং মেন্স স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রশান্তকুমার দাস ও গণেশ সরকার ট্রফি অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-সুজয় জোয়ারদার। রবিবার ফাইনালে তাঁরা হারিয়েছেন শুভ্রাংশু করঞ্জাই-প্রবীর জোয়ারদারকে।





ফিরহাদের আশঙ্কা কলকাতায় পরপর বিভিন্ন ঝুপড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা করছেন কলকাতার মেয়র তথা পর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ



গঙ্গার নীচ দিয়ে বাস চালানোর মতো বিকল্প পথ খুঁজছে পরিবহণ দপ্তর। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা প্রসভা, কলকাতা পুলিশ, পরিবহণ দপ্তরের ক্তাদের সঙ্গে আলোচনা

গঙ্গার নীচ দিয়ে বাস



বিপুল টাকা সহ ধৃত

হাওডার শালিমার রেলস্টেশনে প্রচুর টাকা সহ এক যাত্রীকে আঁটক করল রেল পুলিশ। পাটনা-শালিমার দরন্ত এক্সপ্রেস থেকে স্টেশনে নেমেছিলেন ওই যাত্রী। রেল পুলিশ জানিয়েছে, ১৭ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ছিল তাঁর ব্যাগে



পোস্ট ঘিরে বিতর্ক

চার লাইনের একটি কবিতা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য। যা নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। যদিও পরে পোস্টটি তাঁর প্রোফাইল থেকে মুছে দেন দেবাংশু



বডদিনের আগেই উৎসবের মেজাজে। গডিয়াহাটের একটি কেকের দোকানে। রবিবার। ছবি : আবির চৌধরী

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য ভাগের বিরুদ্ধে পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : ভোট এলেই বিজেপিকে 'অবাঙালিদের দল' আর 'বহিরাগত' তকমা দিয়ে বিজেপির হিন্দু ভোটে থাবা বসায় তৃণমূল। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বিজেপির। '২৬-এর ভোটে তৃণমূলের এই কৌশল ভেস্তে দিতে এবার ভাষাগত সংখ্যালঘুদের একজোট করতে অরাজনৈতিক মঞ্চ গডল বিজেপি। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটিস অ্যাসোসিয়েশন' নামে এই মঞ্চের তরফে অর্জুন সিং, জিতেন্দ্র তেওয়ারিরা রবিবার প্রথম সভা কবলেন কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে।

ভোটের আটকাতে জাতিগত বিভাজনের পাশাপাশি ভাষাগত বিভাজনকেও গুরুত্ব দিতে চাইছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে এদিনের সভা থেকে রাজ্যের ভাষাগত সংখ্যালঘু মূলত হিন্দিভাষী মানুষদের এক ছাতার তলায় এনে হিন্দু ভোটের বিভাজন আটকানোর চেষ্টা শুরু করল বিজেপি। ২০১৪-র পরে রাজ্যে বিজেপির বাডবাডন্ড শুরু হতেই বহিরাগত ইসাতে রাজনৈতিক তর্জা হয়েছে।নিবাচনের প্রচারে বিজেপিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছে, 'দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে ওরা আমাদের শাসন করবে?' এর সঙ্গেই বাঙালি অস্মিতাকে উসকে দিতে স্লোগান এসেছে 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়'। এর খেসারত দিতে হয়েছে বিজেপিকে। হিন্দু ভোটের এই বিভাজন আটকাতে এবার তাই আগাম পালটা কৌশল নিল বিজেপি।

এদিনের সভায় আসানসোলের বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, 'বাঙালির সংস্কৃতি সকলকে নিয়ে চলা। অথচ রাজনৈতিক কারণে, ভোট এলেই কেউ কেউ আমাদের বহিরাগত তকমা দিয়ে বিভাজনের ফায়দা তোলে।' ভাষাগত বিভাজন মূছতে রাজ্যের সব স্কুলে বাংলা ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবি তোলা হয়েছে। হিন্দিভাষীদের নিয়ে আশঙ্কা দূর করতে অ্যাসোসিয়েশন কমিটিতে ৩০ শতাংশ বাঙালিদের আসন রাখার

ঘোষণা করা হয়। অর্জুন সিং বলেন, 'রাজ্যের হিন্দিভাষীদের উদ্দেশে বলতে চাই, আমরা ইউজ অ্যান্ড থ্রো নই। আমাদের বহিরাগত বলে সরিয়ে রাখার চেষ্টা হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।' ১৪ জানুয়ারি থেকে ভাষাগত বিভাজনের বিরুদ্ধে সদস্য সংগ্রহে রাজ্যজুড়ে অভিযান করবে মঞ্চ।

সমবায় ভোটের ফলে সতর্ক বিজেপি

গড় রক্ষায় হিন্দু তাসেই শুভেন্দু

মাথাব্যথার কারণ হতে চলেছে বিজেপির। সম্প্রতি অধিকারী গড় কাঁথির সমবায় নিবাচনে গোহারা পর রবিবার চণ্ডীপুরের ভোটেও পদ্ম গোহারা। ৪০টি আসনের সবকটিতেই জয়ী তৃণমূল। এই আবহে এদিন জেলায় ঘুরে দাঁড়াতে এগরায় সভা করে হিন্দু অস্ত্রেই শান দিলেন শুভেন্দু।

কাঁথির সমবায় ব্যাংকের ফলে অশনিসংকেত পাচ্ছেন শুভেন্দু। অধিকারী গড় কাঁথির সমবায়ের ভোটে যেভাবে গোহারা হতে হয়েছে. তাতে বিষয়টিকে আর হালকা করে দেখতে চাইছেন না তিনি। এরই মধ্যে আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা বিলিও শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গ্রামবাংলায় তার প্রভাব যে বিলক্ষণ পড়বে. তা বুঝেই অধিকারী গড় বাঁচাতে নেমে পড়েছেন তিনি। কাঁথির হারকে মুখে সমবায় ব্যাংকের নির্বাচন বলে কার্যকর করে দেখাতে চাইলেও, আসলে '২৬-এর আগে কোনও ঝুঁকি

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : এই পরাজয় আসলে জেহাদি শক্তির লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পর আবাস। নতুন ভোট লুটের ফল বলে দাবি করে এলাকায় এলাকায় পালটা ধিক্কার-সভা শুরু করেছেন শুভেন্দু। লক্ষ্য সেই হিন্দু ভোটকে একছাতার তলায় আনা। সেই সত্রে মহিষাদলের পর এদিন এগরায় সভা করলেন শুভেন্দু। সভায় শুভেন্দু বলেন, 'আজ যে ঘর বানাচ্ছেন, জেহাদিরা এসে সেটা কাল দখল করবে। ভাবছেন ওপারে হচ্ছে আমার কী? না বন্ধু! ওপারে যা হচ্ছে, এপারেও কাল তা হবে। তাই যাই পান না কেন, হিন্দুদের এক

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, এলাকায় রাজনৈতিক কমিটির সঙ্গে ধর্মরক্ষা কমিটি তৈরি করতে বলব। হিন্দুদের বুঝতে হবে বাঁটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে। তাই হিন্দু ঐক্যই একমাত্র রাস্তা।' নতুন বছরের শুরুতেই হেঁড়িয়া, রামনগর সহ পূর্ব মেদিনীপুরের সব বিধানসভায় সভা করার ঘোষণা করেছেন শুভেন্দ। মহিষাদলের মতো এদিন এগরা থেকেও আগামী বিধানসভা ভোটে নিতে চান না শুভেন্দু। সেই কারণে, জেতার অঙ্গীকার করেন তিনি।

আবাসের ঘরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কাটমানির অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার নিশানায় মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর। তাঁর প্রচার করা ভিডিওতে দেখা গেল, আবাসের ঘর পাইয়ে দেওয়ার জন্য টাকা দাবি করছেন তৃণমূলের এক মহিলা বুথ সভাপতি। এক্স হ্যান্ডেলে ঘটনার ভিডিও পোস্ট করে রবিবার এই দাবি করেছেন শুভেন্দু। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি

আবাস দুর্নীতিতে শাসকদলের যোগ নিয়ে অভিযোগ নতুন নয়। এদিন সেই তালিকায় নতুন করে সংযোজন হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের গাজিপুর পঞ্চায়েতের ৪৯ নম্বর বুথের তৃণমূলের বুথ সভাপতি। নাম নীলিমা দাস। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন শুভেন্দু। সেখানে দেখা যাচ্ছে এক দেখছে তৃণমূল।

দাবি) আরেক মহিলাকে বলছেন, 'বাডির জন্য ১৫/২০ হাজারের নীচে নেন না প্রধান। আপনি ১০ হাজার দিয়েছিলেন। বাকি টাকা না দিলে আপনি এটা ফেরত নিয়ে নিন।' বুথ সভাপতি (নীলিমা দাস)-এর এই কথা শুনে অপর মহিলা বলছেন. 'আমি তো বাকি টাকা দিয়ে দিয়েছি। একথা শুনে নীলিমা রীতিমতো ফুঁসে উঠে বলেন, 'এই টাকার ভাগীদার

আমরাই। আর কেউ নয়।' এই ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে শুভেন্দুর কটাক্ষ, তৃণমূল মানেই দুর্নীতি। তৃণমূল যে আবাসের টাকায় দুর্নীতি করেছে এটা তার প্রমাণ। সবে শুরু হয়েছে বাংলার বাডি প্রকল্পের টাকা বিলি। ঠিক সেই সময়ে শুভেন্দুর এই ভিডিও যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলেছে তৃণমূলকে। বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য এড়িয়ে গেলেও, দলীয় পর্যায়ে খতিয়ে

কীসের উদ্দেশ্যে বাংলায়, জানার চেন্টায় গোয়েন্দারা

ক্যানিং থেকে গ্রেপ্তার কাশ্মীরের জঙ্গি

নিৰ্মল ঘোষ

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : কাশ্মীরের এক কুখ্যাত জঙ্গিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থেকে গ্রেপ্তার করল জম্ম ও কাশ্মীর পুলিশ। কলকাতা পুলিশ ও বেঙ্গল এসটিএফের সহায়তায় রবিবার তাকে ক্যানিং হাসপাতাল মোড় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এখানে তার শ্যালকের বাডিতে গা-ঢাকা দিয়েছিল ওই জঙ্গি। জাভেদ আহমেদ খান নামে বছর আটান্নর ওই জঙ্গির বাড়ি কাশ্মীরের শ্রীনগরের তানপুরায়। এদিন তাকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর তাকে কাশ্মীরের আদালতে তোলা হবে।

কিছদিন আগেই মুর্শিদাবাদের হরিহরপৌড়া, আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল জেএমবি জঙ্গিদের। এবার কলকাতার খুব কাছে ক্যানিং থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ওই জঙ্গিকে। কাশ্মীরের জঙ্গি সংগঠন 'তেহেরিক-ই-মুজাহিদিন'-এর অন্যতম প্রধান জাভেদ পাকিস্তানের বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বা আইইডি তৈরিতে বিশেষ দক্ষ জাভেদ কিছুদিন আগেই

ক্যানিংয়ে এসেছিল। এখানে তার শ্যালকের বাড়িতে উঠেছিল সে। তার শ্যালক শাল বিক্রি করেন। সেই সযোগেই এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। শ্যালকের স্ত্রী জানিয়েছেন, জাভেদ কী করত, তা তাঁদের জানা ছিল না। এখানে আসতে চেয়েছিল। তাঁরা বলেছিলেন এসো। এর বেশি কিছু জানা নেই।

এর আগে বহুবার জেল-খাটা অপরাধী জাভেদকে ইউএপিএ ধারাতেও গ্রেপ্তার করা হয়। স্যাটেলাইট লোকেশন ট্র্যাক করেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। জম্মুর উধমপর থেকে দিল্লি হয়ে ক্যানিংয়ে আসে। এখান থেকে জলপথে বাংলাদেশ, নেপাল হয়ে পাকিস্তানে যাওয়ার ছক ছিল তার। এর আগেও বহুবার ভূয়ো পাসপোর্ট বানিয়ে পাকিস্তানে গিয়েছিল এই জঙ্গি। কী উদ্দেশ্যে বাংলায় এসেছে সে, তা জানার চেষ্টা করছে গোয়েন্দা পলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে. কাশ্মীর উপত্যকায় তরুণদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রচার করার দায়িত্ব ছিল তার। তরুণদের মগজধোলাই

সম্প্রতি অসম পুলিশ অভিযান চালিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে ইসলামিক স্টেট জেহাদি গোষ্ঠীর মতাদর্শে বিশ্বাসী আনসারুল্লা বাংলা টিমের সদস্য দুই জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে। সুকান্ত বলেন, 'যে রাজ্যে একজন

পরিচয়

- জঙ্গি জাভেদ আহমেদ খানের বাডি শ্রীনগরের তানপুরায়
- পাকিস্তানের বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল সে
- আইইডি তৈরিতে বিশেষ
- প্রাথমিক তদন্তে খবর, কাশ্মীর উপত্যকায় তরুণদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রচার করার দায়িত্ব ছিল তার

বাংলাকেই নিশ্চিত আশ্রয়স্থল হিসাবে বেছে নিয়ে এখানেই জঙ্গি কার্যকলাপ বিস্তারের চেম্টা করছে বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দা কর্তাবা।

প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর তদারকি সরকার ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় এসেই জঙ্গিদের ছেড়ে দেয় ইউনূস সরকার। সেই কুখ্যাত জঙ্গিরাই এরাজ্যে ঘাঁটি গাড়ছে বলে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

মন্ত্রী বলেন, আর কিছুদিন অপেক্ষা করলেই ওঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবেন, উর্দু ভাষা শিখতে হবে, সেই রাজ্য থেকে তো জঙ্গিই ধরা পডবে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ জঙ্গি ধরতে পারে না, শুধু ফন্দি আঁটতে পারে।' রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'সীমান্ত সামলাতে পারছে না বিএসএফ। অথচ দোষ দিচ্ছে রাজ্যকে। সীমান্ত বন্ধ করে দিলেই জঙ্গিরা আর ঢুকতে পারবে না। কেন তা করা হচ্ছে না?' উত্তরে সুকান্ত ফের বলেন, 'সীমান্তে যেখানে কাঁটাতার নেই. সেই জমিতে বিএসএফের ক্যাম্প করতে দিক রাজ্য সরকার। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। সেই দায়িত্ব পালন করতে না পারলে রাজ্য বলুক রাষ্ট্রপতি শাসন চাই।' রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেছেন, 'যে কোনও সন্ত্রাসমূলক কাজের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত দেশ।' প্রাক্তন এনএসজি কর্তা দীপাঞ্জন চক্রবর্তী উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, 'এখনই সচেতন না হলে, মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যবস্থা না

হয়ে উঠবে।' এদিন আলিপুর আদালতে জাভেদকে তোলা হলে ৩১ তারিখ পর্যন্ত ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশ বিচারক। আপাতত তাঁকে দেন

আশ্রয়স্থল

নিলে একদিন পশ্চিমবঙ্গ

জঙ্গিদের

কাশ্মীর পলিশ ও কলকাতা পলিশের দুঁদে গোয়েন্দা-কতারা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। বাংলায় কী ধরনের সন্ত্রাসমলক কার্যকলাপ করার চক্রান্ত ছিল, তা জানার চেষ্টা করা হবে। বিশেষ করে কদিন পরেই বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষ। ওইসময় তার কোনও সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের ছক



সিপিএমেও নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব, শঙ্কায় আলিমুদ্দিন

সিপিএমের অন্দরেও শুরু হয়েছে নবীন-প্রবীণ অন্তর্দ্ধন্দ্ব। তরুণ প্রজন্মকে সামনে আনার বিষয়ে দলের অন্দরে দীর্ঘদিন ধবে আলোচনা <u>হয়েছে।</u> অথচ দলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলনে নতুনদেরই জেলা কমিটির তালিকায় আনার ক্ষেত্রে অনীহা দেখা দেয়। যার প্রতিবাদে নতুন জেলা কমিটি থেকে বহু নেতা-নেত্ৰী নিজের নাম প্রত্যাহারও করেছেন। এই বিষয়টিতেই শঙ্কায় রয়েছেন বিষয়টি নিয়ে এখনই ুমুখ খুলতে সম্মেলন, এরপর জেলা কমিটির সম্মেলনে দলের অন্তর্দ্ধন্দের বিষয়টি শীর্ষ নেতাদের ভাবাচ্ছে। দলের ক্ষয়িষ্ণ পরিস্থিতিতেও এই ধরনের ঘটনা অস্বস্তিতে ফেলেছে মুজফফর আহমেদ ভবনের নেতাদের। এরিয়া কমিটির সম্মেলন

শেষে জেলাভিত্তিক সম্মেলন শুরু হয়েছে সিপিএমের। রবিবারই

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : হুগলি জেলা কমিটির সম্মেলন শেষ সুজন চক্রবর্তীর স্ত্রী মিলি চক্রবর্তী হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার নতন সম্পাদক হয়েছেন পীযৃষ মিশ্র। তবে জেলা সম্মেলনগুলি চলাকালীনই দক্ষিণ ২৪ প্রগনা জেলা কমিটির বেআব্রু দশা প্রকট হয়েছে। নতুন জেলা কমিটি ঘোষণার সময় বেশকিছু তরুণ নেতাকে বাদ রাখা হয়েছে। দলীয় নেতাদের একাংশের অভিযোগ, বেশকিছু তরুণ নেতা যোগ্য এবং পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি এই আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তারা। তবে জেলায় করুণ। এই তরুণ নেতাদের কমিটিতে রাখা হলে আদতে দলের লাভ হত। কিন্তু তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে বিদায়ি জেলা কমিটির বৈঠকে নতুন কমিটি ঘোষণার সময় প্রশ্ন তুলেছেন জেলার একাংশ নেতা। তবে নবীনদের বাদ দেওয়া নিয়ে বিদায়ি জেলা কমিটির সদস্যরা যুক্তি দেন, বেশকিছু তরুণ নেতার বিরুদ্ধে আদর্শগত অভিযোগ রয়েছে। তাই তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে। এরপরই নতুন জেলা কমিটি ঘোষণা হতেই জলপাইগুডি জেলা কমিটি এবং তা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন

কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে সৌম্য গঙ্গোপাধ্যায়, রামশংকর হালদার তনশ্রী মণ্ডল সহ ১৮ জন নেতা-নেরী। জেলা নেতাদের একাংশের আবার অভিযোগ. বেশকিছ এলাকা যেমন মথুরাপুর, ডায়মভ হারবার, মগরাহাট, ভাঙ্ডে তাঁদের সাংগঠনিক পরিস্থিতি বেহাল। অথচ এই এলাকাগুলি থেকে নতুন জেলা কমিটিতে বিশেষ মুখ রাখা হয়নি।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম 'এগুলি বলেন, নয়। কেউ নাম প্রত্যাহার করলে কেন, কোন পরিবেশে, কোন বিষয়ে এই পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা রাজ্য কমিটি খোঁজ নেবে। এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।' সজন চক্রবর্তী বলেন 'আমাদের দলে নিজস্ব মতামত বাখাব জায়গা বয়েছে। তাই দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে মন্তব্য করব না। এই বিষয়ে দলের রাজ্য সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট জেলা সম্পাদক পদক্ষেপ করবেন।

বড়দিনের আগেই

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : ঘডির কাঁটা সবে দুপুর ১২টা ছুঁইছুঁই। ভিড়ে গমগম করছে পার্ক স্ট্রিটের বিখ্যাত রেস্তোরাঁ। একটি টেবিলও ফাঁকা নেই। উত্তর ভারতীয় এবং চাইনিজ মেনু রসিয়ে উপভোগ করতে ব্যস্ত ভোজনরসিকরা। এখনও বড়দিনের তারই রেশ পার্ক স্ট্রিট ও চাঁদনি চকের বিখ্যাত রেস্তোরাঁগুলিতে। বিশেষ পদের আকর্ষণে এখন থেকেই ভিড জমিয়েছে আমজনতা। শুরু হয়ে গিয়েছে টেবিল বুকিং। তাই উৎসবের দিনগুলির জন্য বিশেষ প্রস্তুতি সেরে রাখছেন রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ।

অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি সুদেশ পোদ্দার বললেন, 'উৎসবকে ঘিরে বহু রেস্তোরাঁই বানাচ্ছে বিশেষ পদ। রেস্তোরাঁর পাশাপাশি বহু পানশালাও অনুমতি নিয়ে রাত পর্যন্ত খোলা রাখবে। তবে মত্ত অবস্থায় যাতে কেউ গাড়ি না চালান, সেই ব্যাপারে আমরা সতর্ক রয়েছি। এই সব ক্ষেত্রে আমরা পানশালা থেকেই ড্রাইভার ভাড়ার ব্যবস্থা করে দেব। তবে ড্রাইভারের ভাড়া খদ্দেরকেই দিতে হবে।'

কথায় আছে, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাই দুর্গাপুজো বা বড়দিন, উৎসবের আমেজে মেতে থাকেন সকলেই। ইতিমধ্যেই আলোকসজ্জায় রঙিন হয়েছে পার্ক স্ট্রিট। সন্ধে নামলেই ভিড় বাড়ছে এই টাকা থেকে শুরু হবে।'

চত্বরে। সেই ফাঁকেই মান্য ঢঁ মারছেন এখানকার রেস্তোরাঁগুলিতে। শীতের আলিঙ্গন সঙ্গে নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে উৎসবের মবশুম। পার্ক সিটের একটি বিখ্যাত রেস্তোরাঁর কর্মকর্তা বললেন, 'উৎসবের দিনগুলিতে অর্থাৎ ২৪, ২৫, ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি রাত ১টা পর্যন্ত রেস্তোরাঁ খোলা থাকবে। গত কয়েকদিন ধরে দ'দিন বাকি। কিন্তু কলকাতাবাসীর রেস্তোরাঁ খুলতে না খুলতেই ভিড় তর সইছে না। তার আগেই পার্ক স্ট্রিট হচ্ছে। টেবিল বুকিং ডিসেম্বরের চত্তর মজেছে বড়দিনের আমেজে। মাঝামাঝি থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে।' চাঁদনি চকের ১২০ বছরের পুরোনো একটি বিখ্যাত রেস্তোরাঁর অবস্থাও রবিবার একই। চাইনিজ মেনু পাতে নিয়ে চেখে দেখছেন পরিচালক সজিত মুখোপাধ্যায়। কেবিনগুলিও ভিড়ে পরিপূর্ণ।

> বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, '১৫ তারিখ থেকেই মূলত ভিড় বেড়েছে। বড়দিন উপলক্ষ্যে আমাদের ৩টি সিংগিং ফ্লোর, কেবিনগুলি সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এখানকার চিলি পর্ক পদটি খুব জনপ্রিয়। দূরদুরান্ত থেকে মানুষ এসে এই পদ না পেলে মন খারাপ করেন। এছাড়া বোনলেস চিলি চিকেন, ড্রাই চিলি চিকেনের চাহিদা খুব। এই পদগুলির চাহিদা ওই দিনগুলিতে থাকবে। তাই পর্যপ্তি জোগান রাখা হবে। এবছর আশা করছি যথেষ্ট ভিড় থাকবে। তাই তদারকির জন্য লোক বাডানো হবে।' ওই চত্তরেরই চাইনিজ রেস্তোরাঁর কর্ণধার সুকল্যাণ দত্ত জানালেন, 'এবছর আমরা নতুন 'মাটন ইন চাইনিজ'-এর বিভিন্ন পদ আনতে চলেছি। সেগুলির দাম ৪৫০

সদস্য সংগ্ৰহে সাফাই মি

হয়। আসলে ওটাই টার্গেট। রাজ্য বিজেপির সদস্যতা অভিযান নিয়ে রবিবার এই মন্তব্য করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী। এখনও পর্যন্ত লক্ষ্যের সিকিভাগ সদস্য সংগ্রহ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই আবহে সদস্য

টার্গেট সবসময় বেশি করেই দেওয়া করে কিছুটা অক্সিজেন পাওয়ার চেষ্টা করল দক্ষিণ কলকাতা বিজেপি। রবিবার বিকালে দক্ষিণ কলকাতার বেহালায় সদস্য সংগ্রহ অভিযানে অংশ নেন মিঠন।

> সেখানেই মিঠন বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ভালো উৎসাহ দেখছি। এটাই

সদস্য হন।' তবে সদস্য সংগ্রহেব লক্ষ্য থেকে অনেকটা দরে থাকা নিয়ে মিঠুনের কথায়, 'টার্গেট সব সময়েই বেশি করে দেয় দল। যাতে সদস্য বাড়ে। তবে যে সদস্য সংগ্রহ করা গিয়েছে, সেটাই আসলে টার্গেট।'

সমাজ বদলাবেই

আপনি হবেন

চলে আসুন উত্তরবঙ্গ সংবাদে উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য যোগ্য এবং আগ্রহীরা আবেদন করতে পারেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্তত স্নাতক। সব পদেরই কর্মস্থল শিলিগুড়ি।

সিনিয়ার সাব-এডিটর

অন্তত ৫ বছর কোনও বাংলা সংবাদপত্র, নিউজ চ্যানেল অথবা নিউজ পোর্টালে কাজ করার অভিজ্ঞতা।

জুনিয়ার সাব-এডিটর

অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। অনভিজ্ঞরাও আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে রাজ্য এবং দেশ-বিদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, রাজনীতিতে আগ্রহ এবং অবশ্যই সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

সাব-এডিটর

পোর্টালে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। অনভিজ্ঞদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে রাজ্য এবং দেশ-বিদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, রাজনীতিতে আগ্রহ এবং অবশ্যই সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

আবেদনপত্র ই-মেল করুন ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে



ubs.torchbearer@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়



সোমবার, ৭ পৌষ ১৪৩১, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২১৪ সংখ্যা

সংঘাত না সন্ধি

কয়েক আগে সংসদে ঢোকার মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নকরেক আগে সংগণে তোপান মুখ্য নাতা তি সাম্প্র ইন্ডিয়া জোটের যোগ্যতম মুখ বলে দাবি করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। খাস রাজধানীর বুকে, তাও আবার সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেত্রীর হয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের এই সওয়াল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এর আগে দলের আরও দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় একই দাবি তুলেছিলেন। তাতে সুর মিলিয়ে এনসিপি^ইর শারদ পাওয়ার, আরজেডি'র লালুপ্রসাদ যাদব, সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব সহ অনেক নেতা মমতার সমর্থনে সরব হয়েছেন।

শুধু কংগ্রেস থেকে কোনও সাড়াশব্দ মেলেনি। এই অবস্থায় তৃণমূল নেত্রীর সমর্থনে ডায়মন্ডহারবার সাংসদের এই মন্তব্য বিরোধী মহলের পাশাপাশি শোরগোল ফেলেছে ঘাসফলের অন্দরে। চোখের চিকিৎসার প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে বিদেশ গেলেও দীর্ঘদিন ধরে অভিষেক আশ্চর্যরকমের নীরব। সেই সময়ে প্রশাসন ও সংগঠন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সাম্প্রতিক এক দলীয় বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখনও তিনি রয়েছেন এবং দলে তাঁর কথাই শেষ কথা।

মুখ্যমন্ত্রীর এই অবস্থান যে নিছক কথার কথা নয়, তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে দু'দিন আগে 'ওয়েবকুপা'র সহ সভাপতি মণিশংকর মণ্ডল সহ কট্টর অভিষেকপন্থী দুই শিক্ষক নেতাকে শুঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে দল থেকেই বহিষ্কার করার মধ্যে। একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর অতিসক্রিয়তা, অন্যদিকে দলের কথিত সেনাপতির নীরবতা, নির্লিপ্পতা নিয়ে তাই চর্চা অনেক। হালে শুধু ডায়মন্ড হারবারে চিকিৎসক সম্মেলন নিয়ে মেতে ছিলেন অভিষেক।

একশের মঞ্চে অভিষেকের ঘোষণাগুলির ব্যাপারে দলনেত্রীর মুখে কোনও উচ্চবাচ্য নেই এখনও। অভিষেক ওই মঞ্চে বলেছিলেন, লোকসভ ভোটে তৃণমূল যেসব পুর এলাকায় বিজেপির চেয়ে কম ভোট পেয়েছে. সেই সব পুরসভার চেয়ারম্যানকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তালিকায় রাজ্য স্তরের বেশ কিছু নেতা রয়েছেন। কোথায় কাকে সরিয়ে কাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, সেই তালিকা নেত্রীর হাতে তিনি দিয়েছেন বলে অভিষেকের দাবি।

দলীয় সূত্রের খবর, এইসব পরামর্শে মুখ্যমন্ত্রীর সায় নেই। বিভিন্ন জেলায় দলের পুরোনো লোকজনকে সরানোর পক্ষপাতী নন মমতা। তৃণমূলে মমতা-অভিষেকের এই সংঘাত অবশ্য নতুন কিছু নয়। লোকসভা ভোটের মনোনয়ন পর্বেও একই সমস্যা মাথাচাড়া দিয়েছিল। তখন নবীন-প্রবীণ দক্ষে তোলপাড় হয় জোড়াফুল শিবির। সৌগত রায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে টিকিট দেওয়ার বিরোধী ছিলেন অভিষেক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী দুজনকেই মনোনয়ন দেন। জিতে দুজনই মুখরক্ষা করেন মমতার।

'এক ব্যক্তি এক পদ' নিয়েও অনেকদিন ধরে সোচ্চার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এ ব্যাপারে তাঁর নিশানায় আছেন ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ একইসঙ্গে কলকাতার মেয়র আবার রাজ্যের পুরমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু ফিরহাদকে আগলেই রেখেছেন। মনে করা হচ্ছে, ক্রমাগত প্রত্যাখ্যাত হতে হতে অভিষেক অনেকটা চুপচাপ হয়ে গিয়েছেন।

২০১৯ লোকসভা ভোটে তৃণমূলের কিছুটা খারাপ ফলের পর 'আইপ্যাক'কে নিয়ে এসেছিলেন অভিষৈক। একুশৈর বিধানসভা নির্বাচনে জোডাফলের জয়জয়কারে অভিষেক এবং আইপ্যাকের নিঃসন্দেহে বড ভূমিকা ছিল।সেই আইপ্যাককে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী সাংগঠনিক ব্যাপারে দলের বাইরের সংস্থার হস্তক্ষেপের বিরোধিতা প্রকাশ

লোকসভা ভোট, তারপর দু'দফায় মোট বিধানসভার ১২টি আসনের উপনিবাচনে বিজয়রথ ছুটেছে তৃণমূলের। যদিও তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বে দুই মহারথীর সংঘাত নিয়ে জল্পনাও অব্যাহত। দুজনের মানসিকতা দু'রকম। একজন প্রবীণদের ওপর ভরসা রাখেন, আরেকজনের আস্থা নবীন প্রজন্মে। একজন চান স্থিতাবস্থা, অন্যজন পরিবর্তনপন্থী। নতুন বছরের শুরুতে দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হয় কি না সেটাই দেখার।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিযে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। চিরাচরিত সংস্কার দিয়ে কোনও কিছকে বিচার করার প্রবণতা সবসময় মানুষকে ঠকিয়ে দেয়। তবুও মানুষ সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব।

আম্বেদকর, হিন্দুত্ববাদ এবং কংগ্রেস

তাঁকে নিয়ে অযথা নিত্যনতুন বিতর্ক লেগে থাকে। মৃত্যুর কয়েক যুগ পরেও এখনও সংসদে চর্চায় বাবাসাহেব আম্বেদকর।



আম্বেদকর বেঁচে থাকতে তেমন জনপ্রিয় ছিলেন না। ১৯৫২ এবং ১৯৫৪ সালে প্রপ্র দ'বার লোকসূভা ভোটে দাঁড়িয়ে হেরে গিয়েছিলেন তিনি।

আর সাত দশক পর দেখা যাচ্ছে, কে বেশি আম্বেদকরকে সম্মান করে সেই বিতর্কে দিনের পর দিন অচল হচ্ছে ভারতের সংসদ।

কেমন ছিল হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে আম্বেদকরের

রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সংবিধান বিতর্কে যেভাবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আম্বেদকরের নাম করে বলেছেন, এতবার ভগবানের নাম নিলে সাত জন্ম স্বৰ্গবাস হত, একজন দলিত তা ভালো চোখে নাও দেখতে পারেন। কথাটা খব প্রগতিশীল না শোনালেও মানতে হবে. একজন দলিতের মনে আম্বেদকর ভগবান হয়েই বাস করেন। হিন্দুদের দেবতার সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু সেখানে দলিতদের পুজোর অধিকার ছিল না হাজার হাজার বছর। তাই তাঁদের খুঁজতে হয়েছে অন্য ভগবান। আম্বেদকর তাঁদেরই একজন।

হিন্দুত্ববাদী, বামপন্থা, রাজনীতি যেমন, ঠিক তেমনই আম্বেদকরের ভাবনাও ভারতীয় রাজনীতিতে একটি চিন্তাধারা, যা সমানাধিকারের কথা বলে। আজ থেকে ৯৭ বছর আগে ১৯২৭-এর ২৫ ডিসেম্বর মুম্বই থেকে ১৬৭ কিলোমিটার দুরে ছোট্ট শহর মাহাডের প্রকাশ্যে রাস্তায় মূনুস্মৃতি আগুনে পুড়িয়ে তিনি বলেছিলেন হিন্দু ধর্ম সাম্যের কথা বলে না, বিভাজনের কথা বলে। "অ্যানিহিলেশন অফ কাস্ট" সহ বিভিন্ন লেখায় তিনি বলে গিয়েছেন, সনাতন হল প্রগতি বিরোধী ভাবনা। সনাতন মানে হল, যা বদলায় না। আর যা সময়ের সঙ্গে বদলায়

কংগ্রেসের সঙ্গে আম্বেদকরের রাজনীতির মিল ছিল না। বিরোধ ছিল। আম্বেদকর কংগ্রেসের কঠোর সমালোচক ছিলেন। যখন কংগ্রেসের ডাকে তিনি কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে যোগ দিলেন, গ্রহণ করলেন কনস্টিটিউশন ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যানের পদ, ততদিনে কিন্তু তিনি "হোয়াট কংগ্রেস অ্যান্ড গান্ধি হ্যাভ ডান টু দ্য আনটাচেবলস" এবং "ডাজ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস রিপ্রেসেন্ট দ্য শিডিউল কাস্ট (আনটাচেবল)" লিখে ফেলেছেন।যদিও তার জন্য জওহরলাল-প্যাটেলের কংগ্রেসের তখন আম্বেদকর সাদরে গ্রহণ করতে কোনও অসুবিধা হয়নি। তিনি পরে এক আমেরিকান সাংবাদিককে বলেছিলেন, কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই তাঁকে ঘোরতর অপছন্দ করেন, তিনিও কংগ্রেস নেতাদের অনেককে একইরকম অপছন্দ করেন। তবু তিনি কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়ে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে যোগ দিয়েছিলেন। তার কারণ, আম্বেদকরের ভাষায়, "আমি তো টাকাপয়সা কিছুই চাই না, শুধু চাই এক সুন্দর ভারত গড়তে"।

আম্বেদকর কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে এসেছিলেন অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গ থেকে দলিত নেতা যোগেন মুঞ্জলের বিশেষ উদ্যোগ এবং মুসলিম লিগের সমর্থনে। দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে চলে গেল। তখন কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির এক কংগ্রেস সদস্য এমআর জয়াকার পদত্যাগ করেন, সেই আসনে বম্বে বিধানসভা থেকে নির্বাচিত করে





কনস্টিটয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে যখন হিন্দ কোড বিল নিয়ে প্রবল বিতর্ক চলছে. সেই সময় তা রুখতে তৈরি হয়েছিল 'অ্যান্টি হিন্দু কোডবিল কমিটি'। নেতৃত্বে ছিলেন করপত্রিজি মহারাজ। যাঁর দলের নাম ছিল 'অখিল ভারত রামরাজ্য পরিষদ'। ১৯৫২ সালে রামরাজ্য পরিষদ তিনটি আসনে জয়ী হয়েছিল। পরে এই দল জনসংঘের সঙ্গে মিশে যায়। আরএসএসের পূর্ণ সমর্থন ছিল অ্যান্টি হিন্দু কোড বিল কমিটির পিছনে। হিন্দু কোড বিলের প্রতিবাদে ১৯৪৯ সালের ১১ ডিসেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে আরএসএস সভা করে। পরের দিন ১২ ডিসেম্বর কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ভবনের বাইরে আম্বেদকরের কুশপুতুল পোড়ায় আরএসএস।

পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁকে গুরুত্ব না দেওয়ার কথা। ভারতের বিদেশনীতি নিয়ে তাঁর আপত্তি,

কাশ্মীর নীতি নিয়ে তাঁর ভিন্ন মতের কথা। চতুর্থ কারণ ছিল, দেশ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও দলিতদের অবস্থার কোনও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। সব শেষে তিনি লিখেছিলেন, হিন্দু কোড বিল পাশ করাতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য পাননি নেহরুর কাছ থেকে।

আরেকটি কারণ কিন্তু ছিল তাঁর পদত্যাগের পিছনে। সেটা হল তিনি তখন নতুন রাজনৈতিক দল তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে লড়বার জন্য। ''আ পার্ট অ্যাপার্ট : দ্য লাইফ অ্যান্ড থট অফ বিআর আম্বেদকর" বইয়ে অশোক গোপাল লিখেছেন, পদত্যাগের ঠিক আগে ১৯৫১-হিন্দু কোড বিল নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেও র ২৩ সেপ্টেম্বর ভাউরাও গায়কোয়াড়কে

আম্বেদকর পরে এক আমেরিকান সাংবাদিককে বলেছিলেন, কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই তাঁকে ঘোরতর অপছন্দ করেন, তিনিও কংগ্রেস নেতাদের অনেককে একইরকম অপছন্দ করেন। তবু তিনি কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়ে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে যোগ দিয়েছিলেন। তার কারণ, আম্বেদকরের ভাষায়, "আমি তো টাকাপয়সা কিছুই চাই না, শুধু চাই এক সুন্দর ভারত গড়তে"।

বিরোধিতা ছিল। ফলে তা পাশ করাতে প্রচুর চিঠিতে আম্বেদকর লিখছেন (রচনাবলি, খণ্ড বেগ পেতে হয়েছিল নেহরুকে। ১৯৫১ সালের ২১), ৬ অক্টোবর নাগাদ তিনি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করতে চান যাতে নির্বাচনের প্রস্তুতির ১১ অক্টোবর নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ জন্য অনেকটা সময় তিনি পান। লিখছেন করেছিলেন আইনমন্ত্রী বিআর আম্বেদকর। ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ লিখেছেন তাঁর নতুন দলের (শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন (ইন্ডিয়া আফটার গান্ধি), আম্বেদকর যেমন অফ ইন্ডিয়া) নিবার্চনি ম্যানিফেস্টোর একটা পদত্যাগের কারণ হিসেবে তাঁর অসস্থতার খসড়াও তিনি করে ফেলেছেন। বোঝাই যাচ্ছে কথা লিখেছিলেন, তেমনই ক্ষোভের কারণ পদত্যাগের অন্যতম কারণ ভোটের জন্য তৈরি হিসেবে লিখেছিলেন, অর্থনীতিতে লন্ডন স্কুল হওয়া।সেই ম্যানিফেস্টো ছাপা হল।দেখা গেল আম্বেদকরকে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে অফ ইকন্মিক্সের পিএইচডি থাকা সত্ত্বেও, সেখানে আম্বেদকরের ঘোষণা, 'প্রতিক্রিয়াশীল

আরএসএস এবং হিন্দু মহাসভার সঙ্গে তাঁর দল কোনও সমঝোতায় যাবে না'। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা রাজ্যসভায় তাঁর

ভাষণে বলেছেন কাশ্মীর নিয়ে সংবিধানের ধারার বিরোধিতা করেছিলেন আম্বেদকর। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার আম্বেদকর কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য রাজ্যসভায় গণভোট বা রেফারেন্ডামের কথা ভাবা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত তাঁর রচনাবলির পঞ্চদশ খণ্ডে সংসদ বিতর্কে যোগ দিয়ে বলা তাঁর এই বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রয়েছে। তিনি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের 'আপার সাইলেশিয়া' পোল্যান্ডের সঙ্গে যাবে না জামানির সঙ্গে যাবে এবং 'আলজাস-লোরাইন (Alasace-Lorraine)' ফ্রান্সে যাবে না জামানিতে যাবে, এই দুটি বিরোধের সমাধানে গণভোটের কথা উল্লেখ করে রাজ্যসভায় বলেছিলেন, এই ধরনের সমস্যা সমাধানে গণভোট একটা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি।

ভোটের লড়াই অবশ্য আম্বেদকরের জন্য খুব একটা আনন্দের হয়নি। শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে মুম্বই-উত্তর কেন্দ্রে তিনি পরাজিত হন কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে। সম্ভবত কংগ্রেস নেতৃত্বের মনে হয়েছিল তাঁর মতো মানুষের সংসদে থাকাটা জরুরি। কংগ্রেস আম্বেদকরকে প্রস্তাব দেয় তাদের সমর্থনে রাজ্যসভার সদস্যপদ গ্রহণ করতে। আম্বেদকর সে প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। এরপর ১৯৫৪ সালে বর্তমান মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা কেন্দ্রে উপনিবর্চনে ফের প্রার্থী হলেন আম্বেদকর। এবার তৃতীয় স্থান পেয়ে ফের পরাজিত হলেন। তিনি অবশ্য রাজ্যসভায় থেকেই গিয়েছিলেন।

এর দু'বছর পর ১৯৫৬-এর ১৪ অক্টোবর প্রায় পাঁচ লক্ষ দলিতকে সঙ্গে নিয়ে আম্বেদকর হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হিন্দু ধর্ম নিয়ে জন্মগ্রহণে তাঁর কোনও হাত ছিল না, কিন্তু তিনি এই ধর্ম নিয়ে

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯০২ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংয়ের জন্ম আজকের দিনে।





আজকের দিনে প্রয়াত হন পিভি নরসীমা

আলোচিত



প্রোফাইল বানিয়ে অনেক ফেক নিউজ আমার নামে চালানো হচ্ছে। দয়া করে আমার বক্তব্য হিসেবে উলটো-পালটা কিছ প্রচার করবেন না। আমি সেক্ষেত্রে আইনের সাহায্য নেব। কেউ গুজব ছড়াবেন না। – আল্লু অর্জুন

ভাইরাল/১



আদালতে তরুণ। আদালত বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য স্ত্রীকে খোরপোশের জন্য তাঁকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। ওই ব্যক্তি ১ ও ২ টাকার কয়েন ভর্তি ২০টি ব্যাগে মোট ৮০ হাজার টাকা নিয়ে আসেন। আদালত তা গ্রহণ করেনি।

ভাইরাল/২



রায়গড়ে বাছুরকে ধাক্কা মারে গাড়ি। বাছরটি গাড়ির তলায় চলে যায়। গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চালক। কিন্তু গোরুর পাল গাড়িটিকে ঘিরে ধরে। বাচ্চাটি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তারা গাড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকে। স্থানীয়দের সাহায্যে প্রাণে বাঁচে বাছুরটি।

শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে সব বিড়ম্বনা দূর হোক পশ্চিমবন্ধের স্কুল্ সার্ভিস কমিশনুকে

নিয়ে বিডম্বনার শেষ নেই। এই স্কুল সার্ভিস কমিশনকে কেন্দ্র করে একটা প্রজন্ম স্বপ্ন দেখত। সেই স্বপ্ন দেখা সে গুড়ে বালি হয়ে গিয়েছে। শিক্ষিত বেকারদের বেশিরভাগই দিশেহারা। ঠিক একইভাবে স্কুল সার্ভিস কমিশনে চাক্রিরত শিক্ষকদের একাংশ দিশেহারা। প্যানেল বাতিলের ভয়ও এর থেকে বাদ যাচ্ছে না।

শোনা যাচ্ছে, ২০১৬ সালে চাকরিরত শিক্ষকদের প্যানেল বাতিল হতে পারে। কিন্তু কোন যুক্তিতে পুরো প্যানেল বাতিল হবে তা বোঝা গেল না। চাকরিতে বেনোজল ঢুকলে সেই বেনোজল বের করার দায়িত্ব কমিশনের অথবা বিচার ব্যবস্থার। যারা স্বচ্ছভাবে নিয়োগপত্র পেয়েছেন তাঁদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব কমিশন বা বিচার ব্যবস্থার।

যাঁরা চাকরি করছেন নিজের যোগ্যতায় তাঁদের অপমান করার অধিকার কারও নেই বলে মনে করি। স্কল সার্ভিস কমিশন সংক্রান্ত সকল বিড়ম্বনা দূর হোক। আপামর জনগণের করের টাকা উপভোগের উষ্মা যদি নেতা, মন্ত্রী ও সরকার নিয়ে থাকে তাহলে নতুন শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্বও সরকারকে নিতে হবে। প্রয়োজনে নতুন শিক্ষক নিয়োগ কমিশন বসাক সরকার। ঘুমিয়ে দিন পার করাটা সরকারের কাজের মধ্যে পড়ে না। বিনয় লাহা

রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

শিবমন্দিরের দিকে একট নজর দিক প্রশাসন

একসময়ের ছোট্ট জনপদ শিবমন্দির আজ ফুলেফেঁপে একাকার। জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ তার অন্যতম কারণ। এখানে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের বসবাস। অথচ দুর্ভাগ্যবশত সেই অর্থে রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী এবং আরও প্রায়োজনীয় পরিকাঠামো নেই বললেই চলে। বহু চেম্বার পরও ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়েও হয়নি কোনও অজানা কারণে।

গত মে মাসে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের তরফে শিবমন্দির এলাকার অনেক জায়গায় মোটামুটি চলাফেরা করার যোগ্য রাস্তাগুলো খুঁড়ে বেহাল করে রেখেছে। মেরামতির নামগন্ধ নেই। বিশেষ করে বিএড কলেজের আশপাশের এলাকায় জলের দেখা নেই। মানে রাস্তা মেরামত তো হলই না, জলও পাওয়া গেল না এত মাস পরও। হায়

অনেক বছর ধরে শুনে আসছি, শিবমন্দির এলাকা পুরসভায় উন্নীত হবে। কিন্তু তা কিছুতেই হচ্ছে না। সাংসদ, বিধায়কের দেখা পাওয়া যায় না বললে অত্যুক্তি হবে না। ওদিকে, শিলিগুড়ির জন্য কোটি কোটি টাকার বরাদ্দ, কিন্তু শিবমন্দিরের জন্য বলতে গেলে তেমন কিছু হয় কি? শিবমন্দির বাজার এলাকায় থাকা রেলের ২১৮ নম্বর গেট এক বিভীষিকা, প্রতিদিন ১৫/২০ বার ট্রেন যাতায়াত করে। না উড়ালপুল, না আন্ডারপাস-কিছরই দেখা নেই। যানজটে জর্জরিত শিবমন্দিরে বেশিরভাগ দিনই ট্রাফিক পুলিশের দেখা পাওয়া যায় না। এছাড়া আরও অন্যান্য সমস্যা তো রয়েইছে। পুলিশ প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, এবার অন্তত শিবমন্দিরের দিকে নজর দিন। আর দেরি করলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে, মানুষের দুর্ভোগ বেড়ে যাবে। সজলকমার গুহ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জন্সী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ড বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন: ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস: মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, ততীয় তল, নেতাজি মোড-৭৩২১০১, ফোন: ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail: uttarbanga@hotmail.com, Website: http://www.uttarbangasambad.in

কলকাতা বা ঢাকা নয়, দখল হচ্ছে মস্তিষ্ক

এমন মানবজমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা। বাংলাদেশ ও ভারতের পারস্পরিক বিরোধিতা এটাই মনে করায়।

মৃড়নাথ চক্রবর্তী



৯/১১-র ধ্বংসলীলার শেষে ওসামা বিন লাদেন যুক্তি দিয়েছিল, মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলমানদের ওপর আমেরিকার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের জবাব এই হামলা, যাতে পৃথিবীর মুসলমানরা নিজেদের সুরক্ষিত বোধ করতে পারে। তার ফল কী হয়েছে? আমেরিকা ও

বিশ্বজ্বড়ে মুসলিম বিদ্বেষ পৌঁছেছিল সবেচ্চি সীমায়। আমেরিকায় শুধু সন্দেহের ও ঘৃণার বশে অজস্র নিরপরাধ মসলিম মান্যকে প্রাণ দিতে হয়েছে ৯/১১-র আফটার শক হিসেবে।

হাসিনা সরকারের পতনের বহু আগে থেকেই বাংলাদেশের ভারত বিরোধিতা অত্যন্ত উগ্র অবস্থানে ছিল। ভারতেও যে वाःलारम्भ वित्ताि विज ठीव रग्निन, ठा वलरल जूल वला रत। এমনকি কলকাতা মেট্রোতে কর্মরত হিন্দিভাষী কর্মচারীর সঙ্গে আমি হিন্দিতে কথা বলতে রাজি হইনি বলে আমাকে 'বাংলাদেশি' তকমা অপবাদ হিসেবে শুনতে হয়েছে। শুধুমাত্র আমি বাংলায় কথা বলা বাঙালি।

হাসিনা সরকারে থাকার সময় যে ভারত বিরোধিতা আমরা দেখে এসেছি, তার উন্মুক্ত বহিঃপ্রকাশ দেখছি হাসিনার পতন পরবর্তী বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে। যেই 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' হাসিনা তৈরি করেছেন বছরের পর বছর ধরে, তা কিন্তু শুধু হাসিনাকে তাড়িয়েই থামেনি, বরং এক বিরাট ধ্বংসযজ্ঞে হাঁসিনাকে এক আহুতি হিসেবে ছুড়ে দিয়েছে। তার

এই ক'মাসে কতকিছুই না দেখলাম! বঙ্গবন্ধুর মূর্তিতে কালি দিয়ে ভেঙে দেওয়া, বেগম রোকেয়ার মূর্তিতে আলকাতরা দিয়ে



অশ্রাব্য শব্দ লেখা, গণভবনে ঢুকে হাসিনার শাড়ি-পোশাক চরি করা, রবীন্দ্রনাথ সহ অজস্র মূর্তি ভাঙা বা ভারতের পতাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদারে পেতে রাখা। সর্বশেষ উদাহরণ বাংলাদেশ কর্তক কলকাতা দখলের হুমকি। ভারতের থেকে বাংলাদেশ বিরোধিতাও কি দেখিনি? তার উদাহরণও যথেষ্ট। কিন্তু কেন? দুটো আন্তজাতিক ভূখণ্ডের মধ্যে এত নিকৃষ্ট হিংসা, এত দ্বেষ, এত ঘুণা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের উর্ধের ওঠে শুধুই ধর্মের জন্য? তা হতে পারে না।

ওসামা বিন লাদেনের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। পারমাণবিক বোমা প্রথম আবিষ্কারের ও নিক্ষেপের পর থেকে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ নিরাপত্তাহীনতায় ভূগে চলেছে প্রতিনিয়ত। এবং এই নিরাপত্তাহীনতা একের পর এক পারমাণবিক বোমা প্রসব করে চলেছে। দেশের মানুষের খাবার চাল, থাকার ছাদ না থাকলেও রাষ্ট্রের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র থাকা বাধ্যতামূলক দেশের মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে। এভাবেই প্রত্যেকটা রাষ্ট্র আমাদের নিরাপত্তাহীনতায় ভূগতে শিখিয়ে যাচ্ছে রোজ, যাতে ইন্ধন দিয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় চিমটি। সমস্যাটা হল, রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে সংযত, কিন্তু দেশের মানুষ অস্ত্র হাতে পেলে নিরাপত্তাহীনতার ভয় আরও বেড়ে যায়। তাদের আর সংযত থাকতে দেয় না।

আমরা প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রের দ্বারা চালিত হচ্ছি। দই মাটিতেই। আমরা ভূলে যাচ্ছি আমাদের এই উদগ্র ঘূণার অসংযত বহিঃপ্রকাশ আমাদের আরও বেশি নিরাপতাহীন করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। কলকাতাও দখল হবে না, ঢাকাও দখল হবে না। দখল হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক। দখল করে নিচ্ছে পারস্পরিক ঘুণা, হিংসা, অপরাধ প্রবণতা। জন্ম দিচ্ছে একটা নিষ্ফলা রুক্ষ মানবজমিন যাতে আগামীতে আর আবাদ সম্ভব নয়।

(লেখক খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

-1444 ■ 8050							
۶		ર	\bigstar	•	*	\bigstar	\bigstar
	\bigstar	8			\bigstar	œ	ود
٩			X		×	X	
\Rightarrow	\Rightarrow	×	X	ъ			
۵			70	*	×	¥	¥
	\bigstar	\bigstar		\Rightarrow	>>		১২
>0		×	\$8			X	
×	*	×		×	\$@		

পাশাপাশি : ১। চালের গুঁড়ো দিয়ে ছাঁচে তৈরি পিঠে ৪। স্তেয় কর্ম পটু বা চোর ৫। স্থল বুদ্ধি এবং কথা বলতে পারে না १। সৌন্দর্যের প্রতীক বা আনন্দের উৎস ৮। যে সম্পত্তিতে শরিকদের ভাগ আছে ৯। এই গ্রহ সূর্যের পাশে ঘোরে ১১। কর্তাভজা বৈষ্ণব সম্প্রদায় ১৩। একটি ফুলের নাম ১৪। পরিপাকে সাহায্য করে ১৫। নখ কাটার যন্ত্র বা অস্ত্র।

উপর–নীচ : ১। নমাজ পাঠের আগে আহ্বান ২। ফ্র্যাগ, ঝান্ডা ৩। সংসারত্যাগী মুসলিম সন্মাসী ৬।ছতো বা অজহাত ৯।নেপালের নাগরিক ১০।বিষ্ণর নৃসিংহ অবতার ১১। যে সরকারি কর্মী জমি মাপেন ১২। কাচের চিমনি ঘেরা কেরোসিনের বাতি।

পাশাপাশি : ১। জলপিপি ৩। হংস ৫। পান্থপাদপ ৭। ইশান ৯। বয়ান ১১। বনসম্পদ ১৪। মরাই ১৫। কারাগার।

উপর-নীচ: ১। জলপাই ২। পিউপা ৩। হড়পা ৪। সন্তাপ ৬। দরিয়া ৮। শালীন ১০। নভশ্চর ১১। বয়াম ১২। সরাই ১৩। দমকা।

বিন্দুবিসর্গ



দেশদুনিয়া

টুকরো খবর

প্রয়াত নামগিয়াল

জম্ম ও কাশ্মীরের কার্গিলে ১৯৯৯ সালে পাক সেনাদের অনুপ্রবেশ নিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন লাদাখের মেষপালক তাশি নামগিয়াল। তিনি আর নেই। তাশি নামগিয়াল মধ্য লাদাখের আর্য উপত্যকায় মারা গিয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। চলতি বছরের ২৫তম কার্গিল বিজয় দিবসে দ্রাসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন কন্যা শেরিং দোলকার





বাল্যবিবাহে ধৃত ৪১৬

অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মা সরকার বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। রাজ্যজুড়ে দু'দফার অভিযান চালানো হয়েছে। অসম পুলিশ তৃতীয় দফায় ৪১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই তথ্য জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বাল্যবিবাহ নিয়ে ৩৩৫টি মামলা রুজু করা হয়েছে। রবিবার ধতদের আদালতে তোলা হয়। উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে বাল্যবিবাহের ঘটনায় ধত ৫ হাজার

স্পাডেক্স মিশন ইসরোর

নতুন লক্ষ্যে পদক্ষেপ করল ইসরো। শনিবার ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা তাদের যুগান্তকারী স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্ট (স্পাডেক্স) স্যাটেলাইটগুলির প্রথম ঝলুক প্রকাশ করেছে। এটি মহাকাশে ডকিং প্রযুক্তি আয়ত্ত করার পথে ভারতের এক বড সাফল্যের দিকচিহ্ন বলে মনে করা হচ্ছে। এই মিশনটি পিএসএলভি-সি৬০ রকেটের মাধ্যমে মহাকাশে পাঠানো হবে।





রসিক চার্লস

াব্রটেনের রাজা ততীয় চালসও কৌতুকপ্রিয়। রানি ক্যামিলাকে নিয়ে ওয়ালথাম ফরেস্ট টাউন হল পরিদর্শন করলেন। এখানে এক শিখ তাঁকে কেমন আছেন প্রশ্ন করেন। এক মুহূর্ত না ভেবে চার্লস বললেন, 'আমি তো এখনও বেঁচে আছি।' ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস এবছরের গোড়া থেকেই ক্যানসারে আক্রান্ত। তাঁর চিকিৎসা চলছে। ক্যানসার আক্রান্ত হয়েও তাঁর আমুদে মন কিন্তু বদলায়নি।

অস্ত্রেই স্বাধীনতা!

অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন নয়, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শিকল ছিঁড়েছিল ভারত। এমনই দাবি করেছেন বিহারের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকর। তিনি বলেন, 'ব্রিটিশ শাসকরা সত্যাগ্রহের কারণে ভারত ছাড়েনি। তারা যখন দেখেছিল সাধারণ মানুষ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে তখনই বুঝে গিয়েছিল যে এদেশে তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে।





পোপের দ্বিচারিতা

প্যালেস্তাইনের গাজায় ইজরায়েলের হামলার কডা নিন্দা করে খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস জানিয়েছেন, ইজরায়েল গাজায় যুদ্ধ নয় নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, 'ইজরায়েল যা করছে তা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।' শনিবার ভ্যাটিকানের বিভিন্ন বিভাগের কার্ডিনালদের বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন পোপ। সেখানেই এই মন্তব্য করেন।

সেঁকো বিষে খুঁকছে বাংলা ও বিহার

ক্ষতি কোচবিহার-দিনাজপুর-মালদার

জলেও বিষ। সেঁকো বিষে জর্জরিত। বাংলা, বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা। এমনিতেই গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে আর্সেনিক দৃষণজনিত বিপদের কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন বহুযুগ আগে থেকেই। এবার জানা গৈল, আর্সেনিক মিশ্রিত ভূগর্ভস্থ জলের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে বাংলা ও বিহার, এই দুই রাজ্যে। জাতীয় পরিবেশ আদালতে এ

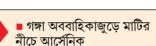
নয়াদিল্লি. ২২ ডিসেম্বর : তৃষ্ণার কথা কবুল করেছে কেন্দ্র। রিপোর্ট বলছে, বাংলার যেসব জেলার মাটির আর্সেনিক বিপজ্জনক মাত্রায় রয়েছে, তাদের মধ্যে কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা অন্যতম।

কেন্দ্রের বক্তব্য, কৃষিক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করা হয়। সে ক্ষেত্রে এই আর্সেনিক মিশ্রিত দৃষিত জলের কারণে চাষের জমিতে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে। মূলত

একনজরে

ভূগর্ভস্থ জলের থেকেই চাষের জমিতে আর্সেনিক প্রবেশ করে এবং এই বিষ ফসলে মিশে খাদ্যশৃঙ্খল তছনছ করে দেয়।

চাষের ক্ষেতে উৎপাদিত চালের ওপর আর্সেনিক দৃষণের প্রভাব সংক্রান্ত একটি মামলা চলছে জাতীয় পরিবেশ আদালত (এনজিটি)-এ। ধানচাষের জন্য সাধারণত বেশি জলের প্রয়োজন হয়। তাই ধানের ওপর ভূগর্ভস্থ



। ২৫টি রাজ্যের ২৩০টি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছ অঞ্চলে আর্সেনিক বেশি মাত্রায় রয়েছৈ

■ বাংলা, বিহার ছাড়াও আর্সেনিক দৃষণের প্রভাব বেশি উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট,

 কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহু জায়গায় মাটির নীচের জলে আর্সেনিকের মাত্রা বেশি

জলে মিশে থাকা আর্সেনিকের প্রভাবও বেশি পড়ার সম্ভাবনা নিয়ে মামলা হয়েছে।

ওই মামলায় কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চেয়েছিল এনজিটি। সম্প্রতি কেন্দ্রের তরফে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে আদালতে। জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশের পর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর)-এর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কৃষিমন্ত্রক। এরপরে সেই তথ্য আদালতে জমা দেয় কেন্দ্র। রিপোর্টে কেন্দ্ৰ জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে ভূগর্ভস্থ জলে মিশে থাকা আর্সেনিকের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পডার আশঙ্কা রয়েছে।

জাতীয় পরিবেশ আদালতে কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, ধানের ওপরেও এর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জলশক্তি মন্ত্রকের ২০২২ সালের হিসাব অন্যায়ী, এ রাজ্যের কোচবিহার, উত্তর দিনাজপর. দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মর্শিদাবাদ, হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেশ কয়েকটি জায়গায় মাটির নীচের জলে আর্সেনিক বেশি মাত্রায় (প্রতি লিটার ০.০১ মিলিগ্রামের বেশি) রয়েছে।

সপরিবার রবিবার





নয়াদিল্লির বিখ্যাত রেস্তোরাঁ 'কোয়ালিটি'তে গান্ধি পরিবার। সোনিয়া, রাহুল। প্রিয়াংকার সঙ্গে মেয়ে মিরায়া। রবার্ট ও তাঁর মা। ইনস্টাগ্রামে ছবি **पिराः ताल्ल लिए एहन, 'আপनाता शाल एहाल ल्रांटन एंग्टे कर्तरन**।'

জামানির হামলায়

আহত ৭ ভারতীয়

আল্লুর বাড়িতে

হায়দরাবাদ, ২২ ডিসেম্বর পূষ্পা ২-এর প্রিমিয়ারে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে মতের ৭ বছরের সন্তান। দুর্ঘটনার পর 'পুষ্পা' আল্পু অর্জুনের গ্রেপ্তারি নিয়ে উত্তাল হয়েছিল তেলেঙ্গানার রাজনীতি। নায়কের গ্রেপ্তারি ইস্যুতে পরোক্ষে রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারকে নিশানা করেছিল বিরোধী বিআরএস ও বিজেপি। রবিবার অন্য ছবি দেখল হায়দরাবাদ। এদিন পদপিষ্টের ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতা ঘেরাও করল আল্লু অর্জুনের বাড়ি।

বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়য়া। তাঁদের ঠেকাতে হিমসিম খেতে হল পুলিশকে। প্রিয় তেলুগু নায়কের বাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুড়েছে বিক্ষোভকারীরা। ছোডা হয়েছে টমেটো। আল্পুর বাড়ির ক্যাম্পাসে ঢুকে বেশ কিছু ফুলের টবও[°] ভেঙে ফেলেছে উত্তেজিত জনতা। তাঁদের দাবি, আল্লু অভিনীত ছবির প্রিমিয়ারে ভিড যে উপচে পডবে তা সবার জানা ছিল। তারপরেও নায়কের টিম প্রেক্ষাগৃহের নিরাপত্তা জোরদার করতে পদক্ষেপ করেনি।

খাড়গের

নিশানায় কেন্দ্ৰ

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর : ভোট সংক্রান্ত নথিপত্র চাইলেই আর সাধারণ মানুষের নাগালে আসবে না। পাওয়া যাবে না বুথের ভিতরের সিসিটিভি এবং ওয়েবকাস্টিংয়ের ফুটেজ। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে অফ ইলেকশন রুলস, ১৯৬১-এ সংশোধনী এনেছে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক। মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জন খাড়গে। রবিবার তিনি বলেছেন, 'নিবাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক পবিত্রতা ধ্বংস করতে যে ধারাবাহিক ষডযন্ত্র চলছে, কনডাক্ট অফ ইলেকশন রুলসে মোদি সরকারের সংশোধনী তারই একটি অঙ্গ। কেন্দ্রীয় সরকার নিবাচন কমিশনের স্বাধীনতা মুছে দিচ্ছে। এটা সংবিধান এবং গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ।'

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক যে সংশোধনী এনেছে, তাতে সাধারণ আর

ইলেক্ট্রনিক নথি যেমন সিসিটিভি এবং ওয়েবকাস্টিং ফুটেজ, প্রার্থীদের ভিডিও রেকর্ডিংয়ের পাওয়া সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে খাড়গে বলেন, 'এর আগে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি থেকে দেশের প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে দিয়েছিল কেন্দ্র। হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এবার নিবর্চন সংক্রান্ত তথ্যের সামনে পাথরের দেওয়াল খাডা করে দেওয়া হল।' কংগ্রেস ইতিমধ্যে এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে। সিপিএমের পলিটব্যরোর তরফেও কেন্দ্রের পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। অবিলম্বে ওই সংশোধনী প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে। সম্প্রতি পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট কমিশনকে হরিয়ানার একটি বথের ভিডিওগ্রাফি সহ সমস্ত নথিপত্র আবেদনকারীর আইনজীবী মেহমুদ প্রাচাকে দিতে বলেছিল। সংশোধনীর ফলে ভোট সংক্রান্ত সমস্ত নথি নয়. এবার থেকে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র, এজেন্টের নিয়োগ এবং খরচ সংক্রান্ত

রেকর্ডের কিছ সুনির্দিষ্ট নথিপত্রই

আমজনতা দেখতে পাবেন।

মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান কুয়েতের

কুয়েত সিটি, ২২ ডিসেম্বর কুয়েতের সবেচ্চি নাগরিক সম্মান পেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার বায়ান প্যালেসে কুয়েতের আমির শেখ মেশাল আল-আহমাদ আল-জাবের আল সাবাহ তাঁকে 'অডার অফ মুবারক দ্য গ্রেট' মুবারক আল-কবীর) সম্মানে ভূষিত করেন। মোদি জানিয়েছেন, কুয়েতের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়ে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছেন। ভারতের জনগণ এবং ভারত-কুয়েত মজবুত বন্ধুত্বের প্রতি এই সম্মান তিনি উৎসর্গ করছেন। এই নিয়ে ২৩টি আন্তজাতিক সম্মান মোদির ঝুলিতে এল। কুয়েতের সর্বেচ্চি নাগরিক সম্মান এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্রিন্টন, সিনিয়ার জর্জ বুশ, ব্রিটেনের রাজ তৃতীয় চার্লস পেয়েছেন। এবার সেই তালিকায় ঠাঁই পেলেন প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদি। এদিন বায়ান প্যালেসে প্রথমে তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। দিয়ে ভারত-কুয়েত দ্বিপাক্ষিক

বলে হুমকি দিয়েছে হামলাকারীরা।



প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানাচ্ছেন কুয়েতের আমির শেখ মেশাল। শনিবার।

বৈঠকের পর মোদি জানিয়েছেন, সম্পর্ক নতন দিগতে পৌঁছোল বলে ওষধ, তথ্যপ্রযক্তি, পরিকাঠামো মনে করা হচ্ছে। শনিবার কুয়েতে এবং নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে পৌঁছোন মোদি। দীর্ঘ ৪৩ বছর পর কথাবার্তা হয়েছে।শনিবার কুয়েতের কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কুয়েতে প্রবাসী ভারতীয়দের তরফে 'হালা

মোদিকে এহেন সম্মানের মধ্যে পা রেখেছেন। আমিরের সঙ্গে মোদি'শীর্যক একটি অনুষ্ঠানে বক্তুতা দেন প্রধানমন্ত্রী। রবিবার গাল্ফ স্পিক ওয়াকর্সি ক্যাম্পের ভারতীয় শ্রমিকদের সঙ্গেও দেখা করেন মোদি। তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ খোশমেজাজে কথাও বলেন তিনি।

প্রিয়াংকার বিরুদ্ধে মামলা বিজেপি প্রার্থীর

তিরুবনন্তপুরম, ২২ ডিসেম্বর : নির্বাচনি হলফনামায় ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগ উঠল ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধির বিরুদ্ধে। ওই কেন্দ্রের উপনিবর্চনে প্রিয়াংকার কাছে পরাজিত হয়ে তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী নব্য হরিদাস এই অভিযোগে কেরল হাইকোর্টে মামলা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কংগ্রেসের নতন সাংসদ মনোনয়নপত্রে নিজের এবং পরিবারের সম্পত্তির কথা সঠিকভাবে ঘোষণা করেননি। অন্যদিকে জাতভিত্তিক জনগণনা নিয়ে লোকসভা ভোটের প্রচারে রাহুল গান্ধি যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে তাঁর বিরুদ্ধে বরেইলি জেলা আদালত একটি সমন জারি করেছে। ৭ জানুয়ারির আগে তাঁকে আদালতে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। আম্বেদকর ইস্যুতে সংসদে ধাকাধাকির ঘটনায় আঁগেই রাহুলের নামে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ।

ওয়েনাড উপনিবর্চনে বিজেপি প্রার্থীকে পরাজিত করেছিলেন প্রিয়াংকা। হরিদাসের অভিযোগ, প্রিয়াংকা যেভাবে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন তা আদর্শ আচরণবিধির পরিপন্থী। তিনি বলেন, 'আমরা শনিবার কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার বিরুদ্ধে একটি নিবর্চনি মামলা দায়ের করেছি। তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, প্রিয়াংকার মনোনয়নপত্র বিভ্রান্তিকর। কংগ্রেস সাংসদের এবং তাঁর পরিবারের সম্পত্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেখানে গোপন করা হয়েছে। এর আগে আমরা নিবাচন কমিশনের কাছেও এই ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেছিলাম।' নতুন বছরে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা হাইকোর্টে। কংগ্রেস অবশ্য নব্য হরিদাসের মামলাকে পাত্তা দিতে চায়নি।

জার্মানিতে কাটানো তালেব আদতে নাস্তিক। অতীতে বহুবার ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এমনকি কট্টরপন্থী মুসলিমদের জামানিতে আশ্রয়

বড়দিনের বাজারে গাড়ির ধাকায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত কমপক্ষে ৬০। আহতদের মধ্যে ৭ জন ভারতীয়। তাঁদের 8 জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেডে দেওয়া হলেও ৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবারের ঘটনাকে 'লোন উলফ' হামলা বলে চিহ্নিত করেছে জার্মান পুলিশ। তবে অভিযুক্ত গাড়িচালক আল-আব্দুলমোহসেন কোনও জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যক্ত কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তাকে জেরা করা হচ্ছে। চিকিৎসক

ডিসেম্বর : জামানির ম্যাগডেবার্গে

নাগরিক তালেবকে নিয়ে শুরু হয়েছে কুটনৈতিক টানাপোড়েন। ধৃতকে প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়েছে সৌদি জামানি। জামানিতেই তালেবের বিচার হবে বলে জানিয়েছেন সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফ্রেজার। তালেবকে 'ইসলামফোবিক' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সূত্রের

আপত্তি ছিল তার। সেই ক্ষোভ থেকে তালেব বডদিনের আগে গাড়ি হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। জার্মানিতে গাড়ি হামলার কড়া নিন্দা করেছে ভারত। বিদেশমন্ত্রকের তরফে বিবতিতে বলা হয়েছে.

তদন্তে জানা গিয়েছে, ১৮ বছর

বিরোধী ছিলেন। জার্মান সরকারের

অভিবাসননীতি নিয়ে ঘোরতর

নিন্দায় ভারত

'অনেক মল্যবান জীবন অকালে আরব।সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছে ঝড়ে গিয়েছে। বহু মানুষ আহত হয়েছেন। আমাদের চেতনা ও প্রার্থনা ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে রয়েছে। ভারতীয় দূতাবাস আহত ও তাঁদের পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। তাঁদের সব ধরনের সহায়তা খবর, এর আগেও তালেবকে দৈশে দেওয়া হচ্ছে। হামলাকে 'ভয়ানক' ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল ও 'উন্মাদের কাজ' বলে উল্লেখ সৌদি সরকার। জামনি প্রশাসনের করেছেন জার্মান চ্যান্সেলার স্কোলাজ।

মুম্বইয়ে গতির বলি শিশু

নেশায় মত্ত তরুণের গাডির ধাক্রায় মৃত্যু। সম্প্রতি এমন বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনার জন্য খবরের শিরোনামে এসেছে মহারাষ্ট্র। তালিকায় শেষ সংযোজনটি হল রবিবার। ঘটনাস্থল মুম্বইয়ের ওয়াদালা এলাকা। ১৯



বছরের তরুণ চালকের গাডির চাকায় পিষে প্রাণ হারিয়েছে একটি ৪ বছরের

মুম্বই, ২২ ডিসেম্বর : গতির

শিশু। পুলিশ সূত্রে খবর, ভিলে পার্লের বাসিন্দা সন্দীপ গোলে নামে অভিযুক্ত তরুণ একটি হুন্ডাই ক্রেটা চালাচ্ছিলেন। আচমকা সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ৪ বছরের শিশুকে ধাক্কা মারে। ফটপাথবাসী ওই শিশুটির নাম আয়ুষ লক্ষ্মণ কিনভাদে। তার বাবা একজন শ্রমিক। গাড়িচালক গোলে গ্রেপ্তার হয়েছে।



'ঝলসানো শরীর দেখেও এল না কেউ'

থুতু চাটিয়ে হেনস্তা তরুণকে

কয়েকজন। তারপর আহত তরুণকে থুতু চাটিয়ে কানধরে ওঠবস করানো

হচ্ছে। ভাইরাল ভিডিওটি বিহারের মুজফফরপুরের। হেনস্তার শিকার

তরুণের নাম নবি হাসান। ঘটনায় ৮ জনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ

জানিয়েছেন তাঁর মা। মায়ের দাবি, ১৬ ডিসেম্বর তিনি কাজে গিয়েছিলেন।

সেই সময় সাইফ, ইমরান এবং মাহফুজ সহ কয়েকজন লোক হাসানকে

ধরে নিয়ে যায়। তাঁকে মারধর করে। ১৫ দিনের মধ্যে তাঁকে খুন করা হবে

পাটনা, ২২ ডিসেম্বর : বেল্ট, লাঠি দিয়ে এক তরুণকে বেধড়ক মারছে

জয়পুরে ট্যাংকার বিস্ফোরণের ঘটনায় ঝলসে গিয়েছিল পেশায় মোটর মেকানিক রাধেশ্যাম চৌধুরী (৩২)-র শরীরের বেশির ভাগটাই। চারদিকে যখন বাঁচার এবং বাঁচানোর হুড়োহুড়ি চলছে, অগ্নিদগ্ধ অবস্থাতেই সাহায্যের আশায় ৬০০ মিটার পথ হাঁটেন তিনি। অভিযোগ,

শরীরের ছবি তুললেও ট্যাংকার দুর্ঘটনা উদ্ধারে এগিয়ে আসেননি কেউই। এর বেশ কয়েক ঘণ্টা পর কয়েকজনের সহায়তায় জয়পুরের সোয়াই মান সিং হাসপাতালে ভর্তি হলেও

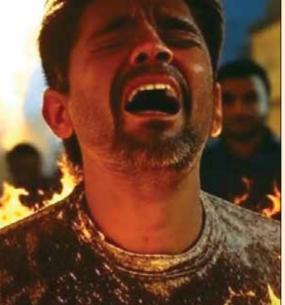
সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। চিরঘুমে যাওয়ার আগে রাধেশ্যাম ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে যান তাঁর ভাই ও অন্যদের। তিনি বলেন, প্রতিদিনের মতো শুক্রবারও জয়পুর-আজমের জাতীয় সড়ক ধরে মোটরবাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় পেট্রোল পাম্পের কাছে সিএনজি শেষরক্ষা হল না।

জয়পুর, ২২ ডিসেম্বর : রাজস্থানের ট্যাংকারে বিস্ফোরণ হয়। তার জেরে তিনি ঝলসে যান। এরপর পথচারীদের কাছে তিনি সাহায্যের আর্তি জানালেও কেউ এগিয়ে আসেননি। বরং তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন তাঁর অগ্নিদগ্ধ শরীরের ছবি তুলতে।

মৃত্যুর আগে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে রাধেশ্যাম তাঁর ভাই বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর নাম আখেরাম। তিনি বললেন, 'শুক্রবার ভোর ৫টা ৫০ মিনিটে ফোন মারফত

দুর্ঘটনার খবর পাই। জানতে পারি, দাদা আহত। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যাই। গিয়ে দেখি দাদা ঝলসানো শরীর নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন আর বলছেন 'বাঁচান'। আম্বল্যান্সের জন্য অপেক্ষা না করে তখনই কয়েকজনেরসহায়তায়হাসপাতালেনিয়েযাই দাদাকে। তাঁর দেহ ৮০ শতাংশের বেশি পুড়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা আশা দিলেও

রাজস্থানে দুই পৃথিবী...



একা হাতে ৩০ জনকে বাঁচিয়ে হিরো রাকেশ

তুমি না থাকলে

খামারবাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিলেন মধ্যবয়সি কারও আবার মুখের চারপাশ। শরীরের পোশাক করুণ আর্তি ঝরে পড়ছিল

তাঁদের গলায়। সামনেই হাসপাতাল, কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই। কারণ আট

ফুটের দেওয়াল। সেই অবস্থায় অন্তত ৩০ যদিও এখন কিছুটা স্বস্তিবোধ করছেন একাই ৩০ জনকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে।

শুক্রবার সকালে জয়পুর-আজমের হাইওয়ের ধারে ট্যাংকার-ট্রাকের ধাক্কায় ওঠার। তাঁদের কাঁধে তুলে পার করতে হয়।'

জয়পুর, ২২ ডিসেম্বর : জয়পুরের ট্যাংকার ভয়াবহ দুর্ঘটনা হয়। দুর্ঘটনাস্থলের কাছেই ছিল বিস্ফোরণের ঘটনায় আহতদের জন্য নিজের রাকেশদের খামারবাড়ি। তা লাগোয়া রয়েছে বেসরকারি কান্দোই হাসপাতাল। মাঝে আট কৃষক বনোয়ার লাল। তিনি বলছিলেন, সে এক ফুট উচ্চতার পাঁচিল। তবে দুর্ঘটনাস্থল থেকে অবর্ণনীয় দৃশ্য। কারও হাত, পা ঝলসে গিয়েছে, সেই হাসপাতালের প্রবেশদ্বার ছিল প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ানক ছাই। নগ্নই বলা চলে তাঁদের। সাহায্যের জন্য ছিল, আহতদের ওই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার

জন্য দেড় কিলোমিটার পাড়ি দেওয়া ছিল অসম্ভব। তখনই রাকেশরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

রাকেশের কথায়, 'আমি অন্তত ৩০ জনকে উদ্ধার করে নিজের জমিতে আশ্রয় জনকে দগ্ধ অবস্থায় খেতের দিকে ছুটে আসতে দেন বনোয়ার লাল ও তাঁর পুত্র রাকেশ সাইনি। দেখছিলাম। যন্ত্রণায় চিৎকার করছিলৈন তাঁরা। শুক্রবার সকালের ভয়াবহ দুশ্যের বর্ণনা দিতে পরনের জামাকাপড় প্রায় পুড়ে গিয়েছিল। গিয়ে গলা ভেঙে যাচ্ছিল বছর কুড়ির রাকেশের। হাসপাতালে যাওয়ার সহজ পথ কী হতে পারে ভেবে একটা মই নিয়ে আসি। সেটা দিয়ে খেতের পাশের হাসপাতালে যাওয়ার ব্যবস্থা করি। কিন্তু অনেকের ক্ষমতাই ছিল না মই বেয়ে ওপরে

একটানা অনেকক্ষণ প্রস্রাব আটকে রাখলে সেখান থেকে মূত্রনালির সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। যদি দীর্ঘ সময় ধরে মূত্রাশয়ে ইউরিন জমতে থাকে তাহলে তা ফেটে যেতে পারে। মূত্রাশয় ফেটে গেলে সেখান থেকে পুরো শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।



৪ উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪



শীতকাল যতই আরামদায়ক হোক না কেন, এই মরশুমে ডায়াবিটিকরা বেশ ভয়ে ভয়ে থাকেন। এই মরশুমে ইনফেকশন, ফ্লু প্রভৃতি সাধারণ ঘটনা। আর এইসব সাধারণ রোগ থেকেই রক্তে শর্করার মাত্রায় পরিবর্তন হতে পারে। তাই নিয়মিত সুগার চেক করানো থেকে ব্যালেন্সেড ডায়েট মেনে চলা এবং শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা একান্ত জরুরি। লিখেছেন এভোক্রিনোলজিস্ট ডাঃ অরুন্ধতী দাশগুপ্ত



শীতকালে শর্করার মাত্রায় প্রভাব পড়ার কারণ

ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি – ঠান্ডা তাপমাত্রার কারণে শরীরে স্ট্রেস হরমোন নিঃসরণ হয়, যা ইনসুলিন প্রতিরোধ বাড়ায়। সেইসঙ্গে যাঁদের টাইপ-২ ডায়াবিটিস রয়েছে তাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়। অর্থাৎ শীতকালে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়তে পারে।

শরীরচর্চার অভাব – অনেকেই শীতের সকালে হাঁটা এড়িয়ে চলেন। ফলে শারীরিক সক্রিয়তা কমে যায়। এই যে শরীরচর্চার অভাব এটা রক্তে শর্করার মাত্রায় প্রভাব ফেলে, এমনকি ওজনও বাড়তে পারে। খাবারে পরিবর্তন -

শীতে অনেকে উচ্চ মাত্রার ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবার বেশি খান। এই জাতীয় খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়াতে পারে। সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকি –

এই মরশুমে ঠান্ডা লাগা, ফ্ল এবং শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণ স্বাভাবিক ঘটনা। এরফলে ডায়াবিটিস মোকাবিলা করা বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। কারণ, এই ধরনের সংক্রমণে শরীরে আরও চাপ পড়ে। ইনসুলিন সেনসিভিটি কমে যায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ে।

দৈনন্দিন রুটিনে পরিবর্তন – যেহেতু শীতের সকাল অনেকেরই দেরিতে শুরু হয় তাই রোজকার সময়সূচিও পিছোতে থাকে। আর যদি ছুটি থাকে তাহলে তো কথাই নেই! বিশেষ করে খাওয়াদাওয়া করতে বেশ দেরি হয়ে যায়, যা রক্তে শর্করার মাত্রায় প্রভাব

ডায়াবিটিকরা শীতে যা করবেন

রক্তচাপ মাপান – ঠান্ডা আবহাওয়ায় রক্তচাপ বাড়তে পারে। আর এটা যদি খুব বেশি হয় তাহলে তা শরীরের ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করে। এর ফলে আপনার হাত-পায়ে রক্তসঞ্চালন কমে যেতে পারে। যদি আপনার ভায়াবিটিস সংক্রান্ত জটিলতা যেমন হৃদরোগ বা স্নায়ু ব্যথা (নিউরোপ্যাথি) থাকে তাহলে এই মরশুম আপনাকে

পায়ের দিকে লক্ষ রাখুন – কারও ডায়াবিটিস রয়েছে মানেই তাঁর পায়ে গুরুতর সমস্যা হওয়ার ঝুঁকিও বেশি। প্রতিদিন জুতো-মোজা খুলতে ভুলবেন না। নিয়মিত পায়ের দিকে লক্ষ রাখুন এবং কোনও প্রকার সমস্যা দেখলে এড়িয়ে যাবেন না। নিউরোপ্যাথি যেমন আপনাকে তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রতি অসংবেদনশীল করে তোলে, তেমনই গ্যাংগ্রিন জাতীয় সমস্যার প্রতি অতিসংবেদনশীল করে তোলে। মনে রাখবেন পায়ের পাতা ও আঙুলে কাটাছেঁড়া ও আঘাত সারতে সময় লাগে। তাই নিয়মিত পাূায়ের দিকে লক্ষ রাখুন। আর জুতোটিও যাতে পায়ে। ঠিকঠাক ফিট হয় সেদিকৈও লক্ষ রাখুন।

আপনার যদি নিউরোপ্যাথি থাকে তাহলে একটু বেশি সজাগ থাকুন, বিশেষ করে যদি গরম জলের বোতল, বৈদ্যুতিক কম্বল বা হিটার ব্যবহার করেন। কারণ রোগীর যদি পায়ে কোনও অনুভবই না থাকে তাহলে তিনি গরম

জলের বোতল বা হিটার থেকে গরম ফলে ছ্যাঁকা খেতে কর্তে তাতে যেন শুধু গরম জল থাকে, কোনও ফোটানো জল

> নয় এবং বোতলটি অবশ্যই যেন একটা কাপড দিয়ে জডানো থাকে। শোওয়ার আগে বিছানা থেকে গরম জলের বোতলটি সরিয়ে ফেলুন। একইভাবে বৈদ্যুতিক কম্বলের সুইচটিও শোওয়ার আগে বন্ধ করে দিন।

নজর রাখুন ত্বকৈ – ঠান্ডা আবহাওয়ার সঙ্গেই আসে শুকনো বাতাস। এছাড়া ঘরে বা গাড়ির হিটার থেকেও ত্বক শুকনো হতে পারে। সেইসঙ্গে চুলকানি হলে ত্বক ফেটে যেতে পারে, যা থেকে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। তাই ত্বক ও পা – উভয় দিকে লক্ষ রাখুন। কোনওরকম সমস্যা দেখলে সত্ত্বর চিকিৎসা করাবেন।

শর্করার মাত্রা চেক করান – এই মরশুমে শর্করার মাত্রার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখুন। তবে সুগার মাপতে গিয়ে ঠান্ডার জন্য আঙুল থেকে রক্ত বের করতে সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে সুগার মাপার আগে আঙুল উষ্ণ রাখতে গরম চায়ের কাপে হাত রাখুন বা গ্লাভস পরুন।

শরীরচর্চা - শীতের সকালে বা সন্ধ্যায় বাইরে হাঁটতে যেতে না চাইলেও শরীরচর্চা বাদ দেওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে ঘরেই যোগ থেকে স্ট্রেচিং, নাচ করতে পারেন। ট্রেডমিল থাকলে সেখানেও ঘাম ঝরিয়ে নিন কিংবা অ্যারোবিক ওয়ার্কআউট করুন। মোদ্দা কথা, বেশিরভাগ দিন অন্তত

মরশুমি অসুস্থতা থেকে সুরক্ষিত থাকুন – শীতকালজুড়ে ইনফেকশন যেমন ফ্লু বা ঠান্ডা লাগা এবং অসুস্থতার কারণেও রক্তে যথাযথ শর্করার মাত্রা বজায় রাখা খানিক কঠিন হতে পারে। তবে সংক্রমণ প্রতিরোধে যা করতে পারেন -

ভ্যাকসিন নিন – যাঁদের ডায়াবিটিস রয়েছে তাঁদের নিজেদের নানা অসুখবিসুখ থেকে সুরক্ষিত রাখতে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত।ফ্লু ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ কার্যকর হতে ক্মপক্ষে দু'সপ্তাহ প্রয়োজন। তাই অক্টোবরের শেষে এই ভ্যাকসিন নিলে ভালো হয়। পরে নিলে সেটা জানুয়ারি এবং তার পরবর্তীতে কাজে লাগবে।

স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখুন -বারেবারে হাত ধোবেন। যত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন তত নানা রোগ থেকে দূরে থাকবেন।

বিশ্রাম নিন এবং **হাইড্রেটেড থাকুন** – যদি শরীর খারাপ লাগে তাহলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। হাইড্রেটেড থাকবেন এবং সুগার চেক করাতে ভুলবেন

উষ্ণ থাকুন, কিন্তু খুব উষ্ণ নয় – আপনার হাত, পা ও মাথা উষ্ণ রাখুন। তবে অতিরিক্ত হিট এড়িয়ে চলুন, নয়তো অস্বস্তি বা ডিহাইড্রেশন হতে পারে।

কী খাবেন এবং খাবেন না

- রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখতে ব্যালেন্সড ও স্বাস্থ্যকর ডায়েট ফলো করুন।
- শীতকালে প্রক্রিয়াজাত খাবার, চিনিযুক্ত পানীয় এবং উচ্চ ফ্যাটসমৃদ্ধ দুধের তৈরি খাবার এড়িয়ে চলুন।
- সবুজ শাকসবজি, ওটস, ব্রাউন রাইস খেতে
- খাদ্যতালিকায় রাখুন চর্বিহীন প্রোটিন যেমন, মুরগির মাংস, টার্কি, মাছ, ডাল, বিনস প্রভৃতি।
- 🔳 রান্নায় অলিভ অয়েল ব্যবহার করুন।
- ডাল ও সবজি সহযোগে তৈরি স্বাস্থ্যকর সুপ শীতের
- ফলের মধ্যে কমলালেবু খেতে পারেন, তবে পরিমিত মাত্রায়। তাই বলে কমলার রস খাবেন না।

ইনসুলিন যেভাবে রাখবেন

ইনসুলিন পেন বা পাস্প ঘরের তাপমাত্রায় রাখা উচিত। ৩০ মিনিট আপনাকে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকতেই হবে। একে এমন পরিবেশে সংরক্ষণ করা যাবে না যেখানে এটি জমে যেতে পারে। খুব ঠান্ডা আবহাওয়া ইনসুলিন পাম্প ও মিটারের ক্ষতি করতে পারে। তাই এগুলো ভেতরে রাখাই ভালো।

वशःभिक्षे ७ অवभाग



🗪 এখন ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে অবসাদ অনেক বেডেছে। এরা হঠাৎ করে খব নেতিবাচক হয়ে পড়ে। নিজের বিফলতার কথা চিন্তা করে নিজেদের উদ্যম, আগ্রহ, উপভোগ সবই হারিয়ে ফেলে। এমনকি এদের খিদে কমে যায়, কখনও বা বেড়েও যায়। এরূপ আচরণ দৈনন্দিন জীবনের ওপর প্রভাব ফেলে। প্রতি চারজন কিশোর-কিশোরীর মধ্যে একজনের এই সমস্যা হতে পারে, যাদের বয়সসীমা ১৬-২৪ বছর।

লিখেছেন বালরঘাট জেলা হাসপাতালের মনোবিদ দেবিশ্রী মখোপাখ্যায়।

শিক্ষার্থীদের বিষপ্পতার লক্ষণ

- নিজেদের আলাদা করে রাখা
- কারও সঙ্গে কথা না বলা বন্ধদের এড়িয়ে চলা
- দরজা বন্ধ করে থাকা
- খাওয়া ও ঘুমের পরিবর্তন ■ নেতিবাচক চিন্তাধারা
- স্কুল থেকে ফিরে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা
- 🔳 অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদামে ঘাটতি
- মাদকাসক্ত হওয়া বা শপলিফটিংয়ের মতো কিছু কাজ করা

কারণ

- ১) পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করতে না পারা ২) স্কলে সহপাঠীদের সঙ্গে মানসিক সমস্যা
- ৩) মা-বাবারা অন্য বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করলে হতাশায় ভোগা ৪) যৌন অভিযোজন ৫) মা-বাবার সঙ্গে বা পরিবারে
- ঝামেলা

মা-বাবার দায়িত্ব

বাচ্চাদের সঙ্গে এমনভাবে মিশুন যাতে তারা আপনাদের বন্ধু মনে করে। তলনা করা, নেতিবাচক মন্তব্য থেকে বিরত থাকন। আপনার বাচ্চা কী ভালোবাসে সেটা আগে জেনে নিন। তাকে সেদিকেই ফোকাস রাখতে সাহায্য করুন। মনে রাখবেন, কিশোর আত্মহত্যা ভারতের একটি গুরুতর সমস্যা।

সাইকোথেরাপি

সিবিটি (কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি) - এই





থেরাপির সাহায্যে অসংলগ্ন চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে আসা এবং জীবনের মান বাড়ানো হয়।

আইপিটি (ইন্টারপার্সোনাল থেরাপি) – প্রধানত আবেগজনিত সমস্যা, যা কর্মক্ষেত্র বা পারিবারিক ক্ষেত্র থেকে আসতে পারে, তার সমাধানে এই থেরাপি সাহায্য করতে পারে।

বিহেভিয়রাল অ্যাক্টিভেশন এর মাধ্যমে আচরণগত অসামঞ্জস্যতা ও মননশীলতার সমাধান করা হয়।

এছাড়া সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং, বিহেভিয়রাল কাপলস থেরাপি প্রভৃতিও সুস্থ জীবনযাপনে সাহায্য করতে পারে।

চারটি 'সাদা' খাবার এড়িয়ে চল্লন

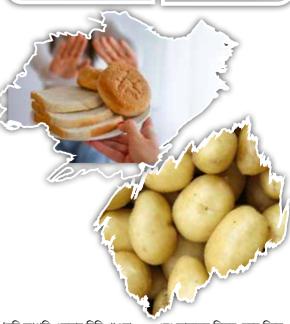
সুস্থ থাকতে কে না চায়! আমরা অনেকেই সুস্থ থাকার উপায় জানি না বা জানলেও সেগুলো মেনে চলি না। ফলে অসুখবিসুখ সহজেই আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে। অথচ সুস্থভাবে একট বেশিদিন বাঁচতে চাইলে খুব বেশি কিছু করার দরকার নেই। স্বাস্থ্যকর খাবার খেলে, নিয়মিত শরীরচর্চা করলে এবং হাসিখশি থাকলে রোগবালাই আপনার থেকে দূরে থাকবে, এমনটাই জানিয়েছেন কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ নরেশ ত্রেহান।

ডাঃ ত্রেহানের কথায়, আপনি পরিমিত মাত্রায় মদ্যপান করতেই পারেন। তবে হৃদযন্ত্র সস্থ রাখতে হাসিখুশি ও স্ট্রেসমুক্ত থাকাও জরুরি। এছাড়া তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করার ওপর জোর দিয়েছেন। সপ্তাহে অন্তত ৪-৫টি সেশনের সুপারিশ করেছেন। সেইসঙ্গে প্রতিদিন নিজের ওজন মাপার পরামর্শ দিয়েছেন।

ডাঃ ত্রেহান আমাদের খাদ্যতালিকা থেকে 'চারটি সাদা' খাবার বাদ দিতে বলেছেন। এরমধ্যে রয়েছে - চিনি, সাদা ভাত, ময়দা এবং আলু। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই সব খাবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দরকার নেই। তবে পরিমিত মাত্রায় খাওয়া উচিত। যেমন, প্রতিদিন চিনি মাত্র এক চামচ খাওয়া উচিত। এর বেশি খেলে ওজন যেমন বাডতে পারে, তেমনই হার্টেও প্রভাব ফেলতে পারে। একইভাবে আলুও যদি অতিরিক্ত খান বা ভূলভাবে খান তাহলেও ওজন বাড়তে পারে। কারণ, আলতে উচ্চ মাত্রায় গ্লাইসেমিক ইনডেক্স রয়েছে, যা শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়াতে পারে। ফলে হৃদরোগ ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। ডাঃ ত্রেহান আরও বলেছেন,

আর্টিফিশিয়াল সুইটনার কখনোই স্বাস্থ্যকর বিকল্প হতে পারে না। ওই বিকল্পের ওপর ভরসা করার থেকে চিনিকেই সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে বলেছেন তিনি। তাঁর কথায়,





'যদি আপনি একবার চিনি খাওয়া ছেড়ে দেন তাহলে চা, কফি এবং অন্য সবকিছর স্বাদ একই হয়। তিনি সবাইকৈ চিনির বিকল্প কিছু কিনতেই বারণ করেছেন

এবং স্বাস্থ্যকর বিকল্প বেছে নিতে বলেছেন। সেইসঙ্গে হার্ট ভালো রাখতে পরিমিত স্বম খাবার খাওয়া এবং নিয়মিত শরীরচর্চার ওপর জোর দিয়েছেন।

ছোট তারা 🌟 তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের ছাত্র স্বর্ণায়ু চট্টোপাধ্যায় গান ও আবৃত্তিতে পারদর্শী। চতুর্থ শ্রেণির এই খুদের



9 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ s

সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের সাংবাদিকদের সংগঠনগুলোকে নিয়ে গঠিত মঞ্চ কনফেডারেশন অফ নর্থবেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম জার্নালিস্টের সম্মেলন হল রবিবার কাওয়াখালির উত্তরীয়া ভবনে। সম্মেলনে সিকিম ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সেখানে সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী দুই বছরের জন্য নতুন কার্যনিবাহী কমিটি গঠন হয়। সভাপতি পদে পুনরায় মনোনীত হন অলীপ মিত্র এবং সাধারণ সম্পাদক পদে অংশুমান চক্রবর্তী। কার্যকরী সভাপতি পদে মহম্মদ ইরফান-ই-আজম এবং কোয়াধক্ষে পদে শুভদীপ রায় নন্দীকে বেছে নেওয়া হয়।

ছাত্রদের খেলা

ইসলামপুর, ২২ ডিসেম্বর: স্টেট ফার্ম কলোনি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সমীররঞ্জন দত্তের সম্মানে প্রতি বছর স্কুলের প্রাক্তন এবং বর্তমান পড়য়াদের মধ্যে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। রবিবার স্টেট ফার্ম কলোনি হাইস্কুল ময়দানে এবছরের আসর বসে। অন্যতম উদ্যোক্তা বিট্টু দাস জানালেন, মোট ১০টি টিম অংশগ্রহণ করেছিল। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এসএফসি নিউ জুনিয়ার স্টার এবং রানার্স-আপ ইউনাইটেড সাইন। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার দেওয়া হয় অভি দাসকে।

প্রয়াত

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর প্রয়াত হলেন এফএফ রোড মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্মলকুমার সারাফ (৭০)। শনিবার সকাল ছয়টা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অসিতবরণ মৈত্র সহ অনেকে।

খদেদের ছাব

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর: দ'দিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল রামকিঙ্কর হলে। সেখানে খুদেদের শিল্পকর্ম ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। শনি ও রবিবার নর্থবেঙ্গল আর্ট অ্যাকাডেমির তরফে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রায় ৩৫০ খুদের আঁকা ছবি প্রদর্শন হয়েছিল। অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সোমেশ ঘোষ জানান, বস্তি এলাকার অনেক খুদের আঁকা ছবি প্রদর্শিত হয়েছে।

রক্তদান

ইসলামপুর, ২২ ডিসেম্বর রবিবার যুব সংঘ নামক একটি সংগঠনের উদ্যোগে ইসলামপুরের চৌরঙ্গি মোড় সংলগ্ন প্রসভার মিনি মার্কেটে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। যুব সংঘের সদস্য বিকি কামতি জানান, শিবিরে ২৪ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে। জমা করা হয় ইসলামপুর ব্লাড ব্যাংকে।



উত্তরবঙ্গ পৌষমেলার মঞ্চে শিশুদের নৃত্যানুষ্ঠান। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

াবপজ্জনক বাজারে মাছ কেনে বাঙালি

দ্বিতীয় মাছ বাজারের নির্মাণ আজ পর্যন্ত শেষ করতে পারেনি <mark>ইসলামপুর</mark> পুরসভা। জমিজটে আটকে ব্যবসায়ীদের ভাগ্য। ত্রিপল টাঙিয়ে বসে দোকান, প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটেন ক্রেতা। লিখলেন অরুণ ঝা

'গলার পরিণত হয়েছে। এদিকে, বেশ কয়েকবছর আগে দ্বিতীয় মাছ বাজারের নিমাণি শুরু হলেও তা শেষ করে চালু করতে পারেনি পুর কর্তৃপক্ষ। ইতাশ ইসলামপর ফিশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আব্দুর রহমানের ব্যাখ্যায়, 'নাগরিক স্বার্থে মাছ বাজার ইস্যুতে পুরসভার ব্যর্থতা অস্বীকার করা যাবে না। তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পুরসভাও দ্বিতীয় মাছ বাজার চালুর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জমিজটে সেই কাজ থমকে। পুরোনো বাজারে যে কোনও সময় পরিকাঠামো ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ক্রেতাদের দুভেগি অস্বীকার করার উপায় নেই। ব্যবসায়ীরা ঝুঁকি নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

শহরের প্রতিটা হেঁশেলের এই ইস্যু। সাধারণ মান্য চর্ম ভোগান্তির অভিযোগ তুলছেন। পেশায় বাধেশ্যাম ভাওয়াল মাছ বাজারে ঢোকার মখে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন কিছুক্ষণ। কৌতূহল প্রকাশ করতেই বললেন, 'ঢুকব কি না ভাবছি। আমাদেব যুদ্ধণা কবে ঘুচবে বা আদৌ ঘুচবে কি না, জানি না। পুরসভা এলাকায় পরিবেশের মাছ বাজার তোলা কি খুব কঠিন কানাইয়ালাল আগরওয়ালের পাশে নতন মাছ বাজারের

ইসলামপুর, ২২ ডিসেম্বর : পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। পদক্ষেপ করা হবে।'

সেনের বক্তব্য, 'মাছ ছাড়া কি জরাজীর্ণ মাছ বাজার যেন জমি সংক্রান্ত কিছু জটিলতা আর বাঙালির চলে বুলুন। অগত্যা কাঁটায়' রয়েছে। সেটা মেটাতে দ্রুত ওই বিপজ্জনক পরিকাঠামোযুক্ত বাজারে যেতে হচ্ছে। এমনকি ভেতরে সুষ্ঠ নিকাশি ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। বাজারে যাওয়া মানেই নোংরা জল মাখানো প্যান্ট বাড়ি ফিরে কাচাকাচি। মহকুমার সদর শহরে



ইসলামপুরের বেহাল মাছ বাজার।

ভেতর পরোনো মাছ বাজার বলে পরিচিত অংশে মাছ ও মাংসের দোকান বসে। সেখানে চারদিকে ছডিয়ে আবর্জনা। টিনের ছাউনির আশি শতাংশ নেই। ব্যবসায়ীরা রোদ-জল থেকে বাঁচতে ত্রিপল টাঙাচ্ছেন। লোহার কাঠামো যে গোছের অবস্থান নিয়ে আমজনতার কোনও সময় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা কাজ?' এপ্রসঙ্গে পুর চেয়ারম্যান রয়েছে। দু'পাশের পিলার থেকে খসে পড়ছে কংক্রিটের টুকরো। পরিষেবা চাইছেন তাঁরা। হাল প্রতিক্রিয়া, 'স্থায়ী সবজি বাজারের অধিকাংশ পিলারে ফাটল ধরেছে। ফেরার অপেক্ষায় তিন দশকের

এমন ছবি দেখতে অবাক লাগে।' পেশায় প্রাথমিক স্কলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় ঠাকুরের বক্তব্য, 'আলোর ব্যবস্থা নেই। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মাছ কিনতে হয়।'

একাধিক সমস্যার মাঝেও পুর বোর্ডের 'সব ঠিক আছে' একটা বড় অংশ বেজায় ক্ষুব্ধ। পেশায় হাইস্কুল শিক্ষক সঞ্জয় পুরোনো শহর।

নেশার আসর নিয়ে 'টক টু মেয়র'-এ অভিযোগ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি কলেজের পেছনের রাস্তায় নেশার আসর নিয়ে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। দিন হোক বা রাত-সবসময় নেশাগ্রস্তরা ভিড় জমাচ্ছে সেখানে। দিনকয়েক হল তাদের বাড়বাড়ন্ডে অতিষ্ঠ স্থানীয়রা। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে কলেজের পেছনে বসবাসকারী এক মহিলা টক টু মেয়রে ফোন করে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অভিযোগ জানালেন এবার। যেখানে আসর বসছে, তারপরের রাস্তায় খোদ মেয়রের বাড়ি। ওই মহিলার দাবি 'অফিস থেকে রাতে যখন বাডি ফিরি. তখন বাস্তাব ওপব অনেককে নেশা করতে দেখেছি। ওইসময় যাতায়াতে সমস্যা হয়। কিছুদিন পুলিশি টহলদারি চলল। সেটা এখন বন্ধ।'

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনার পর স্কুল-কলেজের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পুলিশের বাডানোর সিদ্ধান্ত হয়। নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে চালু হয় পিঙ্ক পেট্রল ভ্যান। তারপরও শহরের কেন্দ্রে থাকা কলেজের পেছনের রাস্তায় দিনেদুপুরে নেশাগ্রস্তদের দাপট निरा थेटभत मूट्य श्रुलिश-थ्याप्रन।

পূলিশকে বিষয়টি দেখতে বলব। পর ওই রাস্তায় পথবাতি বসানো হয়েছে। এছাডা টহলদারি চলছে।'

দিনের বিভিন্ন সময় রাস্তাটি

দিয়ে গেলে মদ, গাঁজা সেবন করতে

তাঁদের। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সূতপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'যারা স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এভাবে পলিশ-পাবলিক রিলেশন মিটিংয়ের নেশা করছে, তারা এখানকার নয়। সাধারণত গাড়ি কম চলাচল করে, সেই সুযোগ নিয়ে ওরা ভিড় জমায়। একই কথা তপতী দে'র।

কলেজপাড়া

তো এলাকারও বদনাম হয়। নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ২৪ ঘণ্টা নজরদারি প্রয়োজন। সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো জরুরি বলে মত তাঁদের।

এব্যাপারে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের

প্রশ্নে নিরাপত্তা

- কলেজের পেছনের রাস্তায় দিনের বিভিন্ন সময় নেশার আসর
- 🔳 টক টু মেয়রে অভিযোগ এক মহিলার
- এলাকায় প্রচুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাইরের

পড়য়ারা আশপাশে থাকেন

- 🛮 পরিবেশ সুস্থ রাখতে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি,
- সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর আর্জি

 সমস্যা মেটানোর আশ্বাস মেয়র ও স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলারের

যায় অনেককে। কোথাও কোথাও আবার দলবেঁধে আসর জমায় অভিযুক্তরা। কীভাবে এত সাহস পাচ্ছে, প্রশ্ন তোলেন স্থানীয়রা। কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে না কেন, সেই ইস্যুতে ক্ষোভ নেন। নেশার আসরের প্রভাব তাঁদের

'এড়কেশনাল হাব' হয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে বহু ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করতে আসেন। কেউ কেউ আবার কলেজ পডয়া. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশিক্ষণ

প্রতীকী ছবি

কাউন্সিলার মিলি সিনহার প্রতিক্রিয়া, 'এর আগে হাতেনাতে কয়েকজনকে ধরেছিলাম। ওয়ার্ড কমিটি নিজস্ব উদ্যোগে ধীরে ধীরে কলেজের পেছনের রাস্তায় সিসিটিভি ক্যামেরা



পার্কে খাঁচ

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : সূর্য

শহরের বুকে থাকা সূর্য সেন পার্কে শিশুদের বিনোদনের জন্যে বিভিন্ন জিনিস রয়েছে। এবার পাখি দেখার সুযোগ মিলবে পার্কে। পুরনিগমের উদ্যান ও কানন বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্ত দে বসু রায় জানিয়েছেন, কাজ অনেকটাই শেষ। তাঁর আশা, নতুন বছরে পার্কে ঘুরতে এসে দেশি-বিদেশি পাখি দেখতে পারবে শিশুরা।

সেন পার্কে গড়ে তোলা হচ্ছে খাঁচা। সেখানে থাকবে দেশ-বিদেশের পাখি। আর এই নয়া চমক দিতেই এখন পুরনিগমের উদ্যান ও কানন বিভাগে ব্যস্ততা তুঙ্গে। জোরকদমে চলছে কাজ। নতুন বছরে পার্কে ঘুরতে এলেই পাখিদের দেখা মিলবে। এর পাশাপাশি বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষ্যে পার্কটি আলো দিয়ে সাজানো হবে বলে পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে।

ইসলামপুর, ২২ ডিসেম্বর : ব্যবসায়ীদের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইসলামপুর শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সডকের দু'পাশে থাকা ফুটপাথ দখল নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। সেইসঙ্গে কথা বললেন অবৈধ নিমাণের বিষয়েও। ব্যবসায়ীদের তিনি বলেন, 'ফুটপাথে কোনও সাইনবোর্ড বা মোটরসাইকেল রাখা চলবে না। ফুটপাথ শুধুমাত্র পথচারীদের জন্যই। সেখানে যদি মোটরসাইকেল দাঁড় করানো থাকে, তাহলে পথচারীরা কোনদিক দিয়ে যাতায়াত করবেন?' রবিবার শহরের ডর্মিটরি হলে ইসলামপুর পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতির

৪০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়। পাশাপাশি এদিন ছিল ১৮তম দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভাও। সভায় সংগঠনের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি কয়েক শতাধিক ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। সেখানে পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, 'শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের কাজ প্রায় শেষের দিকে। ফুটপাথ তৈরির কাজও ৯০ শতাংশ শেষ হয়ে গিয়েছে। কয়েকটি জায়গায় ফুটপাথ তৈরি করতে সমস্যার সৃষ্টি হলে সকলে মিলে সেই সমস্যা সমাধান ফুটপাথ দখল হয়ে থাকলে বাধ্য হয়ে পথচারীদের মূল রাস্তা দিয়ে

চলাচল করতে হবে। এতে পথচারীদের দুর্ঘটনা কবলে পড়ার আশঙ্কা থাকবে। তাই ফুটপাথ পরিষ্কার রাখার নিদান দেন পুরসভার চেয়ারম্যান। অবৈধ নির্মাণ নিয়ে তিনি বলেন, 'রাস্তার পাশে তিনতলা-চারতলা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। সেসব করা যাবে না। কোনও প্ল্যান বা সয়েল টেস্টিং ছাড়া কল্পনার উপর বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে।

শহরের যানজট কমাতে কয়েক দশক ধরে ইসলামপর শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের দাবি জানিয়েছেন আসছিলেন শহরবাসী। সেইমতো ফুটপাথ নিমাণ সহ রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ প্রায় শেষের দিকে। তবে ফটপাথ তৈরি হওয়ার পর থেকে দেখা যাচ্ছে, রাস্তার পাশে থাকা ব্যবসায়ীরা নিজেদের মোটর সাইকেল, দোকানের জিনিসপত্র এবং সাইনবোর্ড রেখে ফটপাথের একাংশ দখল করে রাখছেন। এতে পথচারীদের দর্ভোগ বাডছে। পুরসভার চোখের সামনেই অবৈধ কাজ চলছে, তাহলে কেন পুরসভার তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না? সেই প্রশ্নও উঠছে। ইসলামপুর পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সভাষ চক্রবর্তী বলেন, 'ফটপাথের ওপর কোনও জিনিসপত্র না রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের কড়া নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। তবে পার্কিং জোন তৈরির বিষয়ে পুরসভার সঙ্গে আলোচনা করা হবে।' অবৈধ নিমাণের বিষয়েও সংগঠন কাউকে সমর্থন করে না বলে জানালেন তিনি।

গৰ্তে ফাঁসছে গাড়ির চাকা

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর: গোটা রাস্তায় কোথাও খানাখন্দে, কোথাও উঠেছে পিচের প্রলেপ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। রাস্তাগুলি দিয়ে চলাফেরা করাই দায় হয়ে উঠেছে ওয়ার্ডবাসীর। তাঁদের অভিযোগ, একাধিকবার সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতো এলাকার বেশ কয়েকটি রাস্তার বেহাল দশার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, 'দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

ওয়ার্ডের শ্যাম মন্দির রোড, গোল্ডেন রোড, লোয়ার ভানুনগর রোডের অবস্থা শোচনীয়। একদিকে চম্পাসরি, অপ্রদিকে সেবক রোডের সঙ্গে সংযোগকারী এই রাস্তাগুলি সংস্কারের ব্যাপারে একাধিকবার আর্জি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু কারও কোনও ভ্রাক্ষেপ নেই। প্রতিদিন সমস্যায় পডতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের।

কখনও টোটো উলটে যাচছে। কখনও আবার গর্তে গাড়ির চাকা ফেঁসে গিয়ে ঘটছে দুর্ঘটনা। দ্রুত এই সমস্যার দিকে প্রশাসন নজর দিক, চাইছেন এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা সুবোধ দাস। তাঁর কথায়, 'ভাঙা রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাই দায় হয়ে উঠেছে। গত সপ্তাহে ছেলে বাইক নিয়ে পড়ে যায়। চোট পেয়েছিল। এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে।' আরেক বাসিন্দা রিনা সাহা বলছিলেন, 'কিছুদিন আগে শ্যাম মন্দির রোডে টোটো উলটে যায়। দুর্ঘটনায় চোট পেয়েছিলেন দুজন। এইসব কারণে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে ভয় হয়।'

ভস রোডের নিমাণ

বর্ধমান রোডের পর এবার স্টেশন ফিডার বা এসএফ রোডে সার্ভিস রোডের নির্মাণ শুরু হল। জলপাই মোড় থেকে থানা মোড় পর্যন্ত ১.৩ কিলোমিটার রাস্তার দু'পাশে পেভার্স ব্লক বসিয়ে তৈরি হবে রোডটি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন আগেই।

রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব কাজের সূচনা করেন। ৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পূর্ত দপ্তরের নর্থবেঙ্গল কনস্ট্রাকশন ডিভিশন সার্ভিস রোড তৈরি করছে। আগামী বছরের অগাস্টের মধ্যে কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এপ্রসঙ্গে গৌতম বললেন, 'দু'পাশে থেকে আগে যে গাছগুলোকে তুলে

রোড। রাস্তাটি তৈরি হলে এসএফ রোডের আরও উন্নতি হবে।সহজ হবে যান চলাচল।' রাস্তা চওড়া করতে এসএফ রোডের দু'পাশ থেকে অনেক গাছ তুলে নিয়ে অন্যত্র পুনঃস্থাপন করা হয়। বেশ কয়েকটি বড গাছ কেটেও ফেলা হয়েছিল। যা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়। বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ গাছ কাটার বিরুদ্ধে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখান। তখন গাছ

২০টি গাছ সরাতে হবে। গৌতমের কথায়, 'এসএফ রোড

দু'পাশে ৩.৭৫ মিটার করে চওড়া হবে সার্ভিস রোড। রাস্তাটি তৈরি হলে এসএফ রোডের আরও উন্নতি হবে। অনেক সহজ কাটা বন্ধ হয়ে যায়। পর্ত দপ্তর সত্রে হবে যান চলাচল। খবর, রাস্তা চওড়া করতে আরও প্রায়

গৌতম দেব, মেয়র

পুনঃস্থাপন করা হয়েছিল, তার প্রায় ৯৫ শতাংশ গাছ বেঁচে গিয়েছে। এবার যেগুলোকে তোলা হবে. সেগুলোকে পনঃস্থাপনের জায়গা বেছে নেওয়া र्राहि। शाहश्राला यार्व वाँक, সেজন্য নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়।'

সার্ভিস রোড তৈরির স্বার্থে একাধিক গুমটি সরানো হবে। তবে যে নতুন স্টলগুলো পুরনিগমের তরফে বসানো হয়েছে, সেগুলো সরাতে হবে না বলেই জানা গেল। বর্ধমান রোডে সার্ভিস রোডের পাশে যেভাবে কংক্রিটের গার্ডওয়াল রয়েছে, তেমন এক্ষেত্রে থাকবে না। একাধিক পার্কিং স্পেস তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

শোচনীয় দশা কমিউনিটি হলের জলাশয়ের

ইসলামপুর, ২২ ডিসেম্বর : ইসলামপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত ক্ষুদিরামপল্লি কমিউনিটি হলের জলাশয়টিতে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। জলাশয়ে জমে থাকা নোংরা জল এবং চারপাশে ছড়ানো আবর্জনার কারণে স্থানীয় বাসিন্দারা বিপাকে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পুরসভার অবহেলার জেরে মশা ও পতঙ্গবাহিত রোগের আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে।

কমিউনিটি হলের পাশে বসবাসকারী প্রবাল দে সরকারের কথায়, 'প্রায় ১৫ বছর আগে হলটি তৈরি হয়। তারপর থেকে কোনওদিন জলাশয়ের জল পরিষ্কার করতে দেখিনি। জীবাণুবাহী মশা জন্মানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা। জলাশয়ের চারপাশ আবর্জনায় ভরে থাকে। সমস্যা সমাধানে পুরসভার দ্রুত পদক্ষেপ প্রয়োজন।'

হলটির মূল দরজা না থাকায় সেখানে বাড়ছে অযাচিত যাতায়াত। জলাশয়ের পাশে আবর্জনা ফেলে পরিবেশ আরও দৃষিত করছে তারা। সেখানে মদের বোতল পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয়দের দাবি, মূল দরজাটি মেরামত করে অবৈধ প্রবৈশ অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন। জলাশয় থেকে নিয়মিত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পাচ্ছে। শেষ কবে জলাশয়টি পরিষ্কার করা হয়েছিল, তা কেউ মনে করতে পারছেন না। সমস্যাটি দীর্ঘদিনের, পুরসভার তরফে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

ইসলামপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পূর্ণিমা সাহা দে বিষয়টি স্বীকার আশ্বাস দেন, 'দ্রুত ওই

জলাশয় এবং আবর্জনা সাফাইয়ের পাশাপাশি ভবনের মূল দরজা লাগানোর ব্যবস্থা করা হবে।

স্থানীয় জয়ন্ত দে'র কথায়, 'এই ভবনে অনেক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। কিন্তু জলাশয়টি আর পরিষ্কার করা হয় না। ভবনের মূল দরজা বলে কিছু নেই। এই কারণে স্থানীয়দের একাংশ এবং অন্য এলাকার লোকজন সেখানে ঢুকে আড্ডা দেয়। কিছুদিন



অপরিচ্ছন্ন জলাশয়ের চারপাশে আবর্জনা।

আগে ভবনের বাইরে আলো লাগানো হয়। আগে চারপাশ অন্ধকারে ডুবে থাকত। নেশার আসর আর আড্ডা জমাতে বেশি সুবিধা হত। এসব পাকাপাকিভাবে বন্ধ করতে ভবনের মূল দরজা লাগানো অত্যন্ত জরুরি। তাতে এলাকার পরিবেশ অনেকটা শুধরে যাবে।'

এসবের পাশাপাশি ভবনে একজন প্রহরী নিযুক্তের দাবি দীর্ঘদিনের।

বড়দিনের আগে সাজগোজ শপিং মলের

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : বড়দিন যে দোরগোড়ায়, সেটা শহরের মেজাজে স্পষ্ট। দোকানে দোকানে ঝুলছে ক্রিসমাস ট্রি, সান্তাক্লজের টুপি, সান্তাক্লজের মডেল এবং আরও কত কী।চার্চগুলো সেজে উঠছে। বাদ পড়েনি শহরের শপিং মলগুলো। বড়দিনের থিমের মাটিগাড়ার মলটিতে ঢুকলে মিলছে 'ক্রিসমাস ভাইব'। মৃদু স্বরে বাজছে, 'জিঙ্গল বেল, জিঙ্গল বেল'।

যে কোনও উৎসবে মলটিকে সাজানো হয়। এবারও তার অন্যথা মলের সিনিয়ার ম্যানেজার মহেশ দেখলেই বড়দিনের আমেজ পাওয়া

গুরুংয়ের কথায়, '২৪ তারিখ আমর কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। এছাড়া প্রতিবছর বড়দিনের আগে শপিং মল সাজানো হয়। এবছরের পরিকল্পনা সকলের নজর কেড়েছে। সেবক রোডের একটি মলে

মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন শহরের বাসিন্দা গৌরব সরকার। বড়দিনের বিশেষ সজ্জা দেখে বললেন, 'খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। আদলে চলছে সাজসজ্জা। কোথাও মেয়েকে নিয়ে কেনাকাটা করতে আবার বড়দিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের এসেছিলাম। সে তো ভীষণ খূশি এসব আয়োজন করা হয়েছে। এই যেমন, দেখে।' প্রতিবছর শহরের মলগুলির সাজ দেখতে ভিড় জমে। সেগুলোকে ফ্রেমে রেখে সেলফি তোলা বা রিল বানানোর হিড়িক পড়ে যায়। সেবক রোডের আরেকটি মলের তরফে হিমাঙ্কর সেনশর্মা জানালেন, তাঁদের হয়নি। বিশেষ সাজের সঙ্গে ছবি মলে ২৫ তারিখ নাচ-গানের অনুষ্ঠান তুলতে ব্যস্ত মলে আসা মানুষরা। ওই থাকছে। এই মলটিকে বাইরে থেকে



বড়দিনের আগে সেজে উঠেছে মাটিগাড়ার একটি শপিং মল।

যাচ্ছিল। তৈরি করা হয়েছে বিশেষ গেট। বানানো হয়েছে সান্তাক্লজ, যিশুর ঘর। মলটির বাইরে সাজানে জায়গাটির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিলেন শহরবাসী তুলিকা দত্ত।

বললেন, 'এখন তো চার্চের পাশাপাশি শহরের মলগুলি খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়। তাই উৎসবের আবহে সেগুলোও 'মাস্ট ভিজিট' হয়ে গিয়েছে।'

কোনও কোনও দোকানে আবার বড়দিনের আনন্দ দ্বিগুণ করে তুলতে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা থাকছে। অনেকেই ২৫ ডিসেম্বরে মলগুলোতে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার অপেক্ষায়। কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছেন পরিবার, পরিজন বা প্রিয়জনের সঙ্গে বড়দিনের শীতমাখানো সন্ধ্যায় উৎসবের আমেজে গা ভাসতে।

ব্যবসার টাকা জোগাড়ের ছক, হতবাক হরিশ্চন্দ্রপুর

অপহরণে বাবার বন্ধুর

সৌরভকুমার মিশ্র

: কৃতী ছাত্র। একজন ফামাসি পড়ে ওষুধের ব্যবসা করছে, অন্যজন মুহুরির কাজ করে। শনিবার অপহরণের ছয় ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার হওয়া নাবালিকার বাড়িতে মাঝেমধ্যেই যেত দুই অপহরণকারী। নাবালিকার বাবাও বাল্যবন্ধু ছিল তাদের। কিন্তু বন্ধুরাই যে মেয়েকে অপহরণ করবে, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি শেখ রাজু। হরিশ্চন্দ্রপুরে নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডে গ্রামের দুই বাল্যবন্ধুর যোগ থাকায় হতবাক হরিশ্চন্দ্রপুরের সালালপুর ও গাংনদিয়ার গ্রামবাসী।

কিন্তু কেন অপহরণের পথ বেছে নিল তারা ? স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমানে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ওই দুই বন্ধু মিলে তুলসীহাটায় জমি কিনে একটি বড় শপিং মল খোলার পরিকল্পনা নিয়েছিল। তার জন্য বিভিন্ন ব্যাংকে আবেদনও করে তারা। কিন্তু লোনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। আর এরপরই তারা অপহরণের ছক

ভোরের আলোর

ধাঁচে কেন্দ্ৰ

লোকসভা ভোটে জেতার কারণে

কিছ একটা প্রাপ্তি আবশ্যিক ছিল।

সেটা মিললও। গজলডোবার

ভোরের আলোর মতো এবারে

কোচবিহারেও একটি পর্যটনকেন্দ্র

গড়ে উঠতে চলেছে। কোচবিহারের

ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ি সংলগ্ন সেচ

দপ্তরের জমিতে পরিবেশবান্ধব

এই কেন্দ্রটি গড়ে উঠবে। রাজ্য

পর্যটন দপ্তর এই কাজ করবে। এই

কেন্দ্রটি তৈরি হলে জেলার পর্যটন

ব্যবস্থায় জোয়ার আসার পাশাপাশি

কোচবিহারের আর্থিক ও সামাজিক

ব্যবস্থারও প্রভৃত উন্নয়ন হবে বলে

আধিকারিকের কথায়, 'কোচবিহারে

লোকসভা ভোটে জেতায় মখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব খুশি। সেই

আনন্দেই তিনি কোচবিহারবাসীকে

এই পর্যটনকেন্দ্র উপহার দিচ্ছেন।

গোটা প্ৰকল্পটি গড়তে ৪০ থেকে

৫০ কোটি টাকা খরচ হবে।

মাসছয়েকের মধ্যেই কেন্দ্রটি

গড়ে তোলার কাজ শুরু হবে।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান

রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী

করেছেন। গজলডোবার ভোরের

আশপাশে কেন্দ্রটি গড়া হলে

দুর্ঘটনায় পথচারীর মৃত্যু

কিশনগঞ্জের পোয়াখালী থানা

এলাকায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সডকে

পেটভরি গ্রামের কাছে রবিবার

সন্ধ্যায় একটি দ্রুতগতির বাইক

পিষে দিল এক পথচারীকে। মৃতের

নাম মহম্মদ তসলিম (৩০), তিনি

তসলিমকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার

করে পোয়াখালী হাসপাতালে

নিয়ে যান। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনায় বাইকচালক মতিউর

রহমান সামান্য আহত হন।

পোয়াখালী থানার আইসি আশুতোষ

কুমার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য

কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠান।

আহত চালককে আটক করেছে

বাড়িতে আগুন

কিশনগঞ্জ, ২২ ডিসেম্বর

কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ থানা

এলাকার দেবোত্তর বিরনিয়া গ্রামে

শনিবার রাতে একটি বাড়িতে হঠাৎ

আগুন লাগে। গ্রামবাসীরাই প্রথমে

আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন।

এরপর দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছালেও

তার আগেই ভস্মীভূত হয়ে যায়

সবকিছু। বাড়ির মালিক সরজু প্রসাদ

জানিয়েছেন, তিনি জেলা প্রশাসনের

কাছে লিখিতভাবে ত্রাণের আর্জি

জানিয়েছেন রবিবার। এদিকে

মহক্মা শাসক লতিফুর রহমান

জানান, আইন অনুযায়ী সাহায্য করা

হবে। তবে আগুন লাগার কারণ

বিশেষ পজো

কিশনগঞ্জ, ২২ ডিসেম্বর

কিশনগঞ্জের লাইনপাড়ার বুড়িকালী

মন্দির এবং ডুমুরিয়ার রামকৃষ্ণ

সারদা সেবাশ্রমে রবিবার মা সারদার

জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষপুজো

হয়েছে। পাশাপাশি সারাদিনব্যাপী

নানা অনষ্ঠান আয়োজিত হয়।

পুজোর পরে অন্নকৃট উৎসব হয়েছে।

এখনও জানা যায়নি।

পলিশ।

দর্ঘটনাব পব স্থানীয়বা

বাঁশবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

আদলে

জোয়ার আসবে। তাঁর

অনেক

রাজবাডির

ব্যবস্থায়

কোচবিহারের জন্য

কোচবিহারে পর্যটন

জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষ

বিভিন্ন মহলের দৃঢ় বিশ্বাস।

কোচবিহার, ২২ ডিসেম্বর :

ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন, 'ওরা আমার বাল্যবন্ধু। একসঙ্গেই পড়াশোনা করেছি, আমার বাড়িতে যাওয়া-আসা ছিল। টাকার দরকার থাকলে আমাকে বলতে পারত। এমন করবে ভাবতে পারিনি।' নাবালিকার মা মালা বিবিও হতবাক, 'ওদেরকে আমি নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছি, তারাই এমন কাজ করবে ভাবতে পারিনি।'

অন্যদিকে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকারের মতে, 'ওই দুই অপহরণকারীকে আদালতে তোলা হয়েছে। তাদেরকে ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়াুর জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। কী উদ্দেশ্যে তারা এই কাজ করেছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

অপহরণ কাণ্ডে ধৃত দুই অভিযুক্ত ইজাজ আহমেদ এবং মনসুর আলম শেখ দুজনেই শেখ রাজুর বাল্যবন্ধু। তারা তিনজন একসঙ্গে স্কলে পড়াশোনা করত। পাশের গ্রাম গাংনদিয়াতে ওই দুই অপহরণকারীর বাড়ি। বিহারেই গা-ঢাকা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল এই দুই দুষ্কৃতী। শিশুটিকে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল

হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, ক্লোরোফর্ম, মখ বাঁধার টেপ।

রবিবার গাংনদিয়া গ্রামে গিয়ে

দেখা গেল, থমথম গোটা এলাকা। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ইজাজ আহমেদ একটি মিশনের কৃতী ছাত্র। কলকাতায় ফার্মাসির ওপরে ডিপ্লোমা করে তুলসীহাটা এলাকায় ওষুধের দোকানও করেছে। বাবা অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক। স্ত্রী স্বাস্থ্য দপ্তরে কাজ করে। দুমাসের শিশুসন্তান <u>রয়েছে</u> বাড়িতে। অন্যদিকে. মনসুর আলম শেখ হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ভূমি সংস্কার দপ্তরে মুহুরির কাজ করে। তবে লাইসেন্স প্রাপ্ত নয়। পাশাপাশি জমির ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত। বর্তমানে তার স্ত্রী চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। তার বাবাও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মুহুরি ছিলেন। দুজন মিলে শপিং মলের পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু তারা এমন ঘটনা ঘটাবে কেউ ভাবতে পারেনি।

স্থানীয় একটি ক্লাবের সেক্রেটারি মোশারফ হোসেনের কথায়, 'অপহরণ কাণ্ডে গ্রামের দুই তরুণের যোগাযোগ থাকায়

নাবালিকার বাবা শেখ রাজু অপহরণকারীরা। এদিকে, ওই আমরা হতবাক। এরা যে এত বড় দুই দুষ্কৃতীর কাছ থেকে উদ্ধার অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে, সেটা ভাবতেই পারছি হরিশ্চন্দ্রপুর ল- ক্লার্ক সম্পাদক আসোসিয়েশনের আবদুস সালামের দাবি, 'অভিযুক্ত মনসুর লাইসেন্সপ্রাপ্ত মুহুরি নয় ও এই দপ্তরে বিভিন্ন কাজ করত। যা ঘটনা ঘটিয়েছে, তাতে আইন

আইনের পথে চলবে।'

এদিকে, অপহরণ উদ্ধার হওয়া ব্যবসায়ী কন্যার বাডিতে গিয়ে ওই নাবালিক এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমূল হোসেন। নাবালিকার সঙ্গেও কথা বলেন পরিবারকে অভয় দেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন। নাবালিকার বাবা মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেন, তদন্তে যাতে কোনওভাবে রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত না হয়। দোষীরা যাতে উপযুক্ত শাস্তি পাই। এই বিষয়েও পরিবারকে আশ্বস্ত করেন বিধায়ক। তিনি পরিবারের সামনে দাঁডিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসিকে ফোন করেন। বলৈন, যাতে তদন্ত একদম সঠিকভাবে হয় এবং দোষীরা সাজা পায়।

রেলিংবিহীন সেতুতে ঝুকির যাতায়াত

মাম্পি চৌধুরী

শিলিগুডি, ২২ ডিসেম্বর : রাজগঞ্জ ব্লকের মান্ডাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতে শিমুলগুড়ি রয়েছে একটি রেলিংবিহীন সেতু। যে কোনওদিন ভেঙে পড়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সেতু পেরিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেতুতে ঢোকার মুখে লেখা রয়েছে- যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অথচ সেতুর ওপারেই রয়েছে গ্রাম। সেখানে কয়েকশো পরিবারের বাস। ১০ বছর ধরে রেলিং ভাঙা। সেতুটি বর্তমানে দুর্বল। সংস্কার হবে বলে বারবার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এমনকি মাপজোখও হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাজ শুরু হয়নি।

৩৫ বছর আগে সেতৃটি নিমাণ করে সেচ দপ্তর। এখন সেতুর দায়িত্বে মহানন্দা লিংক ক্যানাল বিভাগ। সেই বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার 'ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) হয়ে গিয়েছে। দপ্তর অনুমতি দিলেই কাজ শুরু হবে।' কিন্তু ডিপিআর কবে হয়েছে, কবে কাজ শুরু হবে সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোনও বার্তা পাওয়া যায়নি।

কল্পনা রায় এবং মান্তাদারি গ্রাম একসুরে জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে শিক্ষক নির্মলকান্তি সরকার বলেন, এই অবস্থার অবসান কবে হবে, বহুবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। সেতুর ব্যাপারটা পঞ্চায়েতের দেখার সেতু পার করিয়ে দেন। আমাদের রয়েছেন তাঁরা।



শিমুলগুড়ির এই সেতু নিয়ে আশঙ্কা।

বিষয় নয়। তবুও বিষয়টি নিয়ে সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন অর্চনা।

বছর দুয়েক আগে স্থানীয় বাসিন্দারা বিডিও'র কাছে দ্রুত সেত সংস্কারের জন্য স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। তবে কাজের কাজ কিছই হয়নি। রেলিং না থাকায় সবচৈয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছে স্কুল পড়য়ারা। গ্রামে সরকারি স্কুল মল্লিক, সতীশচন্দ্র রায়, সত্যনারায়ণ বলতে একটাই, শিমুলগুড়ি সিএস রায়, মালতী রায় সকলেই একসুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়। বর্ষাকালে যখন তিস্তা ফুলেফেঁপে ওুঠে, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সেসময় রীতিমতো ঝুঁকি নিয়ে কিংবা অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে পারে ওই সেতু পেরিয়ে স্কুলে যেতে হয় না। যার কাছেই অভিযোগ নিয়ে পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা রায় পড়্য়াদের। ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত তাঁরা যান, সবাই হাত তুলে দেন।

স্কুলের পক্ষ থেকে বহুবার এই বিষয়টা প্রশাসনকে জানিয়েছি। এবার একটা বড় দুর্ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত কারও ঘুম ভাঙবে না। পড়য়াদের স্বার্থে সেতৃটি দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন।'

শুধু স্কুলে যাওয়াই নয়,

নিত্যদিন কাজকর্মে যেতেও ভরসা ওই সেতু। গ্রামের বাসিন্দা স্বপ্না বিপদে-আপদে, জানালেন, রাতবিরেতে গ্রামে একটা বড় গাড়ি 'শিক্ষকরা অনেকসময় বাচ্চাদের আপাতত সেই দিনটার অপেক্ষায়

ভাগবতের সঙ্গে মোদির লড়াই হিন্দুর নেতৃত্ব নিয়ে

সাদা চোখে মনে হবে এতে কথা। কিন্তু খুশির বদলে তাঁর কণ্ঠে সমালোচনার সুর শোনা যাচ্ছে কেন?

রাম জন্মভূমি আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলে নিয়ে গিয়ে একলপ্তে বিজেপিকে অনেকটা শক্তিশালী করার পরেও আদবানি কিন্তু নিজেকে সংঘ পরিবারে হিন্দুদের একমাত্র মসিহা হিসেবে তুলে ধরার কোনও চেষ্টাই করেননি। তাঁকে বিজেপি-সংঘের একাংশ হিন্দু হৃদয় সম্রাট অভিধায় অভিষিত করলেও আদবানি ব্যক্তিগতভাবে কখনও নিজের সেই ভাবমূর্তি প্রচারে সক্রিয় হননি। বরং তাঁর আশপাশে এমন অনেক নেতা ছিলেন যাঁদের গ্রহণযোগ্যতাও কট্টর হিন্দুদের ভিতর কিছু কম ছিল না।

জন্মভূমি আন্দোলনে আদবানি বিজেপির জন্য যে প্রশস্ত রাজনৈতিক পথটি তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই পথটি ধরে এগিয়েই নরেন্দ্র মোদি আজ তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু মোদির সঙ্গে আদবানির বড় পার্থক্য এই যে, মোদি খুব সচেম্বভাবেই নিজেকে হিন্দুদের এক এবং অদ্বিতীয় হৃদয় সম্রাট হিসাবে প্রচার করতে সচেম্ট। সেই প্রচার এমন একটি পর্যায়ে তিনি নিয়েও গিয়েছেন যে, যার ফলে এমন একটি ধারণা হিন্দুত্ববাদীদের মনে তৈরি হয়েছে যার ফলে তাঁরা মনে করছেন. মোদির আগে এমন যোগ্য নেতা তাঁরা পাননি, মোদির পরেও তাঁরা আর পাবেন না। এই হিন্দুত্ববাদীরা এখন

দেখতে পারছেন মোদির ভিতরে। রাম জন্মভূমির উদ্বোধন করে

এই ভাবমূর্তি প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় আর এখানেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন আরএসএস প্রধান। তাঁর অন্তত এইটুকু বুঝতে অসুবিধা হয়নি. নিজেকে এক এবং অদ্বিতীয় হিন্দু হৃদয় সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কৌশলটি মোদি নিয়েছেন তার পিছনে রয়েছে একটি সৃক্ষ্ম রাজনৈতিক চাল। সেই চালে সফল হলে দলে এমনকি সংঘ পরিবারেও তাঁকে কেউ চ্যালেঞ্জ জানানোর থাকবেন না। তখন সংঘ পরিবারে তাঁর কথাই হয়ে উঠবে শেষ কথা।

সেই খেলাটি মোদিকে খেলতে দিতে চান না আরএসএস নেতৃত্ব। হিন্দুত্বের ঠিকাদারি তাঁদের হাতছাড়া হয়ে মোদির হাতে চলে গেলে আরএসএস কার্যত ঠুঁটো জগলাথ হয়ে পড়বে। হিন্দুত্বের ঠিকাদারি যাতে তাঁদের হাতছাড়া না হয় তার জন্যই মোদির দিকে একটি তির

দেগে দিয়েছেন তিনি। ভাগবত আরও কিছু কথা বলেছেন, যেগুলিও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। বলেছেন, 'বিভিন্ন মন্দিরের নীচে মসজিদ আছে বলে হালে যেসব হইচই হচ্ছে সেগুলি ঠিক নয়। কিছু লোক এভাবে নিজেদের হিন্দুদের নেতা বলে তুলে ধরতে চাইছেন। কিন্তু বিশ্বকে বোঝাতে হবে যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারি।'

একথাও বলে বোঝাতে হবে মহারাষ্ট্রের শিবাজি মহারাজের ছায়া না যে, মোদির আমলেই বিভিন্ন মার্গদর্শক হওয়ার সময় চলে এল।

মসজিদের নীচে শিবলিঙ্গ উদ্ধারের একটা হুজগ শুরু হয়ে গিয়েছে। এতে তো সরসংঘচালকের খুশি হওয়ার বিজেপি দলটিকেই মোদি তাঁর কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপি সরকারের একটি প্রচ্ছন্ন মদতও পুরোদমে কাজে লাগিয়েছিলেন। আছে। উত্তরপ্রদেশের সম্ভালে এই নিয়ে সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক গগুগোলও হয়েছে। পাঁচজন প্রাণ দিয়েছেন তাতে। ভাগবতের এটুক বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, আর একটি বাবরি মসজিদের অনুরূপ কাগু যদি এখন ঘটিয়ে ফেলতে পারেন মোদি এবং তাঁর অনুগামীরা, তাহলে পাঁচ বছর পরে আবার সেই মোদিকেই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হবেন তাঁরা। বয়সের দোহাই সেখানে কোনও কাজে আসবে না। আর তখন সংঘের হাতে পেন্সিল ছাড়া আর কিছু থাকবে না। অতএব মোদিকে রুখতে আপাতত মসজিদের নীচে শিবলিঙ্গ খোঁজার রাজনীতি থেকে বিজেপিকে সরিয়ে আনতে হবে।

এখন কেউ কেউ ভাবতেই পারেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কি তাহলে উদার হিন্দুত্বের পথ নেবে ভবিষ্যতে? মনে রাখতে হবে, সে ভাবনাও ভুল। কেননা, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ভাবনা কিন্তু সংঘের মস্তিষ্ণপ্রসূত। সংঘের শতবর্ষে এই ভাবনাকে রূপায়িত করতে সংঘই নির্দেশ দিয়েছে বিজেপিকে। উদার হিন্দত্বে সংঘেরও আস্থা নেই। এখন যা যা বলছেন ভাগবত, তা আসলে হিন্দত্বের দখলদারি সংঘের নেতৃত্বের করায়ত্ত রাখার জন্যই। আর সেইসঙ্গে মোদিকে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে, তোমারও এবার আদবানির মতোই

কুমারগঞ্জে পাচারে রোহিঙ্গা-যোগ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ২২ ডিসেম্বর সীমান্ত। এক-দুই উন্মক্ত কিলোমিটার নয় অন্তত সাত কিলোমিটার। মাদক ও মানব পাচারের 'সেফ প্যাসেজ' দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জের ওই অংশটি এখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের উদ্বেগের মল কারণ। ওই এলাকা দিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ও মাদক পাচার নিয়ে সিআইডির তদন্তের জেরে যথেষ্ট শোরগোল তৈরি হয়েছে। তিনজন স্থানীয় বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কলকাতায় তলব করেছেন তদন্তকারীরা

ওই রুটকে কাজে লাগিয়ে বছরের পর বছর ধরে পাচার বলে অভিযোগ। সিআইডি তদন্তের সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, সীমান্তের এই অংশটি মাদক পাচার এবং চোরাপথে রোহিঙ্গা অনপ্রবেশের গুরুত্বপূর্ণ রুট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল।

এই ঘটনায় কুমারগঞ্জের সমজিয়া এলাকায় বাসন্তী ও বালুপাড়া গ্রামের তিন বাসিন্দা জাকির হোসেন মণ্ডল, নাজমল মণ্ডল ও জাহিদুল সরকারকে কলকাতার ভবানী ভবনে তলব করা হয়েছে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর তাদের সিআইডি-র সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, তলব হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সরকারের জাহিদল রেবেকা সরকার সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্য। এই বিষয়ে পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মোকারাম হোসেন কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

সিআইডি সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পাচার চক্রের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। কুমারগঞ্জ আইসি বামপ্রসাদ 'বিষয়টি চাকলাদার জানান. কলকাতার ভবানী ভবনের আওতায় রয়েছে।' এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, স্থানীয় কিছু চক্রও এই পাচারের সঙ্গে যুক্ত। এমনকি মাঝেমধ্যেই তারকাঁটা কেটে দেওয়ার মতো ঘটনাও সামনে আসে।

সীমান্তে অনুপ্রবেশ পাচার চক্রের ওই ঘটনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, 'তৃণমূল ইচ্ছাকৃতভাবে সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতার বসানোর জমি দিতে টালবাহানা করছে। রোহিঙ্গা এবং জামাত সমর্থক মুসলিমদের ঢোকানোর মাধ্যমে তারা নিজেদের ভোটব্যাংক মজবৃত করছে। গোটা রাজ্যে সীমান্তে বিএসএফের নতুন ঘাঁটি তৈরিতেও জমি দিচ্ছে না রাজ্য সরকার।' তিনি আরও অভিযোগ চরেন, বাম ও কংগ্রেস দলও এই কাজে সহযোগিতা করছে।

অন্যদিকে, জেলা পুলিশ পোর চিন্ময় মিত্তাল জানান, সিআইডি তিনজনকে তলব করেছে এবং তদন্ত চলছে। কাঁটাতারবিহীন এলাকায় কাঁটাতার বসানোর বিষয়টি প্রশাসনের অন্য স্তরে আলোচনা হচ্ছে।'

লাচেনের রাস্তা বন্ধ সকাল ৮টা থেকে ৪টে

শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : ধসের জেরে বন্ধ থাকা লাচেনের বাস্তা স্থানীয়দেব জন্য সকাল ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। তবে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত রাস্তাটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রবিবার লাচেনে হোটেল, ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে প্রশাসনের বৈঠক হয়। বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ মেরামতির পর রাস্তাটি কবে পর্যটকদের জন্য খোলা হবে তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

বোর্ড লাগালেও জমি উদ্ধারের উদ্যোগ নেই কয়েকমাস আগে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে THIS LAND BELONGS TO PUBLIC WORKS DEPARTM

সরকারি জমি পুনরুদ্ধারে নেমেছিল বিভিন্ন দপ্তর। সেই মোতাবেক বিভিন্ন এলাকায় পূর্ত দপ্তর নিজেদের জমিতে বোর্ড লাগানো শুরু করে। নকশালবাডির পানিঘাটা মোড সংলগ্ন এলাকায় পূর্ত দপ্তরের প্রায় তিন একর জমি রয়ৈছে। সেখানেও দপ্তরের তরফে লাগানো রয়েছে বোর্ড। কিন্তু সেই জমিতেই গত কয়েক বছরে একাধিক বাড়ি, দোকান গজিয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল

ঘেঁষে পূর্ত দপ্তরের বেশ কয়েকটি আবাসনও রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সেগুলি ফাঁকা। বর্তমানে পরিত্যক্তও বলা যায়। ওই আবাসনগুলিতে অসামাজিক কাজকর্মের অভিযোগ উঠেছে। বসছে নেশার আসর। এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানতে

পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিন্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সানিউল আলামকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। দপ্তরের অন্যদিকে. এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনিরুদ্ধ রায় বলেছেন, 'ওই জমি পূর্ত দপ্তরের অধীনেই রয়েছে। এজন্য বোর্ডও লাগানো হয়েছে। পুরো বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো আছে।' তিনি আরও বলেন, 'অ্যাসিস্ট্যান্ট



চর্চিত জমিতে পূর্ত দপ্তরের বোর্ড। নকশালবাড়ির পানিঘাটা মোড় এলাকায়।

ইঞ্জিনিয়ার ওই এলাকায় পরিদর্শনে সামনেই পূর্ত দপ্তরের প্রায় দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উদ্ধারের কোনও উদ্যোগ নেই।

ওই এলাকায় রয়েছে শিলিগুড়ি মহক্মা পরিষদের পাঁচতলা মার্কেট কমপ্লেক্স। বর্তমানে অধিকাংশ ভবন ফাঁকা পড়ে রয়েছে। পার্কিংয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। নীচের তলায় দোকান ভাড়া দেওয়া হলেও ওপরতলার ঘরগুলিতে এখন পাখিদের বসবাস। অথচ ভবনের

যাবেন। তারপর সমস্ত দিক খতিয়ে একর জমি পড়ে রয়েছে। তা

সাত-আটের আবাসনগুলিতে আধিকারিকরা করতেন। বসবাস তবে সেসব এখন অতীত। আধিকারিকদের এখন আবাসন দখল কবে বসবাস কবছে বলে অভিযোগ। সব জেনেও হুঁশ নেই পর্ত দপ্তরের। শুধ বোর্ড লাগিয়েই হাত ক্ষান্ত।

সন্তানদের বাঁচাতে গিয়ে সাপের কবলে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২২ ডিসেম্বর : নাবালক, নাবালিকা সন্তানকে সাপের ছোবল থেকে বাঁচাতে নিজেই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বাবা। শনিবার রাতের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রায়গঞ্জ হাসপাতালে। বর্তমানে ওই তরুণ রায়গঞ্জ মেডিকেলে সিসিইউ বিভাগে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। নাম প্রদীপ বর্মন (৩০)। বাড়ি কালিয়াগঞ্জের কুনোর সংলগ্ন বেলাবন্দ এলাকায়।

পরিবারের দাবি, পড়ার ঘরে শনিবার রাতে পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিল নাবালক-নাবালিকা। খেতে আসার জন্যে ঘরে ছেলেদের ডাকতে যান বাবা প্রদীপ বর্মন। দেখেন একটি বিষধর সাপ ছেলেমেয়ের পেছনে তাক করে ফণা তুলে রয়েছে। বিন্দুমাত্র বাড়তি সময় নম্ভ না করে সাপটিকে ধরে ফেলেন তিনি। এরপর ওই সাপ নিয়ে জঙ্গলে ছাড়তে গেলে সরীসুপটু বাঁ হাতের আঙুলে ছোবল ছোবল দিত।

মারে। তরুণের চিৎকারে ছুটে আসে পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করে পাড়াপড়শিরা। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে কনোর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে রায়গঞ্জ মেডিকেলে রেফার করা হয়। ততক্ষণে রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তড়িঘড়ি সিসিইউ বিভাগে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। আপাতত সিসিইউ বিভাগে যমে-মানুষে টানাটানি অবস্থা ওই তরুণের। অসুস্থ প্রদীপ বর্মনের স্ত্রী আরতি বর্মনের দাবি, খাওয়ার জন্যে দুই ছেলেমেয়েকে ডাকতে গেলে দেখে বিছানার ওপরে বিষধর সাপ। গুরুতর অসুস্থ হয়ে সে এখন হাসপাতালে ভর্তি। জখম তরুণের ভাই খাকাসু বর্মনের বক্তব্য, 'দুইদিন আগে ভাইপো-ভাইজির রেজাল্ট বেরিয়েছে। নতুন ক্লাসের বই কিনে পড়ায় মগ্ন ছিল। সেসময়

আমার দাদা ঘরে ঢুকে দেখে বিষধর সাপ। ওই সাপটিকে না ধরলে আমার ভাইজি অথবা ভাইপোকে

প্রথম পাতার পর দদক-এর

উপপরিচালক

আখতারুল ইসলাম রবিবার বিষয়টি সামনে আনেন। এর আগে ৯টি প্রকল্পে ৮০

হাজার কোটি টাকার অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগে শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ জয় ও হাসিনার বোন শেখ রেহানা এবং তাঁর মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল দুদক। দুর্নীতির তদন্তে গতি আনলেও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হল এদিনই। ওই নোটিশ জারির আন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের তরফে ইন্টারপোলকে সমস্ত নথি পাঠানো হয়ে গিয়েছে বলে

জানা গিয়েছে। কিন্তু ট্রাইবিউনালের চিফ প্রসিকিউটর মহম্মদ তাজুল ইসলাম বিভ্রান্তি তৈরি হয়। কোথাও বলা হয়, ইন্টারপোলের তরফে রেড নোটিশ জারি হয়ে গিয়েছে। পরে আবার ওই তথ্য সঠিক নয় বলে জানানো হয়। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকল রেড নোটিশ জারি করা নিয়ে যে গুজব

মন্তব্য করেননি।' গুজব ছড়ানোর দায় আওয়ামি লিগ এবং ওই দলের সমর্থকদের ঘাড়ে ঠেলেছেন প্রেস সচিব ৷

হাসিনার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন থাকার সময় অপছন্দের লোকদের গ্রেপ্পাব না করে গুম করে দেওয়ার অভিযোগ আগেই তুলেছিল ইউনুস সরকার। সেই 'অপরাধে' এবার ভারত-যোগের অভিযোগ তোলা হল। ওই গুমের অভিযোগের তদন্ত করার জন্য গঠিত কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতে দাবি করা হয়েছে, এখনও কিছু বাংলাদেশি ভারতের জেলে আটকে থাকতে পারেন।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'দেশের বিদেশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে আমাদের প্রস্তাব, তাঁদের (ভারতে বন্দিদের) চিহ্নিত করা হোক। কারণ, আমাদের পক্ষে বাংলাদেশের এই সংক্রান্ত যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে সীমান্তের বাইরে কিছু করা সম্ভব নয়।' পাশাপাশি হাসিনাকে ভারত থেকে ফেরত চাওয়ার কথা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন প্রেস সচিব। তিনি বলেন, 'ভারতের সঙ্গে আমাদের প্রত্যর্পণ চক্তি রয়েছে। আমরা আশা আলম বলেন, 'শেখ হাসিনার বিরুদ্ধৈ করি, ভারত এই চুক্তিকে সম্মান জানাবে।' ভারতের পক্ষ থেকে অবশ্য রটেছে, তা আমরা ছড়াইনি। প্রেস কখনও বাংলাদেশের এই দাবির উইংয়ের অন্য কেউ এমন কোনও ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

চলে গেলেন বাসবী দত্ত

২২ ডিসেম্বর : কলকাতা, প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী বাসবী দত্ত। ক্যানসারের সঙ্গে লড়ছিলেন দীর্ঘদিন। রবিবার সেই লড়াই থেমে গেল। শান্তিনিকেতনে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলিমা সেনের ছাত্রী বাসবী আদতে উত্তরবঙ্গের মেয়ে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে তাঁর বাড়ি। গায়ক সৌমিত্র রায় তাঁর খুড়তুতো ভাই। সৌমিত্র নিজের ফেসবুকে দিদির মৃত্যসংবাদ জানিয়ে লিখেছেন, কীভাবে তাঁকে অনুপ্রেরণা দিতেন বাসবী। সব সৃষ্টির অনুপ্রেরণা ছিলেন। বাসবীর কণ্ঠে অনেক রবীন্দ্রসংগীত জনপ্রিয় হয়েছে।

দেওয়াল ভেঙে মৃত চার

কিশনগঞ্জ, ২২ ডিসেম্বর কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জে ঝাঁসির রানি চকের কাছে রবিবার সন্ধ্যায় দুর্গা মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে পিড়ে গিয়েছে। ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম মহম্মদ আলম, সহতলাল বসাক, মহম্মদ মুন্না ও মহম্মদ শাহিদ। সকলেই বাহাদুরগঞ্জের বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলে বসে চারজন তাস খেলছিলেন। সেই সময় দুর্গা মন্দিরের নির্মীয়মাণ দেওয়াল ভেঙে পড়ে। বাহাদুরগঞ্জ থানার নতুন আইসি নিশাকান্ত কুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

মিনি স্কার্টে

প্রথম পাতার পর

ছেঁড়া-ফাটা জিনস- এ সব পরে মন্দির দর্শন নৈব নৈব চ।

বন্দাবনে গেলে বাঁকেবিহারী মন্দিরে যানু না, এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। দোল উৎসবে তো বটেই, বছরভর মন্দিরে ভিড় লেগেই থাকে। পুণ্যার্থীদের পাশাপাশি মন্দিরটি দেখার আকর্ষণে যান অনেক পর্যটক। এজন্য ডিসেম্বর থেকে নতন বছর পর্যন্ত বাডতি ভিড়ের চাপ থাকে বাঁকেবিহারীতে। বিশেষ করে ভিনরাজ্য থেকে আসা দর্শনার্থীদের নিয়ে বিভূম্বনা হচ্ছে বলে মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি।

অভিযোগ উঠছে, অনেকে যেমন তেমন পোশাকে চলে আসছেন কুঞ্জবিহারী দর্শনে। তাতে বৃন্দাবনের সম্মান, সংস্কৃতি ইত্যাদি নষ্ট হচ্ছে বলে বাঁকেবিহারীর সেবাইতরা মনে করছেন। তাঁরা মনে করছেন, 'ভদ্রস্থ পোশাক' না পরা থাকলে ভিড়ে ঠেলাঠেলির সময় মন্দির চত্বরে বিশঙ্খলা তৈরি হয়। যা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি করে। মন্দিরের ম্যানেজার মনীশ শমরি কথায়, 'সাংস্কৃতিক মযাদা রক্ষার লক্ষ্যে এমন পদক্ষেপ করা হয়েছে।' যাতে দর্শনার্থীদের মন্দিরের যাবতীয় নিয়ম পালন করার কঠোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, দেবদর্শনের উপযোগী পোশাক না পরলে মন্দির দর্শনের আর কোনও সম্ভাবনা থাকবে না।

ফিরে চল মাটির টানে...



শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা শুরুর আগে হাজির বাউলরা। রবিবার তথাগত চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

गारो गरापान

প্রস্তুতিতে হাঁটুতে চোট রোহিতের

মেলবোর্ন, ২২ ডিসেম্বর : বাড়ছে বিতর্ক। জটিল হচ্ছে পরিস্থিতি। সঙ্গে তৈরি হচ্ছে 'য়দ্ধের' আবহ।

বহস্পতিবার থেকে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শুরু হতে চলা বক্সিং ডে টেস্টের আগে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া, দুই শিবিরের অন্দরমহল থেকেই সামনে আসছে ঘটনার ঘনঘটা। সঙ্গে তুমুল ঝড়ের পুর্বভাস। যার প্রমাণ, আজ মেলবোর্নে নিধারিত থাকা দুই দেশের সংবাদমাধ্যমের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ আচমকাই বাতিল হয়ে যাওয়া। নেপথ্য কারণ হিসেবে

চোট গুরুতর নয় দাবি দলের

সামনে আসছে গতকাল রবীন্দ্র জাদেজার হিন্দিতে সাংবাদিক সম্মেলন বিতর্ক। সঙ্গে মেলবোর্ন বিমানবন্দরে বিরাট কোহলির পরিবারের ছবি তোলার ঘটনা তো রয়েইছে।

ক্রমশ জটিল হতে থাকা পরিস্থিতি আজ আরও উত্তাপের আঁচ পেয়েছে। সৌজন্যে এমসিজি-তে অনশীলনের জন্য নিধারিত থাকা বাইশ গজ। যেখানে অনশীলন করতে গিয়ে আজ আচমকাই হাঁটুতে চোট পেয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। চোট পাওয়ার পর শরীরীভাষায় একরাশ বির্ক্তি ও প্রবল যন্ত্রণা নিয়ে হিটম্যান মাঠের ধারেই একটি চেয়ারে পা তুলে বসেছিলেন অন্তত ৪০ মিনিট। হাঁটুতে লাগানো ছিল আইস প্যাকও। সঙ্গে

বান্ধবীর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন অজি

বিরাটদের

সাফল্যের

মন্ত্ৰ দিলেন

গাভাসকার

মেলবোর্ন, ২২ ডিসেম্বর

দেখতে দেখতে তিন-তিনটি টেস্ট

অতিক্রান্ত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দল,

সমর্থকদের প্রত্যাশা পুরণ করতে

পারেননি বিরাট কোহলি, রোহিত

শর্মা। পারথে শতরান পেলেও শেষ

দুই টেস্টে ব্যর্থ বিরাট। রোহিতের

মহাতারকাকে আজ সাফল্যের মন্ত্র

দিলেন সুনীল গাভাসকার। চলতি

সিরিজে পাঁচ ইনিংসে পারথের

দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী জয়সওয়ালের

বড় শতরানের ভর করে ভারত

৪৮৭ করেছিল। বাকি চার ইনিংসেই

খুড়িয়েছে ব্যাটিং। সিনিয়ার সদস্য

হিসেবে দলকে ভরসা জোগাতে ব্যর্থ

এক্সট্রা কভার ড্রাইভে প্রচুর রান করেছে বিরাট কোহলি।

ওর গুরুত্বপূর্ণ শট এটা। ওই শট খেলতে গিয়েই আবার বারবার আউট হচ্ছে। দেরিতে

মুভ করছে বলেই এটা হচ্ছে। প্রত্যেককেই খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আমি

বলব, নিজের আগের সেঞ্চুরি

ইনিংসের ভিডিও দেখক ও।

- সুনীল গাভাসকার

ব্যাটারদের মূল সমস্যা ক্রিজে

পড়ে থাকার অনভ্যাস। ইনিংসের

শুরু থেকেই শট খেলার প্রবণতা।

যার খেসারত চুকোতে হচ্ছে। এক

বলেছেন, 'এক্সট্রা কভার ড্রাইভে প্রচুর রান করেছে বিরাট কোহলি।

ওর গুরুত্বপূর্ণ শট এটা। ওই শট

খেলতে গিয়েই আবার বারবার

আউট হচ্ছে। দেরিতে মুভ করছে

বলেই এটা হচ্ছে। প্রত্যেককেই খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে

হয়। আমি বলব, নিজের আগের

সেঞ্চুরি ইনিংসের ভিডিও দেখুক ও।

তাহলেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে।'

পরামর্শ টেস্ট ফরম্যাটের প্রথম

দশ হাজার রানের মালিকের। গাভাসকার বলেছেন, 'রোহিতকেও

বলব ব্যর্থতা নিয়ে না ভেবে নিজের

সফল ইনিংসগুলিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে

বারবার দেখক। হারানো আত্মবিশ্বাস

ফিরে পাবে। ফিরে পাবে ছন্দ। ওরা

দুজনেই দুর্দন্তি ব্যাটার। আমার

বিশ্বাস, স্বমেজাজে ফেরা থেকে এক

ইনিংস দূরে রয়েছে ওরা। একটা

ভালো ইনিংস সবকিছু বদলে দেবে।

ভারতীয় সমর্থকদের আপাতত

একটাই প্রার্থনা তা যেন বক্সিং ডে

টেস্টেই হয়।'

রোহিতের উদ্দেশ্যে একই

কিংবদন্তি

সাক্ষাৎকারে

গাভাসকারের মতে, ভারতীয়

ভারতীয় দলের ছন্দহীন দুই

তাল আবও খাবাপ।

বিরাট-রোহিত।



চোট পেয়ে উঠে যাওয়ার পর হাঁটুতে আইসপ্যাক বেঁধে বসে থাকলেন রোহিত শর্মা।

দেখা যায়নি ভারত অধিনায়ককে। অনুশীলন শেষে টিম ইন্ডিয়ার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অধিনায়ক রোহিতের চোট গুরুতর নয়। বক্সিং ডে টেস্টে খেলতে তাঁর সমস্যা হবে না। প্রশ্ন উঠেছে, এমন ঘটনা কেন ঘটবে? ভারতীয় দলের জন্য কেন এমন লো

ছিলেন দলের ফিজিও, চিকিৎসকেরা। অনুশীলনের জন্য? আজ রোহিত জন্য উপযুক্ত।' টিম ইভিয়া সূত্রের পরে আর ব্যাটিং অনুশীলন করতে চোট পেয়েছেন। গতকাল অনুশীলনের শেষের দিকে চোট পেয়েছিলেন লোকেশ রাহুলও। জোরে বোলার আকাশ দীপও আজ অনশীলনের একেবারে শেষের দিকে ব্যাটিং চর্চার সময় হাতে চোট পান। পরে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়ে আকাশ জানিয়েছেন, 'এমসিজি-র বাউন্সের অসমান বাইশ গজ থাকবে অনুশীলন পিচ সাদা বলের ক্রিকেটের জোরদার বিতর্কও। রোহিতের মতো

খবর, আকাশের চোটও গুরুতর নয়। আগামীকাল এমসিজি-তে প্যাট কামিন্সদের অনশীলন শুরু হওয়ার কথা। হলেই বোঝা যাবে, অজিদের অনশীলনের জন্য ভিন্ন চরিত্রের কোনও বাইশ গজ রয়েছে কিনা। কিন্তু তার আগে ভারতীয় দলের

অনশীলন পিচ নিয়ে চলছে চর্চা ও

আচমকা হাঁটুতে চোট পাওয়ার দিন ফের তাঁর ব্যাটিং অডার নিয়ে জল্পনা সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে. ইতিহাস হয়ে যাওয়া তিন টেস্টের মতোই লোকেশ রাহুল ও যশস্বী ইনিংস ওপেন করবেন। আর অধিনায়ক রোহিত ছয় নম্বরেই ব্যাটিং করবেন। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীও আজ রোহিতকে ছয় নম্বরেই ব্যাটিংয়ের কথা বলেছেন। সঙ্গে দিয়েছেন পরামর্শও। শাস্ত্রীর কথায়, 'খোলা মনে পজিটিভ ক্রিকেট খেলুক রোহিত। ব্যাট হাতে শুরু থেকেই পালটা আক্রমণের পথে যাক

অনশীলনের সময় চোট না পেলেও

বিরাট কোহলি, যশস্বী জয়সওয়ালদের

আজ বারবার এমসিজি-র পিচের নীচু

ও অসমান বাউন্সের জন্য অস্বস্তিতে

পড়তে দেখা গিয়েছে বারবার। বেশ

কিছু ডেলিভারি যশস্বীর শরীরেও আঘাত করেছে। জানা গিয়েছে.

টিম ইন্ডিয়ার তরফে পুরো বিষয়টি

একেবারেই ভালোভাবে নেওয়া

হয়নি। সরকারিভাবে অনুশীলনের

জন্য নিধারিত থাকা বাইশ গজ নিয়ে

কোনও অভিযোগ করা না হলেও

নেটে অধিনায়ক রোহিতের

পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে।

বানের সন্ধানে চাপে থাকা রোহিত শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রীর পরামর্শ কাজে লাগিয়ে ছন্দে ফেরেন কিনা.

জসপ্রীত বুমরাহ। মেলবোর্নে রবিবার। ও। আমি নিশ্চিত, ব্যাটার রোহিত যে কোনও পজিশনে ব্যাটিং করেই বিপক্ষ বোলারদের আক্রমণ করতে জানে।' নয়ে ভাবনা সেটাই দেখার।

স্থাতদের

সিরিজের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইয়েও দাপট অব্যাহত স্মৃতি মান্ধানার (৯১)। এদিনই অভিষেক হওয়া প্রতীকা রাওয়ালের (৪০) সঙ্গে ওপেনিং জটিতে ১১০ রান তুলে স্মৃতি ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দেন। যার ওপর দাঁড়িয়ে রেণুকা সিং ঠাকুরের (২৯/৫) সুইংয়ে নাজেহাল হয়ে যায় ক্যারিবিয়ানরা। ২৬.২ ওভারে ১০৩ রানে অল আউট হয়ে তারা ১১১ বানে ম্যাচ হাবে। যা মহিলাদেব ওডিআইয়ে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জয়। ২০১৭ সালে পোচেফস্ট্রমে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ২৪৯ জয়টাই একমাত্র এর থেকে এগিয়ে থাকবে।

ভারতের ৩১৪/৯ স্ক্রোরে অবদান রেখেছেন রিচা ঘোষও। ১৩ বলে তাঁর ২৬ রানের ইনিংসে ভারত শেষবেলায় রান রেট অনেকটাই বাড়িয়ে নেয়। ভারতীয় টপ অর্ডারের হার্লিন দেওল হরমনপ্রীত কাউর (৩৪). জেমিমা রডরিগেজরাও (৩১) রান পাওয়ায় ক্যারিবিয়ান স্পিনার জেড মিশ্র (২২/২) সংগত করায় কখনোই মেলবোর্ন, ২২ ডিসেম্বর :

নিয়ে গল্প করবেন।শোনাবেন বিশ্বের

অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলারের

ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফাস্ট

বোলার হওয়ার পথে জসপ্রীত

বুমরাহ। অবসরের পর যখন বয়স

হবে, নাতি-নাতনিদের বলতে পারব

হেডকে আউট করেছেন বুমরাহ।

সবাধিক

হওয়ার পথে ভালোই সামলেছেন

বুমরাহকে। যদিও প্রতিপক্ষ দলের

সেরা বোলারকে উচ্ছসিত প্রশংসায়

ভরিয়ে দিচ্ছেন। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের

শিরোপা তলে দিচ্ছেন বমরাহকে।

অপেক্ষায় থাকা স্যাম কোনস্টাসের

শুরুর ভাবনাতেও জসপ্রীত বমরাহ।

প্রথম তিন টেস্টে নাথান ম্যাকসুইনি

টেস্ট অভিষেকের হাতছানি বছর

হয়ে নিজের ফোকাস নষ্টে নারাজ

সরি*য়ে*

মেলবোর্নে টেস্ট অভিষেকেব

চলতি সিরিজে মাত্র একবার

'ক্রিকেট

স্কোরার

শ্রেষ্ঠত্বের

মুখোমুখি হওয়ার কাহিনী!

হেড বলেছেন,

আমি ওর মুখোমুখি হয়েছি।

সিরিজের

বোলিং পার্টনার মহম্মদ সিরাজকে নিয়ে অনুশীলনে চলেছেন

বাইশ গজে এক ইঞ্চি জমি না ছাড়ার বুমরাহকে নিয়ে বলেছেন 'ওর খুব বেশি ভিডিও ফুটেজ মাঠের বাইরে যদিও পরস্পরের দেখার সুযোগ হয়নি। দলের ভিডিও প্রতি শ্রদ্ধা, সম্রমে এতটুকু কার্পণ্য আনালিস্টরা রয়েছে। প্রতিপক্ষের নেই। চলতি সিরিজে অস্ট্রেলিয়া বোলারদের নিয়ে ফিডব্যাক পাব শিবিরের নায়ক ট্রাভিস হেডের মুখে ওদের থেকে। মাঠে নামার আগে যেমন এদিন শোনা গেল জসপ্রীত যা গুরুত্ব দেব। আমি রীতিমতো ব্মরাহ-বন্দনা। বিস্ফোরক হেড উত্তেজিত ওর মুখোমুখি হওয়ার জানান, অবসরের পর বৃদ্ধ বয়সে চ্যালেঞ্জ নিয়ে।' নাতি-নাতনিদের সঙ্গে বুমরাহকে

অজি ক্রিকেটের আগামী মহাতারকা ধরা হচ্ছে বছর বছরের স্যামকে। ভারতের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি



ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার হওয়ার পথে জসপ্রীত বুমরাহ। অবসরের পর যখন বয়স হবে, নাতি-নাতনিদের বলতে পারব আমি ওর মুখোমুখি হয়েছি।

- ট্রাভিস হেড

ম্যাচেও শতরান পেয়েছেন। সেই

বড়দিনে বাংলা স্কোয়াডে

হয়তো সামি

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : জল বার করা হয়েছে। হাঁটুর ফোলাও কমেছে। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট আকাডেমিতে অনুশীলনও শুরু করেছেন মহম্মদ

সব ঠিকমতো চললে বড়দিনের দিনই বেঙ্গালুরু থেকে হায়দরাবাদে হাজির হতে চলেছেন সামি। ২৬ ডিসেম্বর বিজয় হাজারে ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরার মুখোমুখি হবে বাংলা। সেই ম্যাচে সামির খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই। জানা গিয়েছে, আগামী ২৮ ডিসেম্বর বরোদার বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির তিন নম্বর ম্যাচে খেলতে পারেন সামি। তবে ত্রিপুরা ম্যাচের আগের দিনই সামি বাংলা স্কোয়াডে যোগ দিচ্ছেন বলে খবর। আজ সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্রা বলছিলেন, 'হাঁটুর সমস্যা অনেকটাই কমেছে সামির। হয়তো বড়দিনের দিনই ও হায়দরাবাদ পৌঁছে যাবে. যোগ দেবে বাংলা দলে। দেখা যাক

প্রতিযোগিতায় দারুণ শুরু করেছে টিম বাংলা। গতকাল প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে দিল্লিকে উড়িয়ে দিয়েছেন সদীপ ঘরামিরা। ব্যাট হাতে অপরাজিত ১৭০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে দলকে ভরসা দিয়েছেন অভিষেক পোডেল। উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেকের ব্যাটিং আগ্রাসন পুরো মনোভাব বদলে দিয়েছে। বেড়েছে আত্মবিশ্বাসও। আজ পুরো দিনটাই হায়দরাবাদের হোটেলে ছিলেন বাংলার ক্রিকেটাররা। সন্ধ্যার দিকে জিম সেশন ছিল। আগামীকাল সুদীপ-অনুষ্টুপ মজমদারদের অনশীলন রয়েছে। তার আগে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছেন, 'শুরুটা ভালো হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তার জন্য লাফালাফি করার কিছু হয়নি। প্রতিযোগিতায় এখনও বিস্তর ম্যাচ বাকি। আমাদের জয়ের ছন্দ ধরে রেখে সামনে তাকাতে হবে।'

সামিকে ছাড়াই বিজয় হাজারে

এশিয়া কাপ জিতল ভারত

কুয়ালালামপুর, ২২ ডিসেম্বর মেয়েদের অনুধর্ব-১৯ টি২০ এশিয়া কাপের প্রথম সংস্করণে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। ফাইনালে ভারতের মেয়েরা ৪১ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশকে। কয়েকদিন আগেই অনূর্ধ্ব-১৯ টি২০ এশিয়া বাংলাদেশের কাছে ফাইনালে হেরে কাপ হাতছাডা করেছিল ভারতের ছেলেরা। সেই ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দিলেন মেয়েরা। প্রথমে ব্যাট করে ভারত ১১৭/৭ স্কোরে পৌঁছায়। ম্যাচের সেরা গোনগাড়ি তুষা ৪৭ বলে ৫২ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন। বাকি ব্যাটাররা তেমন সুবিধা করতে পারেননি। শেষের দিকে কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন মিথিলা বিনোদ (১৭) ও আয়্যী শুক্লা (১০)। তাদের সৌজন্যে ভারত ১০০ রানের গণ্ডি পার করে। ৪১ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন বাংলাদেশের ফারজানা ইয়াসমিন। জবাবে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে বাংলাদেশ সবাধিক ২২ রান করেন জুরাইয়া ফিরদৌস। ওপেনার ফাহমিদা ছোয়ার ব্যাট থেকে আসে ১৮ রান। বাকি কোনও ব্যাটারই দুই অক্ষের গণ্ডি পেরোতে পারেনন। আয়ষীদের (১৭/৩) দাপটে ৭৬ রানে গুটিয়ে যায়

কুলচাকে না দেখে অবাক বর্ডার

মেলবোর্নে হিটম

মেলবোর্ন, ২২ ডিসেম্বর : মাঝে আর দিন তিনেক। বড়দিনের আমেজ নিয়েই ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে মুখোমুখি ভারত-অস্ট্রেলিয়া। দলগত দ্বৈরথের মাঝে লড়াই ব্যক্তিগত চাওঁয়া-পাওয়ারও। টানা ব্যর্থতা ঝেড়ে রোহিত শর্মা যেমন মরিয়া থাকবেন হারানো ছন্দ খুঁজে পেতে।

মাইকেল ক্লার্কের বিশ্বাস, মেলবোর্নে হিটম্যান শো দেখা যাবে। বড় শৃতরান আসবে রোহিতের ব্যাট থেকে। ২০১৫ ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ী অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বলেছেন, 'আমার বাজি রোহিত শর্মা। বড সেঞ্চরি অপেক্ষা করছে ওর জন্য। মেলবোর্নে খেলতে পছন্দ করে ও। রোহিতের ব্যাটিংয়ের সঙ্গে আদর্শ এমসিজি। আমার ধারণা নিজের আগ্রাসী ক্রিকেট উপহার দেবে এখানে। শটের ফুলঝুরি দেখব। দেখব রোহিতকে সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিতে।

স্টিভেন স্মিথকে নিয়েও বড় ভবিষ্যদ্বাণী ক্লার্কের। পডকাস্ট শোয়ে দাবি করেন, বক্সিং ডে টেস্ট হতে চলেছে স্মিথের। দশ হাজার টেস্ট রানের মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা স্মিথ দ্বিশতরান করবেন মেলবোর্নে। ক্লার্ক বলেছেন, 'আমার মন বলছে ডাবল সেঞ্জুরি আসবে স্মিথের ব্যাট থেকে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ স্কোর করবে স্মিথই।

সবেচ্চি উইকেটশিকারির তকমা তুলে রাখছেন জসপ্রীত বুমরাহর জন্য। ক্লার্কের মতে, দুই দল মিলিয়ে। চলতি সিরিজের সেরা বোলার বুমরাহ, সবথেকে বিপজ্জনক। প্রতিটি বলেই যেন উইকেট নেবে। বক্সিং ডে টেস্টে সর্বেচ্চি উইকেটশিকারি হিসেবে দ্বিতীয় আর কারওর নাম ভাবতে পারছেন না ক্লার্ক। প্রথম তিন ম্যাচে সাফল্য না পাওয়া নাথান লায়োনের ওপরও ভরসা রাখছেন। ক্লার্কের দাবি, বক্সিং ডে টেস্ট আক্ষেপ মেটানোর মঞ্চ হতে চলেছে অজি স্পিনারের জন্য।

কিংবদন্তি আলোন বডার আবার অবাক ভারতীয় দলে যুয়বেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদবের মধ্যে কাউকে না দেখে। প্রাক্তন অজি অধিনায়ক বলেছেন, 'চাহাল ও কলদীপের মধ্যে কাউকে সফরে না আনায় আমি অবাক। লেগস্পিনার সহজে পাওয়া যায় না। ভরসা রাখতে হবে। আসল সমস্যা হল, অধিনায়করা লেগস্পিনারকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। দুই-একটা লুজ ডেলিভারি বা শট খেলেই রক্ষণাত্মক হয়ে যায়। কিন্তু ওদের মাথায় রাখা উচিত শেন ওয়ার্ন একদিনে হয়নি।



ব্যাটিংয়ে শান দেওয়ার ফাঁকে লোকেশ রাহুল।

আর চাইলেই ওয়ার্ন পাওয়া যায় না। নতন লেগিদের পাশে থাকা উচিত, সুযোগ, সময় দেওয়া দরকার ওদের।'

বলার কথা, কিছদিন ধরেই জাতীয় দলের বাইরে। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে সফরে ওয়াশিংটন সুন্দরকে বেছে নেন ভারতীয় নির্বাচকরা।



ভদোদরা, ২২ ডিসেম্বর : টি২০

স্বস্তিতে ছিল না ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটিং।

ফর্মই দেশের হয়ে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। কোনস্টাস বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। নিজের স্কিলের ওপর ভরসা আছে। প্রচুর পরিশ্রম করেছি। আমার কাছে এটা আরও একটা ম্যাচ। নিজেকে খেললেও সাফল্য পাননি। ফলস্বরূপ এভাবেই স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করব। তবে ব্যাগি গ্রিন টুপি পাওয়া, উনিশের কোনস্টাসের সামনে। আর দেশের হয়ে টেস্ট খেলার সুযোগ পাওয়া প্রত্যেকের স্বপ্ন। আমার জন্য এটা বিশাল সম্মান, গর্বের। বাড়ির বুমরাহকে নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও সবাইকে নিয়ে ডিনারে বেরিয়ে যা থাকবে। তবে অতিরিক্ত চিন্তিত সেলিব্রেট করেছি। এবার মখিয়ে

আছি মাঠে নামার জন্য।'

ওপেনার হিসেবে বুমরাহর নতন বল কুলদীপ এখনও ফিট নন জেমস ৫ উইকেট পেলেও সমস্যা প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরার জন্য। চাহাল বেশ সামলানোই মল চ্যালেঞ্জ জানেন। হয়নি। রানতাড়ায় নামার রেণুকার সঙ্গে তিতাস সাধু (২৪/১) ও প্রিয়া

ভারত সফরের দল ঘোষণা ইংল্যান্ডের

ভারত সফর এবং পরবর্তী চ্যাম্পিয়ন্স টফির ওডিআই দল ঘোষণা করল ইংল্যান্ড। দীর্ঘদিন পর পঞ্চাশের ফরম্যাটে প্রত্যাবর্তন ঘটছে জো রুটের। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে শেষবার খেলেছিলেন তারকা ব্যাটার। লম্বা বিরতির পর রুটকে ওডিআই দলে ফেরানোর সিদ্ধান্ত।



জো রুট

না ইংল্যান্ড। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য আপাতত মাঠের বাইরে টেস্ট অধিনায়ক। জুনে ভারতের বিরুদ্ধে হোম সিরিজ রয়েছে। তারপরই অ্যাসেজের দ্বৈরথ। স্টোকসের মূল লক্ষ্য জোড়া টেস্ট সিরিজ। তবে ভারত সফর এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে স্টোকসের অনুপস্থিতি ব্রিগেডের জন্য।

তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের **মার্ক উড**।

ম্যাচও খেলবে ইংল্যান্ড। এদিন ১৬ সদস্যের যে দলও ঘোষণা করেছে তাঁবা। কট অবশ্য টি১০ দলে ডাক পাননি। রঙিন ফরম্যাটের দুই দলেই অধিনায়কত্বের ভার সামলাবেন জস বাটলাব। ভাবত সফববত ওডিআই দলটাই পরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নেবে। ফাস্ট বোলার মার্ক উডও চোট কাটিয়ে ফিরছেন। ডান হাতের চোটে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড সফরে যাননি। জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটছে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট দিয়ে। রুট যেমন শুধু ওডিআই সিরিজে, তেমনই লেগস্পিনার রেহান আহমেদ শুধুমাত্র নির্বাচিত হয়েছেন ২২ জানুয়ারি ইডেন গার্ডেন্সে শুরু টি২০ সিরিজের জন্য।

ওডিআই দল (ভারত সফর ও চ্যাম্পিয়ন ট্রফি) : জস বাটলার (অধিনায়ক), জোফ্রা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, জ্যাকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, বেন ডাকেট. জেমি ওভারটন, জেমি স্মিথ, লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রশিদ, জো রুট, সাকিব মাহমুদ, ফিল সল্ট ও মার্ক উড।

টি২০ দল (ভারত সফর) : জস বাটলার (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, জোফ্রা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, জ্যাকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, বেন ডাকেট, জেমি ওভারটন, জেমি স্মিথ, লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল ৬ ফেব্রুয়ারি নাগপুরে শুরু রশিদ, সাকিব মাহমুদ, ফিল সল্ট ও

বুমরাহভাইয়ের পরামর্শ

পারথ, অ্যাডিলেডে সুযোগ পাননি। চিরকাল মনে থাকবে। ব্রিসবেন টেস্টের আসরে সুযোগ পেয়েই নজর কেড়েছেন।

বল হাতে দলকে ভবসা দিয়েছেন। পাশাপাশি ব্যাট হাতে দলের ফলোঅন বাঁচিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্যদের মনেও জায়গা করে নিয়েছেন বাংলার আকাশ দীপ। সব ঠিকমতো চললে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা বক্সিং ডে টেস্টেও টিম ইভিয়ার তিন নম্বর পেসার হিসেবে প্রথম একাদশে থাকা প্রায় নিশ্চিত আকাশের।

তার আগে রবিবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের আসরে ব্যাটিং করতে গিয়ে হাতে চোট পেয়েছিলেন আকাশ। ভারতীয় দলের একটি সূত্রের খবর, আকাশের চোট গুরুতর নয় একেবারেই। বরং চোট পাওয়ার পর ফিজিওর নজরদারিতে পরে ব্যাটিংও করেছেন তিনি। টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনৈ হাজির হয়ে বাংলার আকাশ স্পষ্ট করেছেন তাঁর সাফল্যের নেপথ্যে জসপ্রীত বুমরাহর অবদানের কথা। আকাশ বলৈছেন, 'এই প্রথমবার অস্ট্রেলিয়া সফরে এসেছি। এখানের পিচ ভারতের মতো নয়। উইকেট থেকে জোরে বোলারদের জন্য সহায়তা থাকে। আমার অনভিজ্ঞকে বুমরাহভাই গাব্বা টেস্টের আসরে টিম

ইন্ডিয়ার ফলোঅন যখন নিশ্চিত মনে হচ্ছিল, তখনই বুমরাহভাইয়ের সঙ্গে ব্যাট হাতে জুটি বেঁথে দলের ফলোঅন বাঁচান আকাশ। কীভাবে



সাংবাদিক সম্মেলনে আকাশ দীপ।

সম্ভব করেছিলেন তাঁরা? স্যুর ডন ব্যাডম্যানের দেশে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে সফররত ভারতীয় সাংবাদিকদের মুখোমুখি আকাশ আজ বলৈছেন, 'আমরা ব্যাটিং অর্ডারের শেষের দিকে থাকি। আমাদের মূল লক্ষ্য থাকে দলের প্রয়োজনে অন্তত ২৫-৩০ রান করা। সেটা অনেক প্রচুর সাহায্য করেছে। নিয়মিত সময় ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণে বড় যাক কীভাবে ওকে থামাতে পারি পরামর্শ পেয়ে চলেছি ওর থেকে। ভূমিকা নেয়। গাব্বায় ঠিক সেটাই আমরা।

সময়য় যেভাবে আমায় গাইড করেছিল, কখনও ভলতে পারব না। ফলোঅন বাঁচাতে হবে, এমন কিছু ভাবিনি আমরা। বরং যতটা সম্ভব উইকেটে থাকতে চেয়েছিলাম। আসলে বেশি পরিকল্পনা করে ফলোঅন বাঁচানো যায় না।' গাব্বায় ফলোঅন বাঁচানোর পর ভারতীয় সাজঘরের ছবিই দুনিয়াকে বুঝিয়ে দিয়েছে, গৌতম গম্ভীররা কতটা টেনশনে ছিলেন। সেই ঘটনা পুরো দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়েছে বলে জানাচ্ছেন আকাশ। তাঁর কথায়, 'ওই রকম কঠিন পরিস্থিতিতে ফলোঅন বাঁচানো ম্যাচ বাঁচানোর সমান। স্বাভাবিকভাবেই দলের সবাই খুশি হয়েছিল। চাপ কমে গিয়েছিল। ফলোঅন বাঁচানোর ঘটনা আমাদের আত্মবিশ্বাসও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।' চলতি সিরিজের ফল আপাতত

১-১। এমসিজি-তে চতুর্থ টেস্টের ফল কী হবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে টিম ইন্ডিয়ার কাঁটা হয়ে ওঠা ট্রাভিস হেডকে থামাতেই হবে ভারতীয় বোলারদের। হেডকে কীভাবে প্যাভিলিয়ানে ফেরানো যায়? এমন প্রশ্নের সামনে চওড়া হাসি নিয়ে আকাশ বলেছেন, 'সব পরিকল্পনার কথা সাংবাদিকদের বলে দিলে অস্ট্রেলিয়া সতর্ক হয়ে যাবে। হেডের জন্য আমাদের নানা পরিকল্পনা রয়েছে। খাটো লেংথের বলে ওর সমস্যা রয়েছে। দেখা



বাংলাদেশকে হারিয়ে অনুর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জিতে ভারতীয় মহিলা দল।

গ্রেপ্তারি নোটিশ নিয়ে পালটা উথাপ্পার

সংস্থার দৈনান্দন কাজে জডিত নই

বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরু পুলিশের জারি করা গ্রেপ্তারি নোটিশ নিয়ে অবশেষে মুখ গ্রেপ্তার করা হবে। খললেন রবিন উথাপ্পা। পালটা দাবি করেন, সংস্থার দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে তিনি জড়িত নন। সংস্থার ডিরেক্টর হলেও কর্মীদের পিএফের টাকা জমা না দেওয়ার বিষয়ে তিনি অবহিত নন। তিনি কেবলমাত্র এসব

সংস্থায় অর্থ লগ্নি করেছেন মাত্র। 'সেন্টোরাস লাইফস্টাইল ব্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড' নামক একটি সংস্থার ডিরেক্টর পদে রয়েছেন রবিন উথাপ্পা। অভিযোগ, সংস্থাটি কর্মীদের বেতন থেকে পিএফের টাকা কাটলেও তাদের অ্যাকাউন্টে জমা দেয়নি। জালিয়াতির অঙ্কটা প্রায় ভিত্তিতে উথাপ্পার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি দায়িত্ব নেওয়ার সময় পায় না।

বেঙ্গালুরু, ২২ ডিসেম্বর : তাঁর নোটিশ জারি করা হয়। আগামী ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে অর্থ জমা না দিলে, ইনস্টাগ্রাম পোস্টে

পালটা দাবি করেছেন, মামলার খবরের পর আমি স্ট্রবেরি ল্যান্সেরিয়া প্রাইভেট সেন্টোরাস লাইফস্টাইল ব্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড এবং বেরি ফ্যাশন হাউসের সঙ্গে আমার জডিত থাকার বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু বলতে চাই। ২০১৮-'১৯ সালে এই সংস্থাগুলির পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত ছিলাম আমি। কারণ এই সংস্থাগুলিকে ঋণ হিসেবে আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলাম। তবে আমি সক্রিয় নিবাহী নই। পেশাদার ক্রিকেটার, টিভি অ্যাঙ্কর, ধারাভাষ্যকার হিসেবে ২৪ লাখ টাকা। নির্দিষ্ট অভিযোগের ব্যস্ততার পর সংস্থার দৈনন্দিন কাজে

यार्थ यश्रापाल

শেষ পাঁচ ম্যাচে তৃতীয় হারে হতাশ বার্সেলোনার রবার্ট লেওয়ানডস্কি।

বার্সাকে হারাতেই এক নম্বরে অ্যাটলেটিকো

জিতেও শীর্ষে ওঠ হল না রিয়ালের

সোবলথ।

সেভিয়াকে ৪-২ গোলে হারিয়েও রিয়ালের পয়েন্ট ৪০। ১০ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপে রিয়ালকে এগিয়ে দেন। ২০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান বার্সা আক্রমণের তীব্রতা বজায় ফেডেরিকো ভালভের্দে। ৩৪ মিনিটে রডরিগোর গোলে ম্যাচ প্রায় মুঠোয় নিয়ে এসেছিল রিয়াল। ৫৩ মিনিটে ব্রাহিম দিয়াজের গোলে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত হয় তাদের।

এদিকে, বার্সেলোনা, রিয়ালকে পিছনে ফেলে লা লিগা পয়েন্ট টেবিলের এক নম্বরে পৌঁছে গেল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। মরশুমের শুরুতে যে বার্সাকে অপ্রতিরোধ্য মনে হয়েছিল শনিবার রাতে অ্যাটলেটিকোর কাছে হেরে তিনে বিরতি। সেটাই আমাদের প্রয়োজন।' নেমে গেল তারাই। শুরুতে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ২-১ গোলে পরাজয় স্বীকার করেছে হ্যান্সি ফ্লিকের দল।

শুরুটা করে কাতালান জায়েন্টরা।

বার্সেলোনা, ২২ ডিসেম্বর : ৩০ মিনিটেই বার্সাকে এগিয়ে দেন জিতেও চলতি লা লিগায় শীর্ষে উঠতে পেদ্রি। গাভির সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান পারল না রিয়াল মাদ্রিদ। রবিবার খেলে একক দক্ষতায় বক্সে ঢকে গোল করেন তিনি। এর বাইরে রাফিনহা, দ্বিতীয় স্থানে থাকল তারা। ১৮ ম্যাচে ফেরমিন লোপেজরা বেশ কয়েকবার সুযোগ তৈরি করলেও আর গোলের দেখা পায়নি ফ্লিকের দল। দ্বিতীয়ার্ধে রাখলেও ম্যাচের গতির বিপরীতে গোল করে অ্যাটলেটিকোকে সমতায় ফেরান রডরিগো ডি পল। এরপর যোগ করা সময়েরও শেষ লগ্নে গোল করে দিয়েগো সিমিওনের দলকে তিন পয়েন্ট এনে দেন আলেকজান্ডার

ম্যাচ শেষে হতাশায় ভেঙে পড়েন কাতালান ক্লাবটির ফুটবলাররা। হতাশার সূর কোচ ফ্লিকের গলায়ও। তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'এখন লিগে যদিও লিগ শীর্ষে থাকতে না পারা নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই তাঁর। বললেন, 'শীর্ষে না থাকলেও আমরা চোটের কারণে ছিলেন না লামিনে ভালো জায়গাতেই আছি। চিন্তিতও ইয়ামাল। তবুও দাপটের সঙ্গেই নই। হার সবসময়ই হতাশার। তবুও বলব দল ভালো খেলেই হেরেছে।'

বোর্নমাউথের কাছে ফের আত্মসমর্পণ ইউন|ইটেডের

৯ গোলের থ্রিলারে জয় লিভারপুলের

ডিসেম্বর ২২ লন্ডন, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আগের ম্যাচেই ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও জয় তুলে নিয়ে চমকে দিয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। সেই ছন্দ কাটল এক ম্যাচের মধ্যেই। রবিবার ঘরের মাঠে এএফসি বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে ০-৩ গোলে হেরে গেল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ২৯ মিনিটে ডিন হুইজসেনের গোলে পিছিয়ে পড়ে ইউনাইটেড। ৬১ মিনিটে জাস্টিন ক্লুইভার্ট বোর্নমাউথের হয়ে ব্যবধান বাড়ান। ৬৩ মিনিটে অ্যান্টোনি সেমেনোর গোল রুবেন অ্যামোরিম ব্রিগেডের হার নিশ্চিত করে। ১৭ ম্যাচে ২২ পয়েন্টে ১৩ নম্বরে থাকল তারা।

এদিকে, ৯ গোলের থ্রিলারে টটেনহাম হটস্পারকে ৬-৩ ব্যবধানে হারাল লিভারপুল। লিভারপুলের লুইস দিয়াজ ও মহম্মদ সালাহ জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোল দুইটি ডমিনিক সোবোসলাই ও অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের। জেমস ম্যাডিসন, দেজান কলসেভস্কি ও ডোমিনিক সোলাঙ্কে স্কোরশিটে নাম তুললেও টটেনহামের হার বাঁচাতে পারেননি। ১৬ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল লিভারপুল।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রিমিয়ার লিগের সবচেয়ে সফল দল ম্যাঞ্চেস্টার সিটির খারাপ সময় যেন কাটছেই না। শনিবার ১-২ গোলে অ্যাস্টন ভিলার কাছে হেরে গিয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। চলতি লিগে এটি ষষ্ঠ হার ফিল ফোডেনদের। যদিও এখনই হাল ছাড়তে নারাজ কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তিনি বলেছেন, 'আমরা অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে অন্য ম্যাচের তলনায় অনেক ভালো খেলেছি। পরাজিত হলেও ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখব।



মাথা নীচু করে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড থেকে ফিরছেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। রবিবার।

স্টোনস চোট পাওয়ায় আমার হাতে মাত্র একজন ফিট সেন্টাল ডিফেন্ডার রয়েছে। এই অবস্থায় পরের ম্যাচে খেলতে নামাটা খুব কঠিন।

পেপ গুয়ার্দিওলা

আমাদের পরের ম্যাচে দলে আরও ভারসাম্য আনতে হবে। আরও হবে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আশা করছি খেলোয়াড়রা ধীরে

ধীরে নিজেদের ছন্দে ফিরে আসবে। আমাদের পরের ম্যাচ এভারটনের বিরুদ্ধে। তবে আমরা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।'

দলে চোট-আঘাতের জন্য বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় দলের বাইরে।শনিবার চোট সারিয়ে দীর্ঘ একমাস পরে মাঠে ফিরেছিলেন ডিফেন্ডার জন স্টোনস। তবে ফের চোট পাওয়ায় তাঁকে তুলে নিতে বাধ্য হন গুয়ার্দিওলা। ম্যাচের পর সিটি কোচ বলেছেন, 'স্টোনস চোট পাওয়ায় আমার হাতে মাত্র একজন বেশি গোলের সুযোগ তৈরি করতে ফিট সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার রয়েছে। এই অবস্থায় পরের ম্যাচে খেলতে নামাটা খুব কঠিন।'

পায় কেরালা। প্রথমটা ২৯ মিনিটে। তৈরি করতে পারেননি অ্যালেক্সিস কোরোউ সিং থিনগুজামের দুর্বল

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০ কেরালা ব্লাস্টার্স-৩ (ভাস্কর-আত্মঘাতী, নোয়া, কোয়েফ)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : দুর্বল কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছেও অসহায় আত্মসমর্পণ করল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক ফটবলেই ডুবল আন্দ্রেই চেরনিশভের দল। কেরালা লাগাতার আক্রমণ করে

গেল। আর রক্ষণে দাঁড়িয়ে একের

পর এক বল বিপন্মুক্ত করার চেষ্টা করে গেলেন ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের, ভানলালজুইডিকা চাকচয়াকরা। ফলে যা হওয়ার সেটাই হল। একটা সময়ের পর সাদা-কালো রক্ষণের বাঁধ ভেঙে গেল। ৩-০ গোলে পরাজয় স্বীকার করল মহমেডান। যদিও এদিন শুরুটা নেহাত খারাপ করেনি চেরনিশভের দল। তবে বন্ধের আশেপাশে পৌঁছে বারবারই খেই হারিয়ে ফেলছিলেন কার্লোস ফ্রাঙ্কা, লালরেমসাঙ্গারা। উলটোদিকে কেরালা চেষ্টা করছিল বল ধরে আক্রমণে ওঠার। প্রথম ২৫ মিনিটে মহমেডান বক্ষণকে সেভাবে পরীক্ষার মুখে ফেলতে পারেনি তারা। প্রথম ৪৫ মিনিটেও মাত্র দুইটি সুযোগ

হেড সহজেই রুখে দেন ভাস্কর রায়। প্রথমার্ধের যোগ করা সময় আরও একবার সাদা-কালো বক্সে হানা দেয় তারা। নোয়া সাদিউ বল সাজিয়ে দেন



গোল করে উচ্ছাস আলেজান্দ্রে কোয়েফের। রবিবার কোচিতে।

কোরোউকে। তাঁর হেড প্রতিহত হয় পোস্টে। ফিরতি বলে শট নিলেও লক্ষ্যে রাখতে পারেননি কোয়েম গোল করার মতো কোনও সুযোগই (রোচারজেলা)।

গোমেজ, ফ্রাঙ্কারা।

দিতীয়ার্ধেও ছবিটা এতটুকুও বদলায়নি। ৫৫ মিনিটে মিলোস ড্রিনসিচের হেড দুর্দান্ত দক্ষতায় রুখে দেন ভাস্কর। ৬২ মিনিটে তাঁরই ভূলে গোল হজম করে মহমেডান। নোয়ার ভাসানো কর্নার অদ্ভুতভাবে তাঁর হাতে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। কেরালা ব্যবধান বাডায় ৮০ মিনিটে। কোরোউয়ের ভাসানো দুরপাল্লার বল মাথা ছুঁইয়ে গোলে পাঠান নোয়া। নিধারিত সময়ের শেষ মিনিটে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন আলেজান্দ্রে কোয়েফ। উলটোদিকে গোলহজমের পর কিছটা নড়েচড়ে বসে মহমেডান। একার্ধিক পরিবর্তন করেন চেরনিশভ। কিন্তু এদিন মহমেডানে আরও একবার প্রকট হয়ে উঠল গোল করার লোকের অভাব। কেরালা রক্ষণে পায়ের জালে বারবার আটকে গেলেন সাদা-কালো আক্রমণভাগের ফুটবলাররা।

মহমেডান জোডিংলিয়ানা, ফ্লোরেন্ট. জোহেরলিয়ানা জুইডিকা, অ্যালেক্সিস, কাশিমভ, অমরজিৎ (মাকান), বিকাশ (আঙ্গুসানা), পেপরাহ। পক্ষান্তরে প্রথমার্ধে ফ্রাঙ্কা (মানঝোকি), লালরেমসাঙ্গা

প্রতিভা খুঁজছে আইএফএ

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : জেলা থেকে প্রতিভা খুঁজতে নতুন পদক্ষেপ আইএফএ-র। বাংলা অনুধর্ব-২০ ফুটবল দলের স্কাউটিংয়ের দায়িত্বে আইএফএ-র কোচেস কমিটি। মঙ্গলবার আইএফএ কোচেস কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। ঠিক হয়েছে বাংলার যুব দলের জন্য ফুটবলার তুলে আনতে আইএফএ স্কাউটিং টিমের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে জেলায় জেলায় স্কাউট করবেন কোচেস কমিটির সদস্যরা।



লেসলি ক্লডিয়াসের মূর্তি উন্মোচনের অনুষ্ঠানে লিয়েন্ডার পেজ।

২২ ডিসেম্বর : কিংবদন্তি হকি তারকা লেসলি ক্লডিয়াসকে আদর্শ মনে করেন লিয়েন্ডার পেজ। চারবারের অলিম্পিক পদক জয়ী এই হকি তারকা দীর্ঘদিন ক্যালকাটা কাস্ট্রমসের হয়ে ময়দানে হকি খেলেছেন। কাস্টমস ক্লাব তাঁবু ছিল তাঁর 'দ্বিতীয় বাড়ি'। রবিবার সেই 'দ্বিতীয় বাড়ি'-তে প্রয়াত হকি কিংবদন্তির আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন হয়। সেই অনুষ্ঠানে লেসলি ক্লডিয়াসকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিয়েন্ডার বলেছেন. 'লেসলি ক্লডিয়াস আমার অনুপ্রেরণা। ছোট থেকে তাঁকে দেখেই দেশের হয়ে খেলার অনুপ্রেরণা পাই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানসিকতা লেসলি

২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ভারতীয় তারকা নিজের খারাপ সময়টা প্রিয় 'আঙ্কেল লেসলি'-এর কথা মনে করেই পার করেছেন। সেই প্রসঙ্গে লিয়েন্ডার বলেছেন, 'আমি

ক্লডিয়াসকে দেখেই তৈরি হয়েছে।'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, জীবনে যখনই ব্যর্থ হয়েছি, তখন আঙ্কেল লেসলির কথা মনে করেছি। কলকাতা থেকে দেশের হয়ে যে প্রতিনিধিত্ব করা যায়, সেটা উনি প্রথম দেখিয়েছেন।' এদিন কাস্টমস তাঁবুতে মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে লিয়েন্ডার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লেসলি ক্লডিয়াসের পুত্র ব্র্যান্ডন।

ভিডিও এডিটর

অ্যাডব প্রিমিয়ার, আফটার এফেক্টস, ফোটোশপ জানা আবশ্যিক। নিউজ ভিডিও সম্পাদনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। না থাকলে সেই প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কর্মস্তল শিলিগুড়ি। ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে আবেদনপত্র মেল করতে পারেন:

ubs.torchbearer@gmail.com

স্টুয়ার্টকে খেলানোর চেষ্টায় বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : চোটের কারণে পাঞ্জাব এফসি ম্যাচে খেলতে পারবেন না মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট তারকা দিমিত্রিস পেত্রাতোস। শুক্রবার এফসি গোয়া ম্যাচে পায়ের পেশিতে চোট পান তিনি। রবিবার তাঁর চোটের জায়গায় মেডিকেল পরীক্ষা হয়েছে।

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে দিমি না থাকায় চিন্তার ভাঁজ কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার কপালে। রবিবার থেকেই পাঞ্জাব ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে মোহনবাগান। এদিন মল দলের সঙ্গে অনশীলন করেননি স্কটিশ মিডিও গ্রেগ স্টুয়ার্ট। তবে হাঁটুর চোট সারিয়ে তিনি অনেকটাই ফিট হয়ে উঠেছেন। ফলে দিমির পরিবর্তে স্টুয়ার্টকে খেলানোর চেষ্টা করছে টিম ম্যানেজমেন্ট। স্কটিশ মিডিও যদি একান্ডই খেলতে না পারেন, সেক্ষেত্রে সাহালের ওপর মাঝমাঠে বাড়তি দায়িত্ব থাকবে।

লিগ তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে থাকা পাঞ্জাবকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছে না সবজ-মেরুন শিবির। এমনিতেই ফিনিশিং নিয়ে বেশ চিন্তিত বাগান শিবির। বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেনকে নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে তারা। অস্টেলিয়ান লিগের সর্বকালের সব্যেচ্চ গোলস্কোরার এখনও নিজের ছন্দ খুঁজে পাননি।

রবিবার অনুশীলনৈ গোয়া ম্যাচে খেলা ফুটবলাররা রিকভারি সেশনে অংশ নেন। বাকিদের নিয়ে পুরো দমে অনশীলন করান মোলিনা



ওয়েট ট্রেনিংয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের টম অ্যালড্রেড।

সার্ভিসেসের সামনে বাংলা

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : সন্তোষ ট্রফিতে সোমবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে বাংলা। গ্রুপ শীর্ষে থাকলেও গতবারের চ্যাম্পিয়নদের বেশ সমীহ করছেন বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন। তিনি বলেছেন, 'শেষ দশ বছরে সন্তোষ টফিতে সবচেয়ে ধারাবাহিক দল সার্ভিসেস। খেলোয়াড়দের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া রয়েছে। ওদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। ম্যাচটা জিততে পারলে নকআউটের আগে অনেকটা আত্মবিশ্বাস বাড়বে।'



শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

নিজম্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : মহকমা ক্রীডা পরিষদের পিসি মিত্তাল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি শিলিগুডি প্রিমিয়ার লিগ ফটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন। রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীডাঙ্গনে তাবা ১-০ গোলে হারিয়েছে নেতাজি সূভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে। সুপার ফোরে তারা জয়ের হ্যাটট্রিক করল। ৭৪ ও ৮৬ মিনিটে গোল করলেন হেমরাজ ভুজেল। ম্যাচের সেরা হয়ে বাসন্তী দে সরকার ট্রফি পেয়েছেন হেমরাজ।

ট্রফি নিশ্চিত করে দেশবন্ধুর সচিব অনুপ বসু বলেছেন, 'প্রায় তিন দশক পর শিলিগুড়ি ফুটবলের সর্বোচ্চ লিগে আমরা চ্যাম্পিয়ন হলাম। হেমরাজ লিগে অসাধারণ খেলেছে। ১০টা গোল করে হেমরাজ সবাধিক গোলস্কোরার এখনও। এটাই খারাপ লাগে।'

ওর হাতে উঠবে বলেই আশা করছি। আমাদের দই কোচ শিবশংকর দাস ও রাম সার্কিকেও কৃতিত্ব দিতে হবে।'

এদিন সকাল থেকেই লিগ ঘরে আসছে অনুমান করে দেশবন্ধু ক্লাবে উৎসবের পরিবেশ ছিল। লাল-হলুদ রংয়ের আলোতে বিকেল থেকেই সৈজে ওঠে ক্লাব ও সংলগ্ন রাস্তা। লিগ জয়ের জন্য তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন সর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সচিব মদন ভট্টাচার্য, ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা প্রমুখ। তারপরও অনুপ্রবাব হতাশ গলায় বলেছেন, 'শিলিগুড়িতে ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে আমার ৪০-৪২ বছর হয়ে গেল। কিন্তু নতুন প্রজন্মকে আর খেলার মাঠ-খেলোয়াড়দের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসতে দেখছি না।

আসলে অস্কার একদিকে দলের মানসিকতায় যেমন যদিও দুইজনের কারোর চোটই গুরুতর নয় বলে খবর। বদল এনেছেন, তেমন কৌশলগত দিক থেকেও খুব

ছোট ছোট কিছু পরিবর্তন করেছেন। এবার মরশুমের শুরু থেকে একেবারেই ছন্দে

পাওয়া যাচ্ছিল না ক্লেইটন সিলভাকে। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে দেওয়াল লিখনও হয়তো পড়ে ফেলেছিলেন। বুঝে গিয়েছিলেন লাল-হলুদ ছাড়তে হতে পারে। সেই ক্লেইটনই এখন ফুল ফোটাচ্ছেন। শেষ কয়েকটা ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারকে একটু পিছন থেকে খেলান অস্কার। তাতে তাঁর খেলাটাই যেন বদলে গিয়েছে। নিজে হয়তো গোল করছেন না। কিন্তু গোল করার মতো বলের জোগান দিচ্ছেন। এভাবে নিজেকে ফিরে পেয়ে তৃপ্ত ক্লেইটনও। শনিবার ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'বড়দিনের আগে সমর্থকদের জন্য এর থেকে সেরা উপহার আর কী হতে পারে। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সেরা ছয়ে জায়গা করে নিতে পারলে সেটা আরও বড় উপহার হবে।' ছন্দে ফেরার রসায়ন জানতে চাইলে বলেছেন, 'এই মরশুমে শুরু থেকে সুযোগ কমই পেয়েছি। যতটা বেশি সময় মাঠে থাকা যায়, আত্মবিশ্বাসও তত বাড়ে। আমার ক্ষেত্রে সেটাই কাজ করেছে। ব্রাজিলিয়ান তারকা ছন্দে ফেরায় খুশি অস্কারও। বলেছেন, 'নম্বর নাইন পজিশনে খেলার মতো দুইজন ফুটবলার আছে আমাদের দলে। তাই ক্লেইটনের ভূমিকায় একটু বদল করা। নিজের কাজটা খুব ভালোভাবে করছে ও। এই ক্লেইটনকেই তো আমরা চাই।'

আরও একজন আনোয়ার আলি। যে কোনও পজিশনে মানিয়ে নিচ্ছেন দুদন্তিভাবে। তাঁর প্রশংসা একাধিকবার পজিশন বদল সত্ত্বেও কখনও অভিযোগ দল হিসাবে ইস্টবেঙ্গল যে লড়াকু মানসিকতা নিয়ে রাখলেন অস্কার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর : অস্কার খেলছে তার জন্য অস্কার রুজোঁর অবশাই প্রশংসা ব্রুজোঁ যে সময় দায়িত্ব নেন তখন লাগাতার হারে বিপর্যস্ত প্রাপ্য। স্প্যানিশ কোচ নিজে যদিও বলছেন. 'কতিত্বটা ইস্টবেঙ্গল। আইএসএলে পয়েন্টের খাতাও খোলেনি। ফুটবলারদেরই।' এদিকে শনিবার হালকা চোট পান সেই দল শেষ ছয় ম্যাচ থেকে ১৩ পয়েন্ট ঘরে তুলেছে। মহম্মদ রাকিপ। খোঁড়াতে দেখা যায় জিকসন সিংকেও।

দিচ্ছেন ফুটবলারদেরই



ক্রেইটন সিলভার ফর্ম স্বস্তি দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে।

হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচে কার্ড সমস্যায় এমনিতেই পাওয়া যাবে না রাকিপকে। একই সমস্যায় নেই হেক্টর করে লাল-হলুদ কোচ বলেছেন, 'সত্যিকারের টিমম্যান। ইউস্তেও। দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসও এখনও ৯০ মিনিট খেলার জায়গায় নেই। তবুও নিজামের শহরে জানায় না। সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে যায়।' তবে দলকে একই মানসিকতা নিয়ে খেলার নির্দেশ দিয়ে

ঘোষণা

নৈহাটির বড়মার নাম ও ছবি ব্যবহার করে ওয়েবসাইট খুলে প্রতারণার অভিযোগে ধৃত রিষড়ার সুরজিৎ কুণ্ডু নিজেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন বলে এক ভিডিও নিউজ সত্রে জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তপক্ষ সংশ্লিষ্ট সবার কাছে এই স্পত্তীকরণ দিচ্ছে যে, প্রথমত, সুরজিৎ কণ্ড নামে উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও সাংবাদিক নেই। দ্বিতীয়ত, উত্তরবঙ্গ সংবাদের পরিচয় দিয়ে বা উত্তরবঙ্গ সংবাদের ভূয়ো পরিচয়পত্র দেখিয়ে কেউ যদি কারও সঙ্গে প্রতারণা করেন, সেক্ষেত্রে দায় একান্তই তাঁর নিজের, উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষের কিছুতে নয়।

প্রকাশক উত্তরবন্ধ সংবাদ 33-33-3038

নিজম্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর : মাসতিনেক হয়েছে বক্সিং শুরু করেছেন দিভিত সিং। এরইমধ্যে সুপার হেভিওয়েট ক্যাটিগোরিতে রাজ্য বক্সিংয়ে রুপো জিতে চমকে দিলেন শিলিগুডির দেবীডাঙ্গার দিভিত। ফাইনালে টেকনিকাল সুপিরিয়রিটিতে হারতে হলেও তাঁকে ঘিরে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে দার্জিলিং জেলা বক্সিং সংস্থায়।

ব্রোঞ্জ শোলগুাড়র সশোভনের

পদক জিতে শিলিগুড়ি জাতীয় যুব সংঘে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, 'ছোঁট থেকেই খেলার প্রতি ভালোবাসা থাকলেও বাস্কেটবল পছন্দ করতাম। তিন মাস আগে শিলিগুড়ি বক্সিং অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হওয়ার পরই

ক্যাটিগোরিতে তিনি ব্রোঞ্জ জিতেছেন। সাহা বলেছেন, 'পরিকাঠামোর উন্নতি রাজ্য বক্সিং থেকে শিলিগুড়িকে প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্য বক্সিংয়ের এই হলে সেটা খুবই সম্ভব। শিলিগুড়িতে দ্বিতীয় পদকটি এনে দিয়েছেন সাফল্য কি জাতীয় পর্যায়েও ধরে কোথাও বক্সিং রিং নেই। সরকারের সশোভন মজমদার। মিডলওয়েট রাখা যাবে? দিভিতের কোচ অরূপ তরফে এই অভাবপুরণ করা হলেই



দিভিত সিং ও সুশোভন মজুমদারের সঙ্গে বক্সিং কোচ এবং কর্মকর্তারা। রবিবার শিলিগুড়ি জাতীয় যুব সংঘে।

আরও অনেক ভালো বক্সার উঠে আসবে।' দিভিতের অবশ্য দৃষ্টিশক্তি নিয়েও সমস্যা আছে। চশমা চোখে তাঁর উত্তর, 'সন্ধের দিকে এরিনায় দাঁড়িয়ে একটু সমস্যা হয়। তবে এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার চেম্বা চালিয়ে যাচ্ছি।' জাতীয় পর্যায়ের বক্সার মিলন সুব্বাও মনে করেন, 'শিলিগুড়ির খেলোয়াড়দের জাতীয় পর্যায়ে সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখানকার ছেলেদের লড়াকু মানসিকতাই সাফল্য এনে দিতে পারে। তবে সেজন্য বক্সিং রিং. পাঞ্চিং ব্যাগের মতো বেশ কিছু সরঞ্জাম প্রয়োজন।'

রাজ্য প্রতিযোগিতায় সফল খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব, রাজ্য বক্সিং সংস্থার সভাপতি অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব স্থপন বন্দ্যোপাধ্যায়, দার্জিলিং জেলা বক্সিং সংস্থার সভাপতি খোকন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 🕻 বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা 21.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার



কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ভিয়ার লটারি আমার কাছে অড়ত একটি অভিজ্ঞতার অনুভূতি প্রদান করেছে যা ভাষায় ব্যক্ত করা খুবই কঠিন। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ সাধারণ মানুষকে খুবই সহজ উপায়ে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ প্রদানের জন্য।" ডিয়ার পটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর

সাপ্তাহিক লটারির 49K 85544

নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি

টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি

বাসিন্দা বিশ্বজিত রায় - কে 'বফর্টার তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।